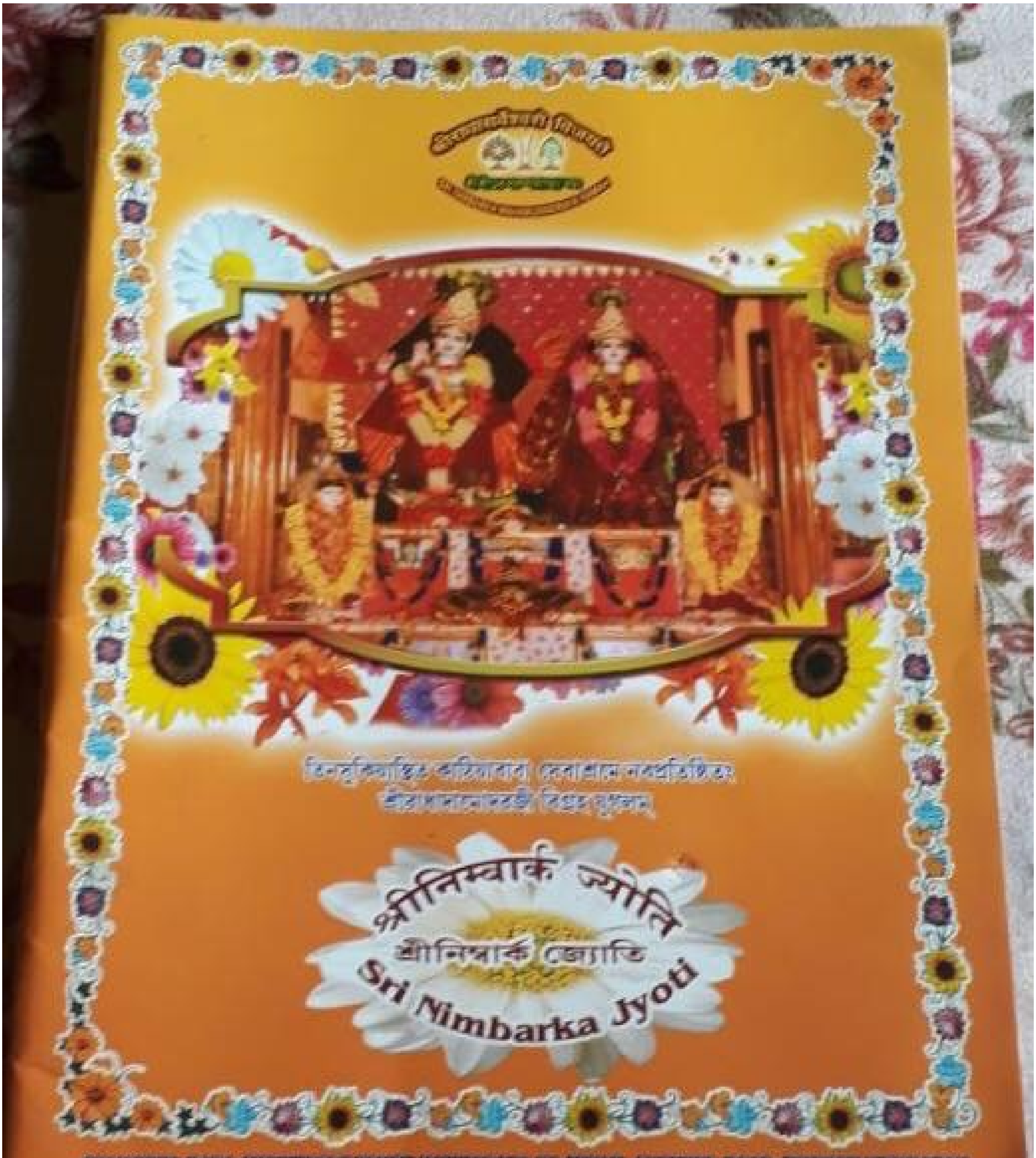
श्रीनिम्बार्क ज्योति
শ্রীনিম্বার্ক জ্যোতি
Sri Nimbarka Jyoti
SRI KATHIA BABA CHARITABLE TRUST, KATHIABABA KA STHAN, GURUKUL ROAD, SRIDHAM VRINDABAN

Wednesday, October 12, 2016
2:48 PM

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে

শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি

নিম্বার্কজ্যোতিরস্মাকং চেতসস্তিমিরাপহম্।
জ্যোতিষা দ্যোতয়ন্ লোকং জয়তাদ্ ভুবি সর্বদা।।

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে

নিয়মাবলী

- আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায় ও আচার্যগণের দার্শনিক মতবাদ, সাধন পদ্ধতি, দিব্যবাণী ও দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সার্বভৌম প্রচার প্রসার পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও সম্প্রদায় নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষকারী ও আত্মবিকাশের সহায়ক যে কোন রচনা প্রকাশ করা হয়।
- পত্রিকার সদস্যতা মূল্য আজীবন ১২০০ টাকা (ভারতে) ও একশত ডলার (ভারতের বাইরে)। কোনরূপ বার্ষিক/মাসিক গ্রাহক চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা নাই। বৎসরের যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত রচনা নাতিদীর্ঘ ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনও জেরক্স গৃহীত হইবে না।
- প্রেরিত রচনা পত্রিকায় প্রকাশকালে যে কোন অংশের পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্দ্ধন সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি পাঠাইবার ও পত্রিকা সম্পর্কিত বিষয় জানিবার জন্য সম্পাদক, শ্রীনিম্বার্কজ্যোতি কার্য্যালয়, প্রযত্নেঃ শ্রীগোপালধাম, ৪৬/৩৯, এস.এন.ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, ফোন - ৯৮৩১৩৩৮৮৮৪ এ যোগাযোগ করুন। এই পত্রিকা নিম্বার্ক ভাবাদর্শের তথা শ্রীকাঠিয়া বাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মুখপত্র হইলেও সর্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক। অধ্যাত্মজ্ঞান পিপাসু জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ সাধনই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শুভ প্রকাশ ঃ গুরুপূর্ণিমা, ২৭শে আষাঢ়, ১৪২১ (১২-০৭-২০১৪)

সূচীপত্র

- শ্রী নিম্বার্ক মহামুনীন্দ্রায় নমঃ ১
- বিশুদ্ধ শ্রীশ্রী গুরুপরম্পরা ২
- সম্পাদকীয় ৩
- নিম্বার্কীয় দর্শন ও শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়াবাবা .... শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র দে ৫
- প্রজাপতি দক্ষ ও নারদ সংবাদ —শ্রীমদ্ভাগবত - ষষ্ঠ স্কন্দ .... শ্রী নিত্যানন্দ সরকার ৮
- সনাতন আধ্যাত্মিক সাধনার পথিকৃৎ শ্রীশ্রী স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা .... শ্রী বাপ্পা ভট্টাচার্য্য ১১
- পুণ্য ভূমি বামৈ এর ডাক .... শ্রী সুধীর কুমার দত্ত ১৩
- সুখ ও দুঃখ .... ডঃ দীপক নন্দী ১৪
- মাথুর ও বৈষ্ণব পদাবলী .... শ্রীমতী শাশ্বতী সরকার ১৬
- বৈদিক ঐতিহ্য কেন্দ্র বা প্রদর্শনশালা .... শ্রীসন্তোষ দেব ১৮
- হে রাসবিহারী, আনতজানু আমি .... শ্রী কল্যাণ সরকার ২০
- "সিলেট" শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমে নববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসবের 'স্মৃতি' .... শ্রীমতী মীরা কর ২১
- শ্রীশ্রী বৃন্দাবনবিহারীজীর আলৌকিক লীলা ও বৃন্দাবন .... শ্রী সুশীল গঙ্গোপাধ্যায় (অনুবাদক) ২৩
- আশ্রম সংবাদ ২৫
- শ্রীধাম বৃন্দাবন কর্তৃক পরিচালিত আশ্রমসমূহ ২৮

বিশুদ্ধ শ্রীশ্রী গুরুপরম্পরা

১) শ্রীহংস (নারায়ণ) ভগবান্
২) শ্রীসনকাদি ভগবান্
৩) শ্রীনারদ ভগবান্
৪) শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্
৫) শ্রীনিবাসাচার্য্যজী মহারাজ
৬) শ্রীবিশ্বাচার্য্যজী মহারাজ
৭) শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যজী মহারাজ
৮) শ্রীবিলাসাচার্য্যজী মহারাজ
৯) শ্রীস্বরূপাচার্য্যজী মহারাজ
১০) শ্রীমাধবাচার্য্যজী মহারাজ
১১) শ্রীবলভদ্রাচার্য্যজী মহারাজ
১২) শ্রীপদ্মাচার্য্যজী মহারাজ
১৩) শ্রীশ্যামাচার্য্যজী মহারাজ
১৪) শ্রীগোপালাচার্য্যজী মহারাজ
১৫) শ্রীকৃপাচার্য্যজী মহারাজ
১৬) শ্রীদেবাচার্য্যজী মহারাজ
১৭) শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
১৮) শ্রীপদ্মনাভ ভট্ট মহারাজ
১৯) শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট মহারাজ
২০) শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট মহারাজ
২১) শ্রীবামন ভট্ট মহারাজ
২২) শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট মহারাজ
২৩) শ্রীপদ্মাকর ভট্ট মহারাজ
২৪) শ্রীশ্রবণ ভট্ট মহারাজ
২৫) শ্রীভূরি ভট্ট মহারাজ
২৬) শ্রীমাধব ভট্ট মহারাজ
২৭) শ্রীশ্যাম ভট্ট মহারাজ
২৮) শ্রীগোপাল ভট্ট মহারাজ
২৯) শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
৩০) শ্রীগোপীনাথ ভট্ট মহারাজ
৩১) শ্রীকেশব ভট্ট মহারাজ
৩২) শ্রীগাঙ্গল ভট্ট মহারাজ
৩৩) শ্রীজগদ্বিজয়ী শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্ট মহারাজ
৩৪) আদিবাণীকার শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্যজী মহারাজ
৩৫) মহাবাণীকার শ্রীহরিব্যাসদেবাচার্য্যজী মহারাজ
৩৬) শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৩৭) শ্রীকর্ণহর দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৩৮) শ্রীপরমানন্দ দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৩৯) শ্রীচতুরচিন্তামণি দেবাচার্য্যজী (নাগাজী) মহারাজ
৪০) শ্রীমোহন দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৪১) শ্রীজগন্নাথ দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৪২) শ্রীমাখন দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৪৩) শ্রীহরি দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৪৪) শ্রীমথুরা দেবাচার্য্যজী মহারাজ
৪৫) শ্রীশ্যামলদাসজী মহারাজ
৪৬) শ্রীহংসদাসজী মহারাজ
৪৭) শ্রীহীরাদাসজী মহারাজ
৪৮) শ্রীমোহনদাসজী মহারাজ
৪৯) শ্রীনেনাদাসজী মহারাজ
৫০) কাঠকৌপিন প্রবর্তক শ্রীইন্দ্রদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
৫১) শ্রীবজরংদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
৫২) শ্রীগোপালদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
৫৩) শ্রীদেবদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
৫৪) ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
৫৫) ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীসন্তদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
৫৬) ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ
৫৭) বর্তমান ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায় শ্রীমহন্ত শ্রীস্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ।

সম্পাদকীয়

ত্যাগ সাধনই পরম শান্তির উপায়

মানবজীবনের চরম লক্ষ্যও উদ্দেশ্য হল ভগবৎপ্রাপ্তি। ইহা প্রকৃত মানবধর্ম। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ ও অনুভবী মহাপুরুষগণ বলেন যে ভগবৎপ্রাপ্তির রাস্তায় অনেক বাধা-বিঘ্ন-সংকট এসে যায়, তা হতে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রাপ্তি পথে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। অনেক বাধা-বিঘ্ন-সংকটের মধ্যে প্রধান অন্তরায় হল — অহঙ্কার, মমতা, কামনা এবং আসক্তি। অজ্ঞানই হল এই সকল অন্তরায়ের মূল কারণ। অজ্ঞানের আত্যন্তিক বিনাশে এই সকল শত্রুর বিনাশ স্বতঃই সম্ভব হয়। অজ্ঞান অর্থাৎ যার ভগবৎস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান নাই। যার নিকট-ভগবৎস্বরূপের প্রকৃত পরিচিতি আছে সে ভগবৎকৃপায় নানাবিধ-সংকট-সমস্যা সমুদ্র পার করে যায়। কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞানের নাশ না হয় ও শ্রীভগবৎস্বরূপের প্রকৃতজ্ঞান না হয় ততক্ষণ ধর্ম-কর্ম হীন হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে কেবল চলবে কি? না বুদ্ধিমানের ন্যায় আসক্তি, কামনা, মমতা ও অহঙ্কারের মাধ্যমে শ্রী প্রভুর সহিত যুক্ত থাকা ভাল? প্রকৃতপক্ষে মানবাদর্শ এই হওয়া উচিত কি একমাত্র ভগবানে **আসক্তি** হোক, একমাত্র ভগবান কেই পাওয়ার জন্য অনন্য **কামনা** হোক, একমাত্র শ্রীভগবানের শ্রীচরণেই— অহৈতুকী মমতা হোক ও একমাত্র অধম আমি শ্রীভগবানের দাসানুদাস এইরূপ স্বীয়হৃদয়ে শান্তি-সুধাবর্ষী **অহঙ্কারই** হোক। ইহা সত্য যে এভাবে আসক্তি-মমতাদির প্রয়োগের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হলে তাঁর কৃপায় মোহাদির দুষিত প্রভাব দূরীভূত হয়। তখন আর জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি-মমতা ইত্যাদি থাকে না। সব কৃষ্ণময় দৃষ্ট হয়। জাগতিক আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি মোহ-মমতাদি বিনষ্ট হলে ভগবৎস্বরূপের প্রকাশ হৃদয়মন্দির কে আলোকিত করে ও আসক্তি-মমতাদি ঐ বিশুদ্ধ অব্যভিচারিণী ভক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে ভক্তমানব কে কৃতার্থ করে। আর এই ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের যথার্থ পরিচয় ও ভগবত্তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান লাভ হয় এবং তত্ত্বের দিব্যজ্ঞান ভক্তহৃদয়ে উদয় হলেই সে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে মহতী বিনষ্টি হতে মুক্তিলাভ করে। কল্যাণকামী মানব জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি-মমতাদির দ্বারা যুক্ত না হয়ে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হলে সহজেই অশেষকল্যাণপদ প্রাপ্ত হবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের চিত্তবৃত্তি সদাই বহির্মুখী ও পশুর ন্যায় বিষয় বিষয়ান্তরে লিপ্ত থাকে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিপ্রদ ভোগ্য বস্তুর প্রতি চিত্তবৃত্তি স্বতঃই ধাবিত হয়— একটা অজ্ঞাত স্বাভাবিক আকর্ষণের শিকার হয়। তাই আমরা বিষয়ভোগ্য পদার্থে সুখ-শান্তির অন্বেষণ করি। কিন্তু আমরা জানি না যেমন দিনের পর রাত্রি আসে অর্থাৎ দিনের সহিত রাত্রি নিত্যযুক্ত প্রকৃতির নিয়মানুসারে দিনের পর রাত্রি আসবেই তদ্রূপ বিষয়ভোগ জন্য সুখের সহচর হয়ে দুঃখ তেমন সাথে সাথে আসবেই। আমরা সুখ চাই দুঃখ চাই না, তা বললে তো চলবে না। সাময়িক বিষয় ভোগ জনিত সুখের সঙ্গে দুঃখ আসবেই। ইহা চিরসত্য। দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা হতে বাঁচতে হলে জাগতিক ভোগ হতে প্রাপ্ত সুখের স্পৃহা ছাড়তেই হবে। আমাদের চাইতে হবে পরম সুখ, যা কোনদিন মলিন হয় না, হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, নিত্য, সত্য, শাশ্বত, অসীম ও অনন্ত। আমরা চাই ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ, যা বাস্তবপক্ষে ভ্রমমাত্র, আর একবার মাত্র বিদ্যুতের ন্যায় চমকিয়া শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা অজ্ঞানী তাই মূর্খের মত ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি ধাবিত হচ্ছি। এক মহা মোহান্ধকার রূপ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় শীঘ্র দ্বিতীয় তাদৃশ গর্ত্ত-খননে ব্যস্ত হচ্ছি। হায় কি বিড়ম্বনা। সবই মায়ার খেলা।

ইন্দ্রিয়সুখের জন্য প্রধান ২টি পদার্থ মানা হয় — একটি স্ত্রী ও দ্বিতীয়-ধন। শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রাদিতে উচ্চৈঃস্বরে এদের নিন্দা করে কামিনী কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করার উপদেশ বার বার দিয়াছেন। বিষয়াসক্ত মানুষের বহির্মুখীন ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিকই আপাতরমণীয় কামিনী-কাঞ্চন এর প্রতি ধাবিত হয়। এর জন্য উপদেশ করতে হয় না। স্বভাবতঃ ই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত হয়। বিশ্বের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় যে সংসারের ভীষণ নরসংহারাত্মক মহাযুদ্ধে রণভূমিতে কামিনী কাঞ্চনই প্রধানতয়া কারণ হয়েছে। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে পুরুষের জন্য যেমন স্ত্রীজাতি আকর্ষণীয়া

তেমন স্ত্রীজাতি পুরুষের জন্য। পরস্পর পরস্পরকে পাওয়ার জন্য মন ছট্‌ফট্ করে। ইহাই সর্বনাশক প্রকৃতির খেলা।

কিন্তু এতাদৃশ অবৈধ মিলনের পরিণাম বিষময় হয়। গীতা জী বলেছেন— **"পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্"**। পুরুষ নারীর সৌন্দর্য্যে এবং নারী পুরুষের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়। আর উভয়ের বিলাসিতার চাকচিক্য বস্তু সংগ্রহ করার অভিলাষায় নর-নারী উভয়ই ধনের প্রতি আকর্ষিত হয়। স্ত্রী বা পুরুষ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগের আধিক্যে ধন, ধর্ম ও জীবনীশক্তির পূর্ণ বিনাশ করে যেমন, তেমনই ধন লোভের বশবর্ত্তী হয়ে আশানুরূপ অপ্রাপ্তিতে স্বাস্থ্য, ধর্ম-কর্ম, ও অমূল্য জীবনের বলিদান দিয়ে থাকে। তারা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে বিন্দুমাত্র সুখ পায়না, পরিণামে মহা ভয়ানক দুঃখ ও অশান্তি সাগরে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। তবে এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি? উপায় বলেছেন শ্রীভগবান্ গীতায়— **"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্"** অর্থাৎ স্বাভাবিক ত্যাগের মাধ্যমেই জীব এই-মায়া-মোহরূপ সংসারগর্ত্ত থেকে শান্তিলাভ করতে পারে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল এই যে ত্যাগই মানবীয় প্রকৃতভূষণ; ত্যাগের দ্বারাই মানুষ সর্বতোভাবে পরমশান্তি প্রাপ্ত হতে পারে। আর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই— সর্বোপরি ত্যাগ, এর দ্বারাই জীব হয়ে যায় বাস্তবপক্ষে শিব।

ত্যাগ কোন সহজ কর্ত্তব্য নয়। এখানে ত্যাগ অর্থে মন দ্বারা আসক্তি, মমতা, কামনা ও অহঙ্কার ত্যাগের কথা বোঝান হয়েছে। বস্ত্র ও মলমূত্র ত্যাগ নয়। বস্ত্র ও মলমূত্র ত্যাগ যেমন স্বাভাবিক, তেমন দিব্য সাধন-ভজনের মাধ্যমে শ্রীগুরুগোবিন্দ চরণারবিন্দে সমর্পিতচিত্ত হয়ে যিনি স্বাভাবিকভাবে কামিনী ও কাঞ্চনের প্রতি পূর্ণরূপেণ আসক্তি ও অন্যান্য বস্তুর প্রতি কামনা মমতা ও অহঙ্কার শূন্য হন অর্থাৎ ত্যাগ করেন, তিনি সংসারে বীরভক্তরূপে পরিচিত হন।

নিত্য-নিরন্তর শ্রীভগবন্নাম- চিন্তন, অনুশীলন ও অনুধ্যান শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে করলে শ্রীভগবৎ কৃপা বলে জীবজীবন ত্যাগময়-কৃষ্ণময় হয়ে যায়। ফলস্বরূপ জীব বা মনুষ্য স্বভাবতঃই সাংসারিক আসক্তি, মমতা, কামনা ও অহঙ্কার ভাব হতে মুক্ত হয়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপেণ ত্যাগপথেই ব্রহ্মসাযুজ্য পদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ত্যাগ সাধনই পরমশান্তির অন্যতম উপায়। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে ও শ্রীভগবান, কাম্যফল ত্যাগের সংকেত দিয়াছেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।

অর্থাৎ সতত ফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্ত্তব্য কর্ম করে যাও। ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হয়ে কর্ম করতে থাকলে পুরুষ পরমবস্তু লাভ করে।

সম্পাদক
শ্রী নরহরি দাস

◆ ॐ ◆

User_1:\E\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014_Bengali # 5

নিম্বার্কীয় দর্শন ও শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়াবাবা

শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র দে

যুগে যুগে পৃথিবীতে ধর্ম্মরক্ষার্থে সময় সময় অবতারদের আবির্ভাব হয়ে থাকে। গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন— **"ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের হয় যবে বাড় — হেন কালে জন্ম মোর জান তত্ত্ব সার"** —অর্থাৎ যখনই পৃথিবীতে অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ধর্ম্মের অস্তিত্ব তলানীতে ঠেকে ঠিক তখনই শ্রীভগবান আসেন ধর্ম্ম রক্ষার্থে অবতার রূপে। তিনি আসেন কখনো ষোলকলা রূপে— কখনো বা কলা রূপে আবার কখনো আসেন বিশেষ শক্তিশালী গুরু রূপে। ভবিষ্য পুরানে দেখা যায়— এরূপ একটি পরিস্থিতিতে তিনি এসেছিলেন চক্রাবতার রূপে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্রকে অবতার রূপে পাঠিয়ে ছিলেন এই পরম পবিত্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করার জন্যে। কলির প্রারম্ভে ধীরে ধীরে অধর্ম্মের বাড় বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে কলির কলহ-অনাচার-অবিচার প্রভৃতি। অবশেষে পরিস্থিতি এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যে— স্বয়ং দেবতারাও যার পর নাই চিন্তিত হয়ে পড়েন। উপায়ান্তর না দেখে শেষে তাঁরা দেবাদিদেব মহাদেব— পরমপিতা ব্রহ্মা এবং দেবর্ষি নারদকে সঙ্গে নিয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। তাঁরা নারায়ণকে মর্তের ধর্ম্মের কঙ্কালসার অবস্থার কথা বিশদরূপে বর্ণনা করেন এবং নরলোকের নরের উদ্ধারের নিমিত্ত যথাযত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নারায়ণের কৃপা প্রার্থনা করেন। তাঁদের সকরুণ প্রার্থনায় ভগবান নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্রকে অবতার করে পাঠাবেন বলে তিনি দেবতাদের কথা দেন। কথা মত যথাসময়ে সুদর্শন চক্র— নিয়মানন্দ নামে দক্ষিণ ভারতে অপুত্রক অরুণ ঋষির পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নবজাত শিশুর রূপে ঘর আলোয় আলোময়। এ শিশু সাধারণ মানব শিশু নয়। স্বয়ং সুদর্শন চক্রের এহেন রূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক, দীর্ঘদিন পুত্রলাভের প্রার্থনার পর এহেন দেবশিশুকে কোলে পেয়ে মাতা জয়ন্তী দেবী আনন্দে আত্মহারা হলেন।

পুত্রলাভের কয়েক বৎসর পর পিতা অরুণঋষি স্ত্রী জয়ন্তী দেবী এবং পুত্র নিয়মানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজধামে গমন করেন। সেখানে তাঁরা নিম্বগ্রামে একটি পর্ণকুটীরে বসবাস আরম্ভ করেন। পিতামাতার সঙ্গে সঙ্গে বালক নিয়মানন্দও কঠোর সাধন ভজন আরম্ভ করেন। কথিত আছে — নারায়ণের পূর্ব নির্দেশমত নারদজী ইতিপূর্বে তাকে গুরুরূপে দর্শন দান করে দীক্ষা দেন এবং তৎসঙ্গে সর্বশাস্ত্রের জ্ঞানদান করেন। দেখতে দেখতে শ্রীগুরু কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বালক নিয়মানন্দ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ কখনো সম্ভব হয় না। ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

সাধন ভজন সিদ্ধি লাভ সহজ কথা নয়।
সদ গুরুর কৃপা ছাড়া সম্ভব তা কি হয়।।

এই চক্রাবতার তথা নিয়মানন্দ একটি বিশেষ দৈব ঘটনার মধ্যদিয়ে সাধক শ্রেষ্ঠ শ্রীনিম্বার্ক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি শ্রীনিম্বার্ক ভগবান রূপেও পরিচিত। তিনিই যুগল উপাসনা এবং দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতবাদ ও সিদ্ধান্ত নিম্বার্ক দর্শন নামে পরিচিত।

এই নিম্বার্ক দর্শনের অনুগামীদের ভারতে নিম্বার্ক সম্প্রদায় বলা হয়। ভারতের প্রাচীনতম এই নিম্বার্ক-দর্শন কালক্রমে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরার মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। কেশব কাশ্মিরী ভট্ট, নাগাজী মহারাজ, ইন্দ্রদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ, যোগীরাজ রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ, সাধক শ্রেষ্ঠ সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ, সদগুরু বলে সর্বত্র পরিচিত ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ প্রমুখ ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁদের কেহ বা আশ্রম নির্মাণের মধ্যদিয়ে, কেহ বা উচ্চস্তরীয় সাধনার দ্বারা, কেহ বা সদ্‌গ্রন্থ রচনার দ্বারা, আবার কেহ বা দেশ-বিদেশে প্রবচনের মাধ্যমে শ্রীনিম্বার্কীয় দর্শনের প্রচার প্রসার করে চলেছেন।

শ্রীনিম্বার্ক দর্শন বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রীনিম্বার্ক রত্ন অনন্তশ্রীবিভূষিত নিত্য বৃন্দাবন নিবাসী ৫৭তম আচার্য্য

ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ী শ্রীমহন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবা মহারাজজী অন্যতম। তিনি উক্ত দর্শনের একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়—সুদূর আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশেও জগৎ কল্যাণকারী তথা বদ্ধ জীবের মুক্তিরমন্ত্র স্বরূপ উক্ত দর্শন প্রচারের সুদৃঢ় ব্রত গ্রহন করেছেন। তাঁর আচার-আচরণ এবং প্রতিটি কর্মে উপরোক্ত দর্শনের প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত হয়। কাষ্ঠকৌপীনধারী শ্রীকাঠিয়াবাবা প্রবচন; সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন, আশ্রম নির্মাণ, ধর্ম্মীয় নানাবিধ অনুষ্ঠানাদি, কঠোর সংযমি সাধনভজনাদি প্রভৃতির মধ্যদিয়ে লোক মানসে এই পরম আত্মকল্যাণকারী দর্শনকে জগৎ সমক্ষে উপস্থাপন করে চলেছেন। তাই তো তিনি গৃহী এবং সাধু সমাজে এত আদরনীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র।

উক্ত রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের প্রবচন কার না ভাল লাগে। নিম্বার্কীয় দর্শন সম্বলিত তাঁর প্রবচন আজ বিশ্বদরবারে সমাদৃত। তিনি তাঁর প্রবচনের মাধ্যমে বুঝাতে চাইছেন যে— শ্রী নিম্বার্কীয় দর্শনানুসারে যুগল ভজনের মাধ্যমে বদ্ধজীব সহজে মুক্তি লাভ করতে পারে। কামনা-বাসনা রূপ মনের ময়লা নাশ না হওয়া পর্যন্ত্য জীব মুক্তি লাভ করতে পারে না। যুগল ভজনে এই ময়লা সহজেই নষ্টপ্রাপ্ত হয়—ফলে জীব হয়ে যায় শিব। তাইতো তিনি বলেন— **"মনের ময়লা যায় গো ধুয়ে শুধু হরি নাম সাবানে।"** উক্ত দর্শন মতে কৃষ্ণ নাম জীবের মনের অনুর্বর ক্ষেত্রকে কর্ষণ করে লোভ-লালসা-মোহ প্রভৃতি আগাছা নাশ করে জীবকে কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেয়। জীব তখন মর জগত থেকে চলে যায় অমর ধামে। তাই তো বলা হয়—

কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ প্রাপ্তি,
হয় যে জীবের চরম মুক্তি।
রাধা নামে সুধা ঝরে,
এই সুধাতে জীব উদ্ধারে।।

এইজন্যই সাধকরা বলে থাকেন— **"রাধে রাধে রটো চলে আয়েঙ্গে বিহারী—আয়েঙ্গে বিহারী চলে-আয়েঙ্গে বিহারী"**।। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তো বলে গেছেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার।।"

যুগল ভজনের তথা নিম্বার্ক দর্শনের এটাই সার মাহাত্ম তথা মূলকথা। এই দর্শনের আর একটি কথা—দাস্যভাব অর্থাৎ দাস্যভাবে সেবাজ্ঞানে যুগল ভজনা করা। এতে সহজে পার পাওয়া যায়। গীতাতেও এই কথার উল্লেখ আছে। প্রবচনের মাধ্যমে শ্রীকাঠিয়াবাবা জীব কল্যাণার্থে এভাবেই নিম্বার্ক দর্শনের ব্যাখ্যা এবং প্রচার প্রসারে ব্যস্ত আছেন। তিনি নিম্বার্ক ভগবানের দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের কথা সহজসরল ভাষায় লোকসমক্ষে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের মূলকথা—ভক্ত ও ভগবান—দুই কিন্তু অবশেষে ভক্ত-ভগবানে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। অর্থাৎ প্রথমে দ্বৈত কিন্তু শেষে এক। গাছ ও শাখা দেখতে দুই বটে কিন্তু বাস্তবে গাছেরই তো শাখা—অর্থাৎ এক। তদ্রুপভাবে ভক্ত ভগবানের সাধনভজন করে ভগবানকে আস্বাদন করে। এই অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান দুই অর্থাৎ দ্বৈত। আবার সাধনার এক বিশেষ স্তরে উপনীত হয়ে ভক্ত বলেন—আমিই ব্রহ্ম। এই অবস্থায় ভক্তও ভগবান এক-মানে অদ্বৈত। এইভাবে দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র প্রবচনের মাধ্যমেই নয় বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমেও শ্রীকাঠিয়াবাবা প্রচার করছেন। তিনি ইতিমধ্যে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এখন পর্যন্ত্য ছোটবড় প্রায় ৩০ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে এই সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লিখিত— দৈনন্দিন জীবনে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীসুদর্শন চক্রাবতার নিম্বার্কাচার্য্য, শ্রীনিম্বার্ক বেদান্ত সিদ্ধান্তসার, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ, কলিযুগে নাম যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কেন, অমৃতধারা প্রভৃতি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয় শ্রীনিম্বার্ক দর্শনপ্রচারের মহা উদ্দেশ্যে তিনি আজ অবধি ১৫টি আশ্রম নির্মাণ করে ফেলেছেন। তাঁর নির্মিত হরিদ্বার, পুরী, দ্বারকার শ্রীধনঞ্জয়দাস সেবাশ্রম এবং কলিকাতার গোপালধাম অন্যতম। এসমস্ত সেবাশ্রমের মাধ্যমে সর্বদা সেবাকার্য্য ছাড়াও নিম্বার্ক দর্শনের বহুল প্রচার প্রসারের কাজ চলছে। অধিকন্তু প্রতিবৎসর শ্রীগুরুপূর্ণিমা ও বাবাজী মহারাজজীর শুভ আবির্ভাব মহামহোৎসব দুটি আন্তর্জাতিক স্তরের উৎসবের আকারে প্রতিপালিত হচ্ছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং গুজরাট থেকে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন না কোন স্থানে এক এক বৎসর একএকটি উৎসব

অষ্টদিবস ব্যাপী বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এতে সকল সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়ে থাকে। তাছাড়া এতে জন প্রতিনিধিসহ রাজ্যও কেন্দ্রীয় স্তরের স্বনামধন্য মন্ত্রীদেরও সমাগম হয় এবং তারা প্রত্যেকেই এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদির ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন।

স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ কর্তৃক আয়োজিত উপরোক্ত আন্তর্জাতিক স্তরের উৎসবাদির মাধ্যমে নিম্বার্ক দর্শন এবং ভারতীয় সনাতন হিন্দুধর্ম আজ একাকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। সার কথা এই যে— শ্রী কাঠিয়াবাবার সুকঠোর পরিশ্রম এবং আন্তরিক প্রযত্নের ফল স্বরূপ ভারতের প্রাচীনতম বৈষ্ণব সমাজ তথা শ্রীনিম্বার্কীয় ভাবধারার অনুগামী নিম্বার্কীয় ওরফে কাঠিয়াবাবা সম্প্রদায় আজ বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করতে চলেছে। সুতরাং বলতেই পারি—জয় শ্রীনিম্বার্ক মহামুনিন্দ্রায় নমঃ, জয় শ্রীশ্রী স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজায় নমোঃ নমোঃ।

ওঁ তৎ সৎ।

◆ ॐ ◆

দিব্য বাণী

- অনন্ত জীবসমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই ব্রহ্ম; তিনি অনন্ত শক্তিমান্, সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা তিনি অনন্ত জীবময় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। তুমি আমি অথবা অপর কেহ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; তিনিই এই নানারূপে ক্রীড়া করিতেছেন। ইহা সার সত্য জানিবে। শ্রুতি স্বয়ং এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সকলে একবাক্যে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তুমি কিছু সন্দেহ করিও না, ইহা অনুভব করিতে সদা যত্ন করিবে। এই যত্নে সকল ঋষিকুল তোমার সহায়কারী হইবেন।

— **শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ।**

- যত ভগবানের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতে অভ্যাস করবে ততই মন স্থির হবে। গুরু ও ভগবানে সব ভার ছেড়ে দিতে চেষ্টা করবে, তাহলে সব হয়ে যাবে। সংসারে পতি পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সকলকে ভগবান্ জ্ঞান করে তাঁদের সেবাবুদ্ধিতে সংসারের সব কাজ করতে হয় এবং মনে মনে সকলকে ভগবদ্বুদ্ধিতে প্রণাম করতে হয়, তা করলে তাতেও ক্রমশঃ মন স্থির হয়ে আসবে, কারণ এইরূপ করতে পারলে সকলেই প্রসন্ন হবেন এবং নিজের অন্তরেও শান্তি আসতে থাকবে। অন্তরে শান্তি এলে মন স্থির হয়ে যায়।

- শরণাপন্ন মানে তাঁর উপর সব ছেড়ে দেওয়া। যেমন একটা তক্তপোষে যদি শুয়ে থাক, তাহলে তখন তুমি তার আশ্রয় বা শরণে আছ, উহা যদি ভেঙ্গে যায় বা পড়ে যায়, তাহলে তুমি পড়ে যাবে, সেজন্য তাঁর উপরেই সম্পূর্ণ ভরসা করে থাকতে হয়। তক্তপোষ যেমন ভেঙ্গে গেলে পড়ে যেতে হয়; তিনি ত সেরূপ নন। তিনি কখনও ভাঙ্গেন না। তাঁর শরণ নিলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে ও নির্ভয় হওয়া যায়।

— *শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ*

User_1:\E\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014_Bengali # 8

প্রজাপতি দক্ষ ও নারদ সংবাদ

—শ্রীমদ্ভাগবত - ষষ্ঠ স্কন্দ

শ্রী নিত্যানন্দ সরকার

প্রজাপতি দক্ষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা হল প্রজাপতিবংশ অর্থাৎ নানা প্রকারে সৃষ্টি বিস্তারে বিশ্বের বিবর্ধন ও উন্নতি সাধন তাদের লৌকিক ধর্ম। তিনি প্রথমে মানস সৃষ্টি করে বিবিধ প্রজা-দেবতা অসুর মনুষ্য ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন, কিন্তু ইচ্ছানুরূপ সৃষ্টি বিস্তার লাভ করছেনা দেখে তিনি বিন্ধ্যাচলে—বিন্ধ্যপাদানুপরজ্য-সিদ্ধিলাভ না করা পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। পাপনাশক 'অঘমর্ষণ' নামকতীর্থে তীব্র তপস্যায় তিনি শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করেন। ভগবান স্বয়ং তাঁকে দর্শনদান করেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য জেনে প্রীত হয়ে তাঁকে যৌন সৃষ্টির উপদেশ দান করেন। ভগবান বললেন—প্রচেতম মহাভাগ—হে পরম সৌভাগ্য সম্পন্ন দক্ষ তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ, সংসিদ্ধ তপস্যা আমার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ ঐকান্তিক ভক্তিলাভ করেছ তাতেই তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। শ্রীভগবদ্গীতায় যে ভগবান বলেছেন,

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাংশান্তিম্ চিরেণাধিগচ্ছতি।।

এখানে ভগবান সেই উদাহরণই দেখালেন।

অতঃপর প্রজাপতি দক্ষ ভগবদাদেশে নিয়োজিত হয়ে সৃষ্টিকার্য্যে উদ্যোগী হলেন। তিনি নিজ ধর্মপত্নী—প্রজাপতি পঞ্চজন দুহিতা—অসিক্লীর গর্ভে দশহাজার সন্তান উৎপাদন করে তাদের প্রজাসৃষ্টির জন্য আদেশ করলেন। তাঁরাও ধর্মজ্ঞানে পিতার আদেশ পালনের জন্য শুদ্ধচিত্তে সৃষ্টি করার জন্য সিন্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গমস্থল 'নারায়ণতীর্থে' তপস্যার জন্য রওনা দিলেন। এখানে বোঝার কথা এই যে, না মহারাজ দক্ষ প্রজাপতি না তাঁর পুত্ররা কেউই কামনা নিবৃত্তির জন্য প্রজাসৃষ্টি করেন নি। ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হয়েই সৃষ্টির ধারা প্রাগ্রসর করার জন্য তিনি বিপুল পরিমাণ পুত্র উৎপাদন করে তাঁদের ও সৃষ্টি কর্মকে অগ্রসর করার আদেশ দিয়েছিলেন। সন্তদাস মহারাজজী বলেছেন 'বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তাহাই যজ্ঞ' আর 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ' যজ্ঞভিন্ন অন্য কর্মই বন্ধনের কারণ।

ঐ ধর্মপ্রাণ পুত্রেরা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ও ঈশ্বর অনুবর্ত্তী। পিতার আদেশে ধর্মজ্ঞানে সৃষ্টির কাজে ব্রতী হতে চেয়েছিলেন তাই নারায়ণতীর্থে গমন করে শুদ্ধচিত্তে ও শুদ্ধদেহে ভগবদারাধনায় রত হলেন যাতে তাদের কর্ম ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। তারা যখন এরূপ তপস্যায় রত তখন সদৃচ্ছাক্রমে দেবর্ষি নারদ ভ্রমণ করতে করতে তাঁদের তপস্যারত দেখতে পেলেন।

তাদের মতো পূত চরিত্র শুদ্ধদেহ সাধক সৃষ্টিকর্মে রত হয়ে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হোক এটা দেবর্ষির ভালো লাগল না। তিনি চিন্তা করলেন—এরূপ ধর্মপ্রাণ ভগবৎনিষ্ঠ পুরুষরা যদি প্রবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে সৃষ্টি কার্য্যে রত হন তবে তা বড়ই দুঃখের কথা। এই মনে করে দেবর্ষি নারদ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আহা! বৎসগণ তোমরা তোমাদের সর্বজ্ঞ পিতার আদেশ কি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছ? তিনি তোমাদের সৃষ্টিকার্য্যে আদেশ করেছেন সুতরাং সত্য কি তা সুনির্দিষ্টভাবে না জেনে বা অজ্ঞ থেকে কি সৃষ্টি কার্য্য করা উচিত? 'যূয়ং ভুবঃ অদৃষ্টা কথং বৈ প্রজাঃ স্রক্ষ্যথ', পৃথিবীর অন্ত না জানিয়া কি করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিবে। ভূ শব্দের অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর, যাহা জীব নামে কথিত-ইহার সম্বন্ধেই আত্মা সংসারবন্ধন ভোগ করে। 'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্য ভিধীয়তে'—শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা। হর্য্যক্ষগণ অর্থাৎ দক্ষের পুত্রগণ নারদের প্রশ্নের এই অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেন যে শরীর বা দেহের অন্ত বা মোক্ষ না জেনে কি করে সৃষ্টি কার্য্যে রত হওয়া যায়?

নারদ বললেন—এই 'ভূ' তে একটিমাত্র পুরুষযুক্ত রাজ্য আছে এবং যার থেকে কেউ কখনও ফিরে আসে না এরূপ একটি গভীর খাদ আছে। বহুরূপধারিণী স্ত্রী ও বহুপুরুষ গামিনী স্ত্রীর সংসর্গ পুরুষ আছে।

হর্য্যক্ষরা বুঝলেন, "বিশ্ব ঈশ্বর অস্বতন্ত্র কিন্তু ঈশ্বর স্বতন্ত্র সর্বপ্রধান সর্বশক্তিমান তাকে জানতে হবে। মায়া বহুরূপ ধারণ করে নানারকম কামনা বাসনার ডালি নিয়ে জীবকে প্রলুব্ধ করে। তার সামনে একলক্ষ চুরাশী হাজার যোনি জন্মের ডালি নিয়ে বলে কোনটা চাও? নানা লীলাবিলাস কারিণী নারী যেমন পুরুষকে আকর্ষণ ক'রে তাকে নানা ছলায় বেধে রাখে, মায়াও তেমনি জীবকে তার পাশে বন্দী করে রাখে, জীবের ইচ্ছেও হয়না তার হাত থেকে মুক্তি পেতে।

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মমমায়া দুরত্যয়া' শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। ঈশ্বরই সমস্ত সৃষ্টির উৎস তিনিই একমাত্র অবলম্বণীয় কারণ, সমস্তসৃষ্টি তাহাতেই প্রসূত—'মত্তঃপরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' যেখানে গেলে কেউ আর ফেরেনা-তাই পরম ধাম 'যংপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' —শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, সুতরাং এই মোহজনিত বুদ্ধির অবসান হয়ে বিবেকবুদ্ধির জাগরণ না ঘটলে অসৎ কার্য্য—অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হলে লাভ কি? সৃষ্টি অসৎ কারণ তা পুর্বে ছিল না পরেও থাকবে না। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।' শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। নারদ আবার বললেন—উভয়দিকে প্রবাহযুক্ত নদী আছে। পঞ্চবিংশতি পদার্থের আশ্রয় অদ্ভুত গৃহ আছে (পঞ্চ পঞ্চাদ্ভুতম্ গৃহম্) কদাচিৎ বিচিত্র শব্দযুক্ত হংস এবং স্বাধীনভাবে ভ্রমণশীল ক্ষুরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় বস্তু আছে।

হর্য্যক্ষরা বুঝলেন যে দেবর্ষি বলছেন—মায়ারূপ নদী সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়দিকে প্রবাহবতী সংসার প্রবাহে পতিত জীবের পথস্বরূপ যে সকল তপস্যা জ্ঞানাদিরূপ তীর আছে তার দিকে এই মায়ানদী অত্যন্ত বেগবতী সুতরাং মায়ামুগ্ধজীব ক্রোধাহংকারাদি দ্বারা বিবশ হয়ে তা পার হতে পারেনা। পরমপুরুষ ভগবান প্রকৃতি পুরুষাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্রয়স্থান— (পঞ্চ মহাভূত ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম—পঞ্চ তন্মাত্র— রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ—একাদশ ইন্দ্রিয় বাক্ পানি পাদ পায়ু উপস্থ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এবং মন-বুদ্ধি অহংকার পুরুষ ও প্রকৃতি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব) সেই 'পরিমার্গিতব্য' পথ না খুঁজে বৃথা কর্মে কি লাভ? (হংস) মহাজনগণ ঈশ্বর প্রতিপাদক নানাশাস্ত্রে চৈতন্য ও জড়পদার্থ আলোচনা করেছেন ও মোক্ষপথের সন্ধান দিয়েছেন। তা ভালকরে না বুঝে অসৎকর্মে কি লাভ?

এই সংসারে তীব্র কালচক্র সর্বদা স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করছে, সমস্ত সৃষ্টি অনিবার্য্য বিনাশের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এই বার্ত্তা না জেনে অসৎকর্মে কি ফল?

মহাভারতে যক্ষ প্রশ্ন করেছেন 'বার্ত্তা কি? যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন 'কাল সূর্য্যরূপ অনলে রাত্রিন্দিব (দিনরাত্রি) স্বরূপ ইন্ধন প্রজ্বলিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে ঋতুও মাসরূপ দর্বী (হাতা) পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণীগণকে পাক করিতেছে— ইহাই বার্ত্তা।

এখানে দেবর্ষি বলেছেন 'ক্বচিদ্ধংযসংচিত্র কথা' হংস-মহাজন যাঁরা শাস্ত্রবিজ্ঞানে পরিস্নাত—বা শাস্ত্র, এঁরা উভয়েই জীবকে ঈশ্বর প্রতিপাদক বিচিত্র কথায় মুক্তির পথ দেখায়। জ্ঞান কর্ম ভক্তি প্রভৃতি সিদ্ধান্তের দ্বারা সর্বদাই জীবকে উপদেশ দান করছেন।

'ক্ষৌরণ্যব্যং স্বয়ংভ্রমি'—চক্রের ন্যায় ভ্রমণশীল কাল পদার্থই ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও বজ্রের ন্যায় অমোঘ—এইকাল সকলকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল হয্যক্ষরা 'পিতুরাদেশ' অনুযায়ী সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হয়ে তপস্যায় রত। এই অবস্থায় নারদের কথা শুনে যদি তাঁরা মোক্ষপথগামী হয়ে এই সৃষ্টি কর্ম ত্যাগ করে তবে কি পিতাকে লঙ্ঘন করার অপরাধ হয় না? হর্য্যক্ষরা চিন্তা করে দেখলেন শাস্ত্র ও পিতা। যার অনুগ্রহে জননী জঠরে জন্ম হয় তিনি যেমন পিতা। তেমনি শাস্ত্র ও সংস্কারাদি বিধান দ্বারা দ্বিতীয় জন্মের সংসাধক বলে পিতা পদবাচ্য। সেই শাস্ত্রের অনুশাসন ও পিতৃবাক্য, সুতরাং পালনীয়। পৃথিবীর ক্রোড়ে জন্মদানকারী পিতা অপেক্ষা ঈশ্বরের ক্রোড়ে জন্মদানকারী শাস্ত্রপিতা আরও গরীয়ান। সুতরাং তাঁর আজ্ঞা গুরুতর এবং প্রয়োজনে জন্মদাতা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও শাস্ত্রের অনুজ্ঞা পালন শ্রেয়তর। কারণ আত্মাই পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, সমস্ত মনোহরণকারী বস্তু অপেক্ষা প্রিয় এবং আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য জানার বস্তু, মননের বস্তু ও ধ্যানের বস্তু।

হর্য্যক্ষরা নারদের উপদেশবাণী মর্মোপলব্ধি করতে পেরে নিবৃত্তিমার্গের পথ অবলম্বন করে আলোক তীর্থে চলে গেলেন।

যথাসময়ে প্রজাপতি দক্ষ জানতে পারলেন যে পুত্ররা সংসারত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তিনি অতিশয় শোকতপ্ত হলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে সান্ত্বনাদি দান করে শান্ত করে তাকে পুনরায় সৃষ্টি কার্য্যে উৎসাহিত করলেন।

এবার দক্ষ একহাজার পুত্র উৎপাদন করে তাদের যথারীতি সৃষ্টিকর্মে আদেশ করলেন। তারাও তাদের পূর্বজদের মতো নারায়ণতীর্থে গমন করে সৃষ্টির পূর্বে তপস্যারত হলেন। যথারীতি নারদ তাদের দেখতে পেয়ে তাদের পূর্বজদের যেমন বুঝিয়ে ছিলেন তেমনি উপদেশ দান করলেন। তারাও তাদের অগ্রজদের মতো নারদের উপদেশের মর্মবাণী উপলব্ধি করে সংসার ত্যাগ করলেন।

প্রজাপতিদক্ষ মহারাজ যখন জানতে পারলেন যে নারদ তাঁর এই পুত্রদেরও উপদেশ দিয়ে নিবৃত্তিমার্গের পথিক করে দিয়েছেন এবং যমলোকে উপস্থিত লোকদের যেমন আর ফেরার কোনপথ থাকে না তেমনি এই পুত্ররাও চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত তাপিত হয়ে শোকে দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন। নারদের উপর তার ভয়ংকর ক্রোধ জন্মাল।

নারদ বুঝতে পারলেন যে প্রজাপতি দক্ষ তাঁর উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন তখন তিনি প্রজাপতি দক্ষের ক্রোধ শান্ত করার জন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। ক্রুদ্ধ ও শোকতপ্ত দক্ষ দেবর্ষিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করতে লাগলেন। তিনি নারদকে বললেন—তুমি আমার অপরিণত বুদ্ধি ও সংসার অনভিজ্ঞ সন্তানদের ভুল বুঝিয়ে পথভ্রষ্ট করেছ। তুমি বিনা কারণে আমার অনিষ্ঠাচরণ করেছ। তুমি আমার বালকদের বুদ্ধি বিপর্য্যয় করেছ। যারা কখনও তোমার কোনও অনিষ্ঠাচরণ করে নি তুমি তাদের প্রতি শত্রুতা সাধন কর। তুমি ভণ্ড, নির্লজ্জ ও নির্দয়। তুমি ভগবানের পার্ষদের মধ্যে বিচরণ করে শ্রীভগবানের যশ নষ্ট করেছ। হে সন্তানহারক মূর্খ তুমি বারংবার আমাদের যে অনিষ্ঠাচরণ করেছ সেজন্য ত্রিভুবনে কোথাও তোমার স্থান হবে না। তুমি কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারবে না।

দেবর্ষি নারদ প্রজাপতি দক্ষের এই তীব্র অপমান ও অভিশাপ শান্তচিত্তে শ্রবণ করলেন। তিনি প্রকৃত সাধুজনোচিত চিত্তে দক্ষকে ক্ষমা করলেন। ভাগবতকার বলছেন নারদ ইচ্ছে করলে এই অপমানের প্রতিবিধান করতে পারতেন বা ক্রুদ্ধ হয়ে পাল্টা অভিশাপ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেসব কিছুই করেন নি। প্রশান্তচিত্তে স্থান ত্যাগ করলেন। এই ঘটনার বৃত্তান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃত সাধু সকলকেই ধর্মপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। কোন কৃতকর্মের ফলের জন্য তিনি বিচলিত হন না। শুভ বা অশুভ তাকে সুখী বা দুঃখী করেনা। শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভাষায় 'নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি'। দক্ষ গুণাতীত হতে পারেন নি। দেবর্ষি গুণাতীত, ত্রিগুণময়ী মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

◆ ওঁ ◆

দিব্য বাণী

- সব্ ত্যজ হরি ভজ।
  সব ত্যাগ কর — কেবল শ্রীহরি ভজন কর। (অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা ও অসাক্তি ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিতে মন নিত্যযুক্ত রাখিয়া তাঁহার ভজন কর।
- হরি 'নাম' সুধারস পিওরে বদন ভরি।
  হরি নাম অমৃত — প্রাণ ভরিয়া পান কর।

— শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

সনাতন আধ্যাত্মিক সাধনার পথিকৃৎ শ্রীশ্রী স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা

শ্রী বাপ্পা ভট্টাচার্য্য

সনাতন সভ্যতার গোড়াপত্তন থেকেই মানুষ সৃষ্টির উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত। আজ ও সেই অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথের অবলম্বনে সেই অনুসন্ধানের পরিণতিতে আজ অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সকল মতবাদের পুরোভাগে নিম্বার্ক ধারা শাশ্বত প্রত্যয়ের সঙ্গে তার অনুসন্ধিৎসু সাধনচেতনাকে আজ ও বাঁচিয়ে রাখতে যিনি যত্নবান তিনি হলেন শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ, যাঁর চেতনা উদ্বুদ্ধ মানসিকতা বর্তমান প্রজন্মকে সার্ব্বিকভাবে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছে। যাঁর সাধনায় মনুষ্যের চিরশান্তি, এক অভূতপূর্ব আনন্দের পূর্ণতা ইহাই আমাদের আর্যের ঈশ্বর। শান্তি চাওয়ার নামই ঈশ্বর চাওয়া, সুখানু সন্ধানই ঈশ্বরানুসন্ধান, পূর্ণতা লাভের চেষ্টাই ঈশ্বর পাওয়ার চেষ্টা। কলিযুগের দাপটে শান্তি কে চায়না, সুখকে কে অনুসন্ধান করেনা, পূর্ণতা পেতে কে চায়না? এই শান্তির অন্তরালে ওই সুখের বিমল নিত্য সুখ, এই পূর্ণতার চরম পর্যাপ্তি যে আধারে অবস্থান, ওই সব প্রণম্য ঋষিদের দর্শন (Philosophy) এবং কর্মতৎপরতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমাদের পরম আরাধ্য শ্রীশ্রী গুরুদেব নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্বভুরামদ্বারানুবর্তী, হিমালয়ে কঠোর সাধনকারী ব্রজবিদেহী মহন্ত ও বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রী মহন্ত অনন্তশ্রীবিভূষিত ৫৭তম আচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজের ভূমিকা বিশ্ব দরবারে সমাদৃত — তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতবর্ষ হিন্দু সনাতন ধর্মের পুণ্য ভূমি বললে ভুল হবে না। কারণ যুগের প্রয়োজনে মানুষের শিক্ষাও সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশ ঘটাতে ঈশ্বর অবতার হয়ে বারবার এই পুণ্যভূমিতে মনুষ্যদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। এভাবেই কলিযুগের মহাসংকটে ১৯৫৯ ইংরাজীর, ১লা জানুয়ারী, পৌষমাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সংলগ্ন বাঘাযতীন অঞ্চলে শ্রীশ্রী রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্ররূপে যে শিশুটি জনকল্যাণের নিমিত্তে ভূমিষ্ট হয়েছিল, —তাঁর আশ্চর্য্য প্রতিভা ও দিব্য মহাশক্তি বিকশিত হচ্ছে, যার প্রভাব দেশ ও কালের গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকেনি — যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে কলিপ্রভাব ক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণে জাগিয়ে যাচ্ছে নির্ভীক কল্যাণ সাধনার আবেদন, মানবাত্মার শাশ্বত মহিমা, সত্য, ন্যায়, মৈত্রীর জীবন্ত অনুপ্রেরণা। তাঁহার বাল্যকালে নাম ছিল রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একজন অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ। এই আত্মজ্ঞান লাভ করতে প্রয়োজন সদ্‌গুরুর বিশেষ কৃপা এবং পরবর্তীতে শ্রীমদ্ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবার কৃপাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সন্ন্যাস দীক্ষায় দীক্ষিত ও নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী হন। ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ৫৬তম আচার্য্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজ তেজস্বী, শিক্ষিত, পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সদাচারী মিষ্ঠভাষী এবং সহানুভূতি সম্পন্ন সদুপদেষ্টা শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজকে গুরুপরম্পরার গদিতে অধিষ্ঠিত করেন। যিনি পরবর্তীকালে ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত পদে অভিষিক্ত হন এবং 'ব্রজদুলহ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

যে সাধু বা মহাসাধকের চলন চরিত্র ও পরমসিদ্ধি, যাহার দ্বারা আধ্যাত্মিক পরমজ্ঞান লাভ করে ভগবৎ চরণে মননিবিষ্ট হয়, যে সিদ্ধির প্রভাবে মানবজাতি ত্রিতাপ দগ্ধ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের জীবনকে জ্ঞানামৃত ধারায় অভিষিক্ত করে শ্রীভগবদ্ভক্তি মাধুর্য্য সম্পত্তির অধিকারী করে তুলতে পারেন, ইহাই শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজের মহাপুরুষত্ব। শ্রীশ্রী স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজের আধ্যাত্ম জ্ঞানামৃতের ভাণ্ডার

ভগবদ্ভক্তির প্রস্রবণ, ভগবৎ পাদপদ্ম পীঠপরিসরে গমনেচ্ছু জীবের পক্ষে ভগবানের আলোক, জীবের উশৃঙ্খলতাকে সুশৃঙ্খল রাখবার পরম আদর্শ — ইহাই প্রকৃত কলিযুগের মহাসাধকের সাধুত্ব। অনেক ক্ষেত্রে সাধুদিগের সাধুত্ব অস্মাদাদির দুরধিগম্য। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁরাই দুরধিগম্যতার রহস্য ভেদ করে পরম ফল লাভে কৃতার্থ হতে সক্ষম হোন। অর্থাৎ চিত্ত স্বচ্ছ না হলে দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতির ও বিকাশ হতে পারেনা, উহা অনুন্নতই রয়ে যায়, যাহার মধ্যে যে পরিমাণ স্বচ্ছতা থাকবে, তাঁহার ঠিক সেই পরিমাণে দেহ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতি পুষ্ট ও উন্নত হবে।

আমরা আর্য্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করি, ধর্মকে বিশ্বাস করি এবং জীবনকে স্বার্থক করে তুলতে এই মহাসাধক শ্রীশ্রী স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাকে অনুসরণের মাধ্যমে, —তাঁর বাণী শ্রদ্ধার সাথে পালন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। ধর্মে মানব জীবনের পূর্ণতা। আর সেই পূর্ণতা লাভ করতে হলে একটা আদর্শ থাকা উচিত। আর ওই আদর্শকে আশ্রয় করেই সর্বপ্রকার শিক্ষা লাভ হয়। পরিপূর্ণ সদ্‌গুণরাশি যাঁহাতে আছে এমন কোন আদর্শ দাঁড় না হওয়া পর্যন্ত এবং তাঁহার সাহায্যে-প্রার্থনাদি ব্যতীত অপূর্ণ নিরাশ্রয় জগতের ক্ষণিক আদর্শ হতে সদ্ধর্ম্ম সদ্‌গুণ উপার্জনে স্থির থাকা অসম্ভব। সেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী শ্রীশ্রী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজ। তিনিই ঈশ্বর, তিনিই কলিযুগের মহাসাধক স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ। তাঁহার আশ্রয়েই ভক্তি উপজাত হতে সমর্থ।

সনাতন হিন্দুধর্মের পরিমার্জনে বর্তমানে এই মহাসাধকের কর্মযজ্ঞের গুরুত্ব অপরিসীম। গত ১৯৯৩ ইং 'World Parliament of Religious Conference চিকাগো ধর্ম সভায় শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজ (যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সনাতন ধর্মকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন) হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে প্রবচন প্রদান করেছেন। তাছাড়া হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বিদেশের অনেক জায়গায় প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার সূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, ধর্ম সমন্বিত বহুগ্রন্থাবলী রচনা করে যাচ্ছেন। যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্যজগতের সন্ধান লাভ করবে। এই মহামানবের জনকল্যাণ মুখী কর্মকান্ডের তৎপরতা আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য অবদান— যা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সৎ-হবার জন্য যিনি স্বয়ং সাধন করেন, অপরকে সৎ করবার নিমিত্ত যিনি সাধনে প্রবৃত্ত করান তিনিই সাধু, তিনিই মহাসাধক রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা দম্ভ অহংকার জনিত উপেক্ষার অর্গলে তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে রাখি। ইহা বুঝি না যে জীবনে একবার সুযোগ পাওয়াই দুর্লভ, পুনরায় সুযোগ নাও আসতে পারে, আসলে যদি সুযোগ গ্রহণ করতে ও পারি, তা হলেও পূর্বের ব্যর্থ জীবনের জন্য অনুতাপই করতে হবে। সুতরাং মহতের সঙ্গ পেলেই তাহা যতই ক্ষুদ্র সময়ের জন্য হউক, যাহাতে আমরা কৃতার্থ হতে পারি তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখলে মানব জীবন ধন্য হতে পারে। পরম শ্রীশ্রী গুরুদেব রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজ বাণী মঞ্জরীতে বলেছেন "মনুষ্য জীবনে সময় খুবই অল্প। অল্প সময়কে সর্বোত্তম কার্য্যে-ব্যয় করিতে হইবে। একটি ক্ষণ বা পলকে বৃথা নষ্ট করিলে হইবেনা।" পরিশেষে সর্ব্বনিয়ন্তা, অন্তর্যামী মহাসাধক শ্রীশ্রী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের এতাদৃশ লোককল্যাণ কার্য্য অবিচ্ছিন্ন চলার মানসে দাসানুদাস দীনজনের ঈশ্বরানুসন্ধানের পূর্ণতা লাভ করুক, যুগল সরকারের শ্রীশ্রী চরণে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

◆ ॐ ◆

User_1:\E\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014_Bengali # 13

পুণ্য ভূমি বামৈ এর ডাক

শ্রী সুধীর কুমার দত্ত

পূর্বপ্রকাশিত-র পর

আশ্রম - মন্দির - সন্ত নিবাস
রন্ধন-শালা — অতিথি-আবাস,
দশ একর জমি ফসলেতে ভরা
সব ঐতিহ্য মণ্ডিত দেখি চারিধার,
তব স্মৃতি ঘিরে
উঠছে সব গড়ে —
যুগল - বিগ্রহ
সেজেছে শৃঙ্গারে —
মর্ত্ত্যে যেন বৈকুণ্ঠ বিরাজে
সনাতন ধর্ম - উৎসব মাঝে—
বহিছে আনন্দ অপার।
— আর মানব-জমিন রবে না পতিত
পেয়ে তার সারাৎসার।
সেথা নিত্য পূজা-পাঠ করছে পূজারী
সবে বন্দনা গায় শুভ্র বেশ পরি —
পূজান্তে পায় মহাপ্রসাদ-মিলে যে শান্তি-বারি,
তব শুভ নামে হয়ে সর্বত্যাগী
বামৈ বাসী হ'য়েছে বিরাগী
তব জয়-গাঁথা নিত্যই গাহি
রচেছে আনন্দ-ধাম।
নব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা লাগি
শিলেট, বাংলাদেশ উঠেছে জাগি
উৎসব-রসে মেতেছে সবাই
পুরাতে মনস্কাম।
শ্রীসদ্-গুরু পরম্পরা
তরাতে কলুষ-ধরা
হেথা এসেছেন শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী —
রাসবিহারীদাস কাঠিয়াবাবা —
মহন্ত-পুরুষ যিনি
গুরু-কল্পতরু তিনি
আঁধারের পারে যেতে মোদের
(চাই) তাঁরে নিয়ে নিত্য ভাবা।

ধন্য 'বামৈ' যে দিয়েছে আলো চিরন্তন ভারতেরে —
সে আলোক পথ দেখায় মোদের থাকি মস্তক উপরে,
ধন্য মোরা পেয়েছি যে ভালো সদ্গুরু রূপে তাঁরই ধারারে—
সদা বিলান যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে,
তাই বাংলার এ'গ্রাম' পেয়েছে যে ঠাঁই বিশ্বের দরবারে —
সেই সাচ্চা দরবারের গাহি জয়গান মোরা বারম্বারে —
সবে অচেনারে চিনে অন্তরে পায় মহা অজানারে শান্তির পারাবারে।
জয় তব জয় গাহি হে 'বামৈ'
তব জয়ে জাগে ওই যে মাভৈঃ
যা গাহে আগমনী (দেব) শ্রীসন্তদাসের —
(যার আগমনে জয় সর্বজনের) —
অনন্ত শ্রীবিভূষিত সদ্গুরু পরম্পরার
শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী কাঠিয়াবাবার, —
ওঠে (জয়) সত্য-সনাতন ধর্মের জয়—
অধর্মের হয় সদা পরাজয়,
তব জয় গাহে মানবাত্মার জয় —
আঁধারের পারে চির জ্যোতির্ময়
অমৃতের পুত্রের (হয়) দিব্য পরিচয়—
তোমারে পেয়ে তব পানে চেয়ে
হয় যে নবমানব অভ্যুদয়,
সবার সব দুঃখ হয় লয়—
হয় তুচ্ছ স্বার্থ-বুদ্ধি নাশ
দূর হয় সব ভয়।
তব জয় দিয়ে স্মরি তব নাম —
করি তব পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
তব জয় চির প্রশান্তি-নিলয়
সে যে সবার আপন প্রেম-মধুময়
পুণ্য বামৈ গ্রাম—
পরম মোক্ষ-ধাম।
— জয় রাধে-শ্যাম জয়
জয় সীতা-রাম।

User_1:\E\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014_Bengali # 14

সুখঃ ও দুঃখ

ডঃ দীপক নন্দী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে দেবর্ষি নারদ অশেষ শাস্ত্র বিশারদ হইয়াও আত্মজ্ঞানের অভাবে শোক অর্থাৎ দুঃখ যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। তখন তিনি ভগবান ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারের শরণাপন্ন হইয়া বিনয়নম্রবচনে তাঁহার নিকট আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মতত্ত্বের) উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান সনৎকুমার তখন সুখকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঞ্ছনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া অতঃপর সেই শ্রেষ্ঠ পরম অক্ষয় সুখের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমাতত্ত্বের উপদেশ করিতে গিয়া বলিলেন যে যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক (অর্থাৎ আদি ও অন্তহীন) -মহৎ, যাহা অপেক্ষা মহৎ কিছু নাই, তাহাই সুখ। অল্পে (পরিচ্ছিন্নে অর্থাৎ আদিও অন্ত বিশিষ্টে) - যাহা অপেক্ষা অধিক আছে, তাহাতে সুখ নাই। অল্প সুখ শেষ হইয়া গেলে পরিণাম দুঃখ। কারণ যাহা অল্প তাহাতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না, অল্প বিষয় পাইলে তাহা অপেক্ষা অধিক বিষয় লাভের জন্য তৃষ্ণা হইয়া যায় এবং এই তৃষ্ণাই দুঃখের মূল।

অতঃপর ভূমার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান সনৎকুমার আরও বলিলেন যে ভূমার পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তিনি (ভূমা) ভিন্ন অন্য কিছু দর্শন করেন না, অন্যকিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু জানেন না। (ছাঃ ৭।২৪।১), তিনিই ভূমা অর্থাৎ সর্বব্যাপী, সর্বরূপী, সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ব্রহ্মই ভূমা। সেই তত্ত্বজ্ঞানী তখন নিজেকে ভূমা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অনুভব করেন এবং ভূমাই অহম্ অর্থাৎ আমি, এবং আমি ভূমাই অধোভাগে, উর্দ্ধে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে ও উত্তরে । ভূমাই এই দৃশ্যমান জগৎ। নিজ মহিমায় তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অন্য কোন প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় নাই। তিনিই সকলের আশ্রয় ও অধিষ্ঠান । তিনিই সকলকে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার ধারক কেহই নাই। সেই ভূমা বা ব্রহ্মই আমার আত্মা আর তিনিই আত্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সুতরাং আত্মাই উর্দ্ধে, অধোদেশে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে ও উত্তরে। আত্মাই এই সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী যে পুরুষ, যিনি নিজেকে সেই ভূমা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া এই প্রকার দর্শন, মনন ও জ্ঞান করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হন। তিনি তখন স্বরাট্ অর্থাৎ স্বাধীন ও সমস্ত লোকে কামচারী হন। (ছাঃ ৭/২৫/১,২)।

অতঃপর সনৎকুমার বলিলেন - ''সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষ মৃত্যুযন্ত্রনা ভোগ করেন না, কোনও রোগ ও দুঃখ ভোগ করেন না, তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং সর্ব প্রকারে সমস্তই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিশ্বের যখন যেটি পাইতে ইচ্ছা করেন, তখনই সেইটি প্রাপ্ত হন। তিনি ইচ্ছামাত্র এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, দশ, একাদশ, বিংশতি, শত ও সহস্র হইতে পারেন''। (ছাঃ ৭।২৬।২)।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে যে ভূমা সুখ (ব্রহ্মানন্দ) লাভ হয় বলিয়া আলোচিত হইল তাহা জীবিত স্থূলদেহধারী (জীবন্মুক্ত) ব্রহ্মজ্ঞের ক্ষেত্রে তত্তৎ - দেহনিষ্ঠ সংস্কারের অস্তিত্ব হেতু সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্নরূপে লব্ধ হয় না। কঠোপনিষদের শ্লোকে (২।৩।১৪ও১৫) বর্ণিত আছে।

''যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে''।।১৪
''যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্'' ।।১৫

অর্থাৎ যখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম হয়েন, তখনই মর্ত্ত্য জীবন অমৃত হয়েন, এই দেহে থাকিয়াই (জীবিতেই) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হেতু যে আনন্দ তাহা ভোগ করেন)।১৪

যখন হৃদয়ের গ্রন্থি সমস্ত ছিন্ন হয়, তখনই জীব অমৃত হয়েন, ইহাই নিশ্চিত উপদেশ।১৫

''তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি......................''১৬

১৪ শ ও ১৫শ শ্লোকে যে অমৃতত্ব লাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তি যে মৃত্যুকালে ব্রহ্ম নাড়ী দ্বারা শরীর হইতে নির্গত হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া ১৬ শ শ্লোকে শ্রুতি উপদেশ করিলেন। সমস্ত কামনা দূরীভূত হইলে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং মৃত্যুকালে মূর্দ্ধণ্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রান্তি হয়

এবং তৎপরে অমৃতত্ব লাভ হয়, ইহাই পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোকের উপদেশ। জীবিত থাকিতেই যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাতে দেহ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না কারণ প্রারব্ধ ভোগ ও প্রিয়াপ্রিয় বোধ থাকে (ছাঃ ৮।১২।১), ও সংস্কাররূপী দেহাত্মবোধও কিছুটা থাকিয়াই যায় (বেঃ দঃ পৃঃ ৬২ লাঃ ২১)। এই নিমিত্ত সম্পূর্ণ অমৃতত্ব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর হয়, ইহাই এত দ্বারা শ্রুতি উপদেশ করিলেন। ছান্দোগ্য (ছাঃ ৬।১৪।২) শ্রুতিও বলিয়াছেন— " তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেহথ সম্পৎস্য"। অতঃপর ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে দহর ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশান্তে হৃদিস্থ আত্মার অপহত - পাপ্মত্ব (নিষ্পাপ) এবং সত্য সঙ্কল্পত্বাদি গুণ বর্ণনা করিয়া, প্রথম খণ্ডের শেষভাগে শ্রুতি বলিয়াছেন। —"অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"।।(ছাঃ ৮।১।৬) অস্যার্থ- যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন, সর্বলোকে তাঁহার স্বাধীন গতি হইয়া থাকে।

তাঁহার কামচারত্ব কিরূপ তাহা ২য় খণ্ডে উদাহরণের দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহা উল্লেখিত হইতেছে —"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে"(ছাঃ ৮/২/১) অর্থাৎ "তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার সহিত মিলিত হন, সুখের হেতুভূত উক্ত পিতৃগণকে পাইয়া তিনি মহিমা (সুখ) অনুভব করেন"।

ব্যাখ্যা ঃ- এখানে পূর্ব পূর্ব জন্মের পিতৃগণকেই লোক শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল পিতা সুখের কারণ ছিলেন, তাঁহাদেরই সঙ্গে মিলনের জন্য উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের কামনা হয়, যে সকল পূর্ব পিতা নিম্ন জন্ম ও দুঃখের কারণ ছিলেন তাঁহাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা বিশুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নহে।

এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞ যদি পূর্ব পূর্ব জন্মের মাতাদের সহিত মিলিত হইতে চাহেন তবে মাতৃলোক কামনা করেন (ছাঃ ৮।২।২), সেই রকম ভ্রাতৃলোক (ছাঃ ৮।২।৩), ভগিনীলোক (ছাঃ ৮।২।৪), সখিলোক বা বন্ধুলোক (ছাঃ ৮।২।৫) কামনা করিতে পারেন।

এই রকম তিনি গন্ধ ও মাল্য হইতে লভ্য ভোগ (ছাঃ ৮।২।৬), অন্ন ও পানীয় হইতে লভ্য ভোগ (ছাঃ ৮।২।৭), গীত ও বাদ্য হইতে লভ্য ভোগ (ছাঃ ৮।২।৮), স্ত্রী বা নারীগণ হইতে লভ্য ভোগ (ছাঃ ৮।২।৯) কামনা করিতে পারেন।

"যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোহস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে"।। (ছাঃ ৮।২।১০) অর্থাৎ — "যে যে বিষয় (প্রদেশ) পাইতে তাঁহার অভিলাষ হয়, যে কাম্যবস্তু তিনি প্রার্থনা করেন, সঙ্কল্প মাত্রেই উহারা তাঁহার সহিত মিলিত হয়। তৎসম্পন্ন হইয়া তিনি মহিমা (সুখ) অনুভব করেন"।

অতএব ব্রহ্মানন্দ জনিত ভূমা সুখ লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য্য। তাই কঠ শ্রুতি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান করিয়া বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি (কঠঃ ১।৩।১৪) অস্যার্থ -"হে জীবগণ মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া উত্থিত হও, শ্রী শ্রী সদগুরুকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর। সদগুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। অন্যথায় সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পথ অতিশয় দুর্গম"।

শ্রীশ্রী সদগুরু উপদেশিত সাধন অবলম্বন করিয়া ধৈর্য্য সহকারে শ্রীভগবৎ কৃপার অপেক্ষা করিতে হইবে। কারণ —

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (কঠঃ ১।২।২৩)

"তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকা ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্" (শ্বেঃ ৩।২০)

" তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্" (গীতা ১৮।৬২) ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যে তাঁহার সেই কৃপার কথাই বলা হইয়াছে। তাঁহার সেই কৃপা আকর্ষণ করিবার জন্যই সাধককে সাধন করিতে হয়।

ক্রমশ ......

◆ ॐ ◆

User_1:\E\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014_Bengali # 16

মাথুর ও বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীমতী শাশ্বতী সরকার

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শুন্য মন্দির মোর।।'

—এই আকুলতা জীবমাত্রেরই, এ শুধু বর্ষাবিরহের পদ মাত্র নয়। এ বিরহী রাধা আমাদের সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠিতা। 'আরাধয়তে ইতি রাধা'— যিনি সেই পরম অক্ষর পুরুষ কৃষ্ণকে কামনা করেন, তিনি-ই রাধা। সমস্যাকুল জীবনে দুঃখের শেষ নেই। সারা জীবন পুত্র-দারা-সংসার নিয়ে সুখভোগের পর যে সময়টুকু উদ্বৃত্ত তা 'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম'— আর তখনই প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে যে, 'হামারি দুখের নাহি ওর।' এ' এক অনন্ত বিষাদ বারিধি।

ঈশ্বরের সাথে রাধার যে বিরহ, তারই অন্যতম এক প্রতিশব্দ মাথুর। বিরহ তখনই ঘটে, যখন প্রেমিক যুগলের মধ্যে একজন বিদেশে গমন করেন। এই অবস্থার নাম প্রবাস। প্রবাস বা বিপ্রলম্ভ দুই রকমের— নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস। মিলন ও বিরহের মধ্যে রসবেত্তাদের কাছে বিরহ-ই বেশি প্রিয়। মিলনে যেখানে কান্ত-কে নিকটে পাওয়া যায়, তিনি চোখের সামনেই থাকেন, কেবল সেখানে তাঁকে পাওয়ার আনন্দ সহস্রগুণে বর্ধিত হয়— তিনি চোখের আড়াল হলে। বিরহে প্রিয় সর্বব্যাপ্ত হয়ে যান। আর তাই, রাধা নিজের মুখ দেখতে গিয়ে কৃষ্ণকে আয়নায় দেখেন, যমুনার কালো জলে একাত্ম করে পান, আকাশে তাকিয়ে মেঘের রঙে অপলক— সেই মেঘকান্তিকে খুঁজে নেন।

এই করুণরসের সাহিত্যের গভীরতা তাই এতো বেশি। আনন্দের যে উচ্ছলতা, বিরহদুঃখের আগুনে তাই 'নিকষিত হেম' হয়ে ওঠে। কবির ভাষায়—

'সংগমবিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো না সংগমস্তস্যা।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।।'

আর এই একই বিষয় প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ।/
ও মোর ভালোবাসার ধন//'

অক্রূরমুনি বৃন্দাবনে এসেছেন, কৃষ্ণকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে, উদ্ধত রাজা কংসকে দমন করবার জন্য। বৃন্দাবনমাণিক হরি শুধু রাধার হৃদয়বল্লভই নন, গোপীকুলেরও প্রাণস্বরূপ। মন্দির থেকে বিগ্রহকে অপসারিত করলে যেমন সে মন্দিরের আর মূল্য থাকে না, কৃষ্ণ চলে গেলে শ্রীধাম বৃন্দাবনের অবস্থাও তেমনই। কৃষ্ণ চলে যাবেন, আশংকাকুল রাধা এই কালরাত্রির আর অবসান চান না। উমা যেমন মেয়ের চলে যাওয়ার যন্ত্রণায় বলেছেন, 'ওরে নবমী-নিশি, না হইও-রে অবসান'। সেই একই দুঃখের রকমফের দেখতে পাই রাধার আর্তিতেও। তিনি সখীকে বল্‌ছেন, মথুরা থেকে ব্রজে কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি এসেছেন, তিনি নামে অক্রূর হলেও তাঁর মতো নির্দয় আর কেউ নেই। আগামীকাল নিশাবসানে কৃষ্ণ চলে যাবেন।

'সজনি, রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী।।'

কোনো যোগিনী যেন যোগবলে রাত্রিকে বেঁধে রাখেন। দুঃখের মহিমান্বিত রূপের সাথে রাধার অসহায়তা ও মর্মবেদনার মেলবন্ধন ঘটল। এই মনিকাঞ্চনযোগ অনন্তের স্পর্শলাভ করল।

এই প্রবাসকে তো আটকানো যাবে না। মথুরাপুরে মাধব গেলেন। গোকুলের স্তব্ধ আকাশবাতাসে করুণার রোল উছলিত, অশ্রুসিক্ত চোখ সব শূন্য দেখছে। মিলনের স্মৃতি বিজড়িত যমুনাতট-কুঞ্জকুটীর। যে যায়, সে তার স্মৃতিকে সাথে নিয়ে যায় না। রাধা বল্‌ছেন,

'কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জকুটীর।।'

কৃষ্ণবিরহিত রাধার অবস্থা মর্মস্পর্শী। কৃষ্ণের স্মৃতিধন্য সেই যমুনা, সেই কুঞ্জকুটির যা রাধাকে শেলের মত বিদ্ধ করবে। তাঁর—

'নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ।।'

সযত্নরচিত ফুলমালা প্রণয়ীর গলায় যেমন একরাতের জন্য শোভা পায়, নিশাবসানে তার স্থান ধূলায় ...রভসরজনীর সমাপ্তিতে রাধার অবস্থা ও যেন তেমনি— 'বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা'। বিদ্যাপতি বিরচিত পদটি বাহ্যিক ভাবে যদিও নিরালংকার, তবু স্নিগ্ধ ও গভীর অনেক ভাবের দিক থেকে এই করুণ আকুতি আমাদের স্তব্ধ করে, চিত্তকে মুগ্ধ করে।

যে প্রিয়ের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত, যাঁর কথা ভেবে 'চির চন্দন উরে হার না দেলা' ... কত সহজেই সেই রাধাকে ত্যাগ করে নদী-গিরি পার হয়ে যান। রাধা শংকা করছেন, বুঝিবা— 'আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা' ...প্রিয়বিরহী রাধার বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ, হয়ত বা একোনো পূর্বজন্মের কর্মফল! এখন আর কিসের সজ্জা? কার জন্যই বা বাসক সজ্জা? 'তোমার তরে আর কি কবে / আমার মালা গাঁথা হবে?,' 'সাঁজে নিবাইল বাতি, কত পোহাইব রাতি... '—সন্ধ্যায় দীপ নিভে গেছে, রাত তো এখনো বাকি! এই নিষ্ঠুর আঁধার কেমন করে রাধা পার হবে? যাকে পেয়েও পাওয়া হয় না, যাকে পাওয়া আরও পাওয়ার তৃষা বাড়িয়ে তোলে— তাঁকে ছাড়া রাধার অস্তিত্ব মৃত্যুতুল্য। না পাওয়ার বেদনার চেয়ে পেয়ে হারানোর দুঃখ আরও মর্মান্তিক।

এই বিরহ বিদ্যাপতির পদে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপলাভ করেছে। রাধার দুঃখ ভাদ্রমাসের বর্ষাআকুলিত রাতে আরও বেড়ে উঠেছে। পৃথিবী যখন প্লাবিত, মেঘগর্জনে মুখরিত, নিবিড় অন্ধকারে জগত মুমূর্ষু— নিঃসঙ্গ রাধা তখন বল্‌ছেন,

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।'

—বিদ্যুতমালা নিকষ রাত্রির বুকে ঝলসিত, বর্ষার এই সঘনরূপ বিরহের বিষণ্নতার চেয়ে বিরহের তীব্রতাকেই মূর্ত করে তুলেছে।

চণ্ডীদাসের সহজ সরল, অলংকারবিহীন ভাষায় নিবিড় বিরহবাসিনী রাধা পাঠক হৃদয়ে চিরকালীন আসন লাভ করেছে।

অনুরূপ গোবিন্দদাসের ভূতবিরহের একটি পদে রাধা বল্‌ছেন,

'কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু-পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ।।'

হৃদয়ের সুকুমার ভালোবাসা যেন নবজাত অঙ্কুর। যার পাতা দুটি বিকশিত হওয়ার আগেই অর্থাৎ ভালোবাসার উন্মোচনের আগেই বিরহের তাপ তাকে নবপত্রিকা মেলতে দিল না। প্রতিপদের আশাও নিরাশায় পরিণত হল। কে আর জানত চাঁদ চকোরিণীকে বঞ্চনা করবে? কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ অনুমান করেছেন রাধা, তিনি বুঝেছেন কৃষ্ণের তাঁকে এই ছেড়ে যাওয়া— এ নিতান্তই দুর্দৈব। একই কথা বল্‌ছেন বিদ্যাপতি— তাঁর প্রকাশ অবিসংবাদী—

'অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে।।'

শিবের সাথে জীবের এই যে বিরহ-যাঁর 'মানসসরোবরের অগম তীরে বাস'— সেই কথা কবিদের বিভাবিত করেছে যুগে যুগে। তাঁদের দিয়ে লিখিয়েছে এই অমৃতনিষ্যন্দি কথা। কৃষ্ণের 'মথুরা' গমনের ফলে যে 'মাথুর' লীলার সৃষ্টি, এখানেই কি এর পরিসমাপ্তি? আর কি কৃষ্ণ ফিরে আসবেন না? নেতিবাচকতাকে বৈষ্ণব কবিরা প্রাধান্য দেননি। তাই তাঁরা 'ভাবসম্মিলন' শীর্ষক পর্যায়ের উন্মোচন ঘটালেন।

রাধা বল্‌ছেন,

'সই জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল।।'

প্রিয় আসবার সম্ভাবনার আনন্দে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলার সমাপন। আর, এখানেই আর একবার জয় হয় আনন্দের। কারণ, আমাদের সব যাত্রার শেষে যে পরম আছেন, তিনি তো আনন্দস্বরূপ।

বৈদিক ঐতিহ্য কেন্দ্র বা প্রদর্শনশালা

শ্রীসন্তোষ দেব

সুদূর অতীতকাল হইতেই ভারতবর্ষ দেবভূমি বলিয়া সর্বজন পরিগণিত ছিল, যেখানে মুনিঋষিরা ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য তথা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে সর্বদা নিমজ্জিত থাকিতেন। তাঁহাদের এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফলেই চরম ও পরম সত্যতত্ত্ব একদিন এই ঋষিদের নিকট উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং তাহা সুদীর্ঘ হাজার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ঋষিবংশ পরম্পরাক্রমে মুখেমুখে চলিয়া আসিয়াছে— লিখিত বা সুরক্ষিতভাবে রক্ষার কোন সুযোগ বা সাধন ছিল না বলিলেই হয়। আর সেইজন্যই সেই পরমসত্যতত্ত্ব সকল আজ দুষ্প্রাপ্য বা কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে লুপ্তপ্রায়। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ যাহা 'শ্রুতি' বলিয়া সর্বজনবিদিত তাহা কিন্তু কোন এক নির্দিষ্ট মাহাত্ম্য দ্বারা লিখিত তত্ত্ব বা গ্রন্থ নয়— প্রথমে ইহার সমস্ত বিষয়বস্তু সকল ধ্যাননিমগ্ন ঋষিজন কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছিল প্রায় এখন হইতে নূন্যাধিক দশহাজার বৎসর পূর্বে এবং ইহার প্রায় ৫ হাজার বৎসর পর মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রথম 'শ্রুতি' সংকলিত হয় এবং তারপর ক্রমশঃ আরও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, স্মৃতি, পুরাণাদি, ষড়দর্শন, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ রচিত হয় এবং এই সকল বিভিন্ন মতবাদ তথা দর্শনের মধ্যে একটা আপাতঃ বিরুদ্ধ ভাবও গড়িয়া উঠিল, যদিও বৃহৎ অর্থে এইসব বিরুদ্ধভাবের অন্তরালে সেই এক পরমসত্যতত্ত্বকে তাঁহারা উদাও কণ্ঠে অঙ্গীকার করিয়া নিয়াছিলেন।

তবে এই পরমসত্যতত্ত্ব উপলব্ধি এত সহজে হয় নাই— ইহা ছিল ঋষিকুলদিগের দীর্ঘদিনের সমূহ প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ঋষিকুলদিগের প্রকৃত পরিচয়, তাঁহাদের অবদান খুবই কমলোকের জানা আছে বা তাঁহাদের উপলব্ধসত্য আমরা যথার্থভাবে বুঝিতে পারি নাই— আর সেইজন্যই ত এই বিপর্যয়— আজকের মানুষের সামূহিক আধ্যাত্মিক অবক্ষয়। সুতরাং এখন ইহা খুবই প্রয়োজন যে সমগ্র ঋষিকুলদিগের জীবন ও অবদান সংরক্ষিত করা ও সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বসকল মানবজাতির সমক্ষে তুলিয়া ধরা এবং বিভিন্ন আপাতঃ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যভাব আনয়ন করা। সেই উদ্দেশ্যেই "VEDIC HERITAGE MUSEUM" স্থাপন করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যেখানে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ঠ্যতা থাকিবে—

- এই প্রকল্পের জন্য অন্ততঃ ২০/৩০ একর জমির প্রয়োজন হইবে এবং ইহা Delhi বা শ্রীবৃন্দাবনধামের আশেপাশে হইলেই ভাল হইবে। ইহার স্থাপত্য কারুকার্য্য এমনিই মনোমুগ্ধকর হইতে হইবে যাহাতে লোকের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়।

এখানে 1. প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গালয়ম (Auditorium Hall) —যেখানে 3D-feature যুক্ত Documentary film-এ হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিশিষ্ঠতা দেখানো হইবে, তদুপরি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রয়োজনীয়তা।

2. ঋষিলোকম (Abode of Saints) — সমগ্র ঋষিদিগের সময় পরম্পরাক্রমে পরিচয় ও তাঁহাদের অবদান ও প্রস্তর বা মর্মর মূর্ত্তি।

3. শাস্ত্রগ্রন্থালয়ম (Library) — 'ভারতবর্ষের সব ভাষাতে হিন্দুধর্মের সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, Softcopy একটা Website-এ থাকিবে, পাশ্চাত্য ভাষায় ভারতীয় শাস্ত্রের অনুবাদ, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের রচনা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থসমূহ ও দর্শন, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত শ্লোক Wall-এ লিপিবদ্ধ থাকিবে ও ঝংকৃত হইবে।

4. দেবস্থানম (Pilgrim Centres) — বিভিন্ন তীর্থস্থান, মাহাত্ম্য, মর্মররূপ, বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ঘটনা, কুম্ভমেলা ইত্যাদি প্রত্যেক দেবদেবীর পরিচয়, মাহাত্ম্য ও মর্মর মূর্ত্তি ইত্যাদি।

5. গুরুকুলম (Learning Systems) — বৈদিক শিক্ষাপ্রণালী, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা প্রণালী, যোগ ও প্রাণায়াম, জ্যোতিষবিদ্যা ধ্যানকেন্দ্র ও অনুসন্ধান কেন্দ্র।

6. গোশালা (Service to cow) — গোসেবা কেন্দ্র তথা Dairy farming.

7. ধর্মশালা/প্রসাদব্যবস্থা (Sacred food & Lodging)

— ইচ্ছুক ভক্তদের জন্য সকলশ্রেণীর ধর্মশালা এবং Sri Radha-Krishna-র মন্দির তথা KBCT office-হইতে ন্যায্যমূল্যে Prasad-এর ব্যবস্থা।

8. Bus/Railway/Airport — 'দেশ বিদেশ হইতে আগত ভক্তদের জন্য Bus/Railway/Airport-এর সুবিধা থাকিবে।

এই প্রকল্পের জন্য কমপক্ষেও কয়েকহাজার কোটিটাকার প্রয়োজন হইবে এবং এই বিশাল অর্থরাশির জন্য ব্রজবিদেহীমহন্ত তথা চতুঃসম্প্রদায়শ্রীমহন্ত স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজীর তত্ত্বাবধানে Sri Kathiababa Charitable Trust-এর তরফ হইতে প্রত্যেক ভারতবাসী তথা NRI-দিগকে যথাসাধ্য অর্থদান করার জন্য অনুরোধ জানানো হইবে কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি, সংঘটন তথা সরকারের পরোক্ষ বা অপরোক্ষ সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্ভব হইবে না। আর সেইজন্যই ভারতবর্ষের সকল ভাষাতে, Internet, Facebook, Leaflet, TV, Video, Press মারফতে প্রত্যেককে অনুরোধ করা হইবে যে তাহারা যেন এই মহৎ কার্য্যের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মুক্তহস্তে দান করতঃ চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকেন।

ওঁ তৎ সৎ

◆ ॐ ◆

দিব্য বাণী

- কুম্ভযোগে কোটি কোটি ভক্তগণসহ ধর্মাচার্য্য ও সাধকদের সমুপস্থিতি সত্যই মৃত মানুষকে অমৃতলোকে উপনীত করে। যদি আমরা মনে করি যে কুম্ভ অর্থাৎ একটি অমৃতপূর্ণ কলস, তবে উহা হইতে এ শিক্ষা পাই যে — মৃতশরীর রূপ কলসের মোহ ত্যাগ করে অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া অথবা সমর্পিত চিত্ত হওয়া — ইহাই কুম্ভের যথার্থ তাৎপর্য্য ও রহস্য।

- অন্তর্মানসে অসতের পরাজয় ও পূর্ণসত্য এবং শাশ্বত আনন্দের অভিব্যক্তি বা আস্বাদনই হইল কুম্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য।

- ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধটি অখণ্ড। অদ্বৈত দ্বৈতাত্মক এবং অদ্ভুত মধুর লীলাবিলাস। অপরিসীম লীলামহিমার প্রকাশ। ইহা ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না, ইহা অনুভূতি সাপেক্ষ।

- তাঁহার বংশী সর্বদাই বাজে। যাঁহার কান আছে তিনিই শুনিতে পান, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বাস করেন। তাই তাঁহার আকর্ষণ সর্বব্যাপী — বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভঃ।

- শ্রীভগবানের কৃপারূপ দৈন্যাদি প্রাপ্ত জীবের নিকটেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি উপজাত হয়। ইহাই উত্তমা ভক্তি। এই উত্তমা ভক্তির দ্বারাই জীব ঈশ্বরলাভ পূর্ণরূপে করিয়া কৃতকৃত্য হয়।

- বিষয় সুখ, দুঃখ, রোগশোক থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা একমাত্র ভগবচ্চিন্তন, ভগবৎস্মরণ, ভগবদ্ধ্যান, ধারণা অর্থাৎ সৎসঙ্গ ও স্বাধ্যায়, এছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই।

— শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

User_1:\E\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014_Bengali # 20

হে রাসবিহারী, আনতজানু আমি

শ্রী কল্যাণ সরকার

হে মহাজীবন, মহামরণের কি গো নেবে নমস্কার?
লক্ষপ্লাবন জানি পুঞ্জীভূত হয়ে আছ নগেন্দ্রউষ্ণীষ।
অনন্তসংগীত জানি অসীম মুর্চ্ছনা মহামৌন,
নির্বাক, নিবাত নিষ্কম্প।
তবু জানি রজতের শতধারা জ্বালামুখী ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
তরলস্ফটিক তুমি অনাদিকালের তৃষ্ণামোচন।
আমি তৃণ, বিন্দুমাত্র হরীৎসঞ্চয় তবু
শিকড়ে ছুঁয়েছি ফল্গু তোমার, বারংবার।
আমি আপ্লুত, বেপথু, রোমাঞ্চিত,
মহাবিশ্বের আলো আমার জানালায় তবু।

সূর্য্যকে চিনি তার হিরণ্যদ্যুতিতে
বর্ষা জানি তার মেদুর সবুজে
পদ্মপরাগ মানি অনিমেষ সূর্য্যসম্পাতে
ময়ূর নন্দিত করি দৃষ্টি আরাত্রিক
পুচ্ছে ঝলসে ওঠে, সুবর্ণআলিম্পন
—তোমায় চিনবো কিসে?
জটাজুটে তুমি নাই, বসনেও তুমি নাই
নির্বসনে নাই, নির্বাসনা থেকে বহুদূর
অথচ বাসনানদী চরণতীর্থ থেকে বহুদূরে প্রবাহিত

তুমি কল্পতরুমুল, শূন্য হাতে অহৈতুকী দয়া।
আমি তো অনন্তকোটি পেয়েছি রশ্মিচ্ছটা
ফেলেছি, ছড়িয়েছি, ছাড়িয়েছি, বিলিয়েছি
তুচ্ছজ্ঞানে হারিয়েছি স্পর্শমানিক।
জানি তবু অঞ্জলি পাতি যদি
দিতে পারো কবচকুণ্ডল।

কি সাধ্য প্রকাশ করে আলঙ্কারিক তোমার সন্ন্যাস,
সাধ্য কি অনুভব পরিচিত তোমার অভ্যাস;
লেলিহান যজ্ঞ ক্রোধের,
সাধ্য কি প্রতিরূপ শিলা অভিলেখ?
নন্দনে তুমি নাই, অসুন্দরে তুমি নাই নাই;
মহাপুণ্য কোটিকল্প
রুদ্রাক্ষে জপেছে রাসবিহারীর নাম
নিশ্চিত পায়নি জানি ইতির সন্ধান।

তুমি তো অতিক্রান্ত ক্লেদাক্ত বিষাদের নদী,
বিকলাঙ্গ, অন্ধ, খঞ্জ, শিবের সংসারে
তোমার কৃপা অপ্রমিত হয়েছে আসীন।

মুদিতপদ্মে আমি মহারাত্রির প্রমত্ত গুঞ্জন।
তোমার মুখের দিকে দৃষ্টিপ্রদীপ শুধু দীপ্যমান
ভাগবতী দেউলে নতজানু হব কি সাধ্য আমার।

◆ ॐ ◆

দিব্য বাণী

- যাঁরা প্রকৃত আত্ম-কল্যাণকামী, তাঁরা এ যুগেও সাধ্যমত শাস্ত্রপথে চলতে চেষ্টা করেন। মোট কথা শাস্ত্র-পথই নিরাপদ রাজপথ। যিনি যতটুক দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতে পারবেন, তিনি সেই পরিমাণে আনন্দলাভে সমর্থ হবেন।

— শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথজী মহারাজ

"সিলেট" শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমে নববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসবের 'স্মৃতি'

শ্রীমতী মীরা কর

অনন্তশ্রীবিভূষিত চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত ব্রজবিদেহী স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজজীর তিরোভাব তিথিটি ছিল গত ২৬শে নভেম্বর ২০১২, তাঁর নিত্য নিকুঞ্জলীলায় প্রবেশের দিনটিই ছিল আমাদের বাংলাদেশ যাবার মুখ্য আকর্ষণ, কারণ ঐদিনটিতেই শ্রীহট্ট আশ্রমে নববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনটি ধার্য্য করা হয়েছিল। বাংলার ভগীরথ স্বামী সন্তদাসজী প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মূর্ত্তি ১৯৭১-এ ধ্বংস হয়ে গেলে খুবই ছোট মূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর পূজো চল্‌ছিল। এবারে শ্রীনিম্বার্ক কুলতিলক নিম্বার্করত্ন, ব্রজবিদেহী মহন্ত অনন্তশ্রীবিভূষিত স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ ভারতের জয়পুর থেকে মূর্ত্তি গড়িয়ে অষ্টসখী পরিবৃত শ্রীশ্রী ঠাকুরজীকে প্রতিষ্ঠা করলেন। ভিন্নদেশে যে উৎসব আমাদের গুরুদেব সুসম্পন্ন করলেন তা যারা দেখেছেন শুধু তারাই জানেন। সে উপলব্ধি লেখার মত লেখনীশক্তি আমার নেই, তবু বড় সাধ হল একটু স্মৃতিচারণ করার। পাঠকগণ যেন তাঁদের মহানুভবতা দিয়ে এই অধমের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন। তাদের কাছে আমার এই বিনীত প্রার্থনা।

গত ১৯শে নভেম্বর ২০১২ থেকে ২৬শে নভেম্বর ২০১২ পর্য্যন্ত উৎসব নির্ধারিত ছিল। ১৯শে নভেম্বর থেকে ২৫শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ভাগবতসপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবতকার ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রীশ্রী নবব্রত ব্রহ্মচারীজী। তাঁর সুমধুর ব্যাখ্যাত ভাগবত সকলেই উপভোগ করেছেন মন-প্রাণ দিয়ে। তাছাড়া প্রতিদিনই ভজনসন্ধ্যা অনুষ্ঠান ও ছিল। সুবিশাল সুসজ্জিত নাটমন্দিরে গুরু পরম্পরার ছবি এবং সুসজ্জিত স্টেজে যখন সঙ্গীতানুষ্ঠান হত, মনে হত যেন তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে, আর বাংলাদেশের ভক্তদের পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের ভূয়োভূয়ো প্রশংসা সকলেই করেছেন।

ভারতের মুম্বাই থেকে আগত প্রখ্যাত শিল্পী রাজু দাস ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মাধ্যমে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন। আমরা ২২শে নভেম্বর শ্রীহট্ট আশ্রমে পৌছাই। আশ্রম পরিকরের শোভা এবং পরিবেশ দেখে মনে হল শ্রীহট্ট তো নয় যেন 'নব বৃন্দাবন'।

তখন একবার ও মনে হয়নি আমরা অন্য দেশে আছি। বাংলাদেশের গুরুভ্রাতাভগিনীগণের আতিথেয়তা আমরা ভুলতে পারব না কোনদিনই। এতবড় উৎসব পরিচালনা করেও ভারতবাসী গুরুভাইবোনেদের খেয়ালরাখা ও তাঁদের একটি দায়িত্ব ছিল, ২৩শে নভেম্বর থেকে শ্রীশ্রী গোপাল মহাযজ্ঞের স্বাহা স্বাহা ধ্বনিতে শ্রীহট্টের আকাশ বাতাস ধন্য হয়ে গিয়েছিল, ভেবে অবাক হই কী ক্ষমতা আমাদের বাবাজী মহারাজজীর। তাঁর অসীম ক্ষমতা বলেই এতবড় উৎসব সুসম্পন্ন হল। তাঁর প্রবচনে ছিল "তমসো মা জ্যোতির্গময়' "মৃত্যুর্মা অমৃতগম"য়ের বার্তা। গোপীগীতের মাধ্যমে ও বাবাজী মহারাজ খুব সহজভাবে কামনা বাসনা মুক্ত হয়ে কীভাবে মনুষ্যজীবনকে দেবজীবনে উন্নীত করা যায় সে বার্তাই রাখলেন আপামর জনসাধারণের জন্য। তাঁর প্রবচনের সময় জনতা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভক্তসমাগম এত হয়েছিল যে ধারণাযোগ্য ও নয়। শ্রীহট্টে এত হিন্দু ভক্ত আছেন তা বোঝা গেল। প্রতিদিনই একইভাবে বিপুল লোকসমাগম হচ্ছিল।

২৬শে নভেম্বর মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার দিন মহিলারা লালপাড় শাড়ী পরে ঘট হাতে নিয়ে 'সুরমা' নদী থেকে জল আনয়ন করেন। আমরা ভারতীয় মহিলারা ও এতে অংশ নিয়েছিলাম। যেতে যেতে কাঠিয়াবাবার জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগোচ্ছিলাম। সে উৎসবের কথা ভেবে এখনো বিস্মিত হই।

বাবাজী মহারাজ তাঁর শ্রীহস্তদ্বারা অষ্টসখী পরিবৃত শ্রীশ্রী ঠাকুরজীর প্রতিষ্ঠা পর্ব সুসম্পন্ন করলেন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ। সখীপরিবৃত শ্রীশ্রী ঠাকুরজীকে দেখলে চোখ ফেরানো যায়না। কারণ এ ধরণের ঠাকুরজীর মূর্ত্তি তো আমরা এর আগে আর দেখিনি। পুরীতে ও

রয়েছেন তবে দু'দিকে দুই সখী, আর সিলেটে অষ্টসখী পরিবৃত ঠাকুরজী এবং শ্রীশ্রী স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী, শ্রীশ্রী স্বামী সন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী ও শ্রীশ্রী স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজজীর মর্মর মূর্ত্তি। নয়নাভিরাম—নয়নাভিরাম।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের মতই একপাশে হংস ভগবান, সনকাদি ভগবান, শ্রী নারদ ভগবান এবং শ্রীনিম্বার্ক ভগবান আদি। অপরপাশে শ্রীশ্রী গুরুপরম্পরা এবং সিলেট আশ্রমের মহন্তগণ। শ্রীশ্রী গুরুদেব কৃত আরতি দর্শন করলাম আমরা সকলে। এত মনোহর আশ্রম ছেড়ে আসতে আমাদের প্রাণ কাঁদছিল কারণ বাংলাদেশে যাব—আর এমনি আনন্দপাব তা কোনদিন ভাবিইনি। বিশেষ পাওয়া আরো একটা আছে—তা হল আমাদের 'বামৈ' যাত্রা। স্বামী সন্তদাস বাবাজীর জন্মস্থান দর্শন ও 'বামৈ' আশ্রম পরিকর ভ্রমণ দর্শন, প্রসাদ পাওয়া আদি। 'বামৈ' এর একখানি ছবি অন্তর্মন্দিরে আঁকা ছিল তা বাস্তবায়িত হল। আমরা সেখানে ঘুরে ঘুরে আশ্রমপ্রাঙ্গণ ছাড়া যেখান থেকে ঠাকুরজীর জন্য জল আনয়ন করা হোত সেই পুকুরঘাট এবং আশেপাশের এলাকা যা বর্ত্তমানে আশ্রমকর্ত্তৃপক্ষের দখলে নেই সেসবই দেখলাম। ওখানকার আশ্রমের সেক্রেটারী ও পুরোহিত মশাই আমাদেরকে খুব আদর যত্ন করেছেন। মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার একদিন পূর্বে আমরা বামৈ গিয়েছিলাম তাই দ্বাদশীর প্রসাদ সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন আমরা ওখানেই সৌভাগ্যক্রমে গ্রহণ করি।

মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পরদিবস অর্থাৎ ২৭শে নভেম্বর শৃংগার আরতি দর্শন করে বালভোগের প্রসাদ পেয়ে আমরা বাবাজী মহারাজজীকে প্রণাম জানিয়ে ভারতবর্ষে ফেরার জন্য ঢাকা অভিমুখে রওনা হই। ঢাকায় আমরা শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে অবস্থান করেছিলাম। ২৮শে নভেম্বর ঢাকেশ্বরী মন্দির, বারদীর লোকনাথ বাবার সাধনাস্থল, সমাধিমন্দির আদি দর্শন করে ২৯শে নভেম্বর সকাল ৭টায় বাসে বসে বাংলাদেশ উৎসবের স্মৃতিচারণ করতে করতে রাত নয়টা নাগাদ কোলকাতা ফিরে আসি। আমরা সবাই বাবার থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ একখানা করে উৎসবের স্মারক উত্তরীয় পেয়েছি যা আজীবন আমাদের কাছে সম্পদ হয়ে থাকবে।

হরি ওঁ তৎসৎ

◆ ॐ ◆

দিব্য বাণী

- *ভগবান্ কী পরিক্রমা বড় কঠিন। ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা মে বহোত দুঃখ ভোগনা পড়তা হ্যায়। ভগবান্ কী পরিক্রমা সে গর্ভবাস ছুট্ জাতা। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করনে কো নেহী পড়তা, অওর জনম নহীঁ হোতা।*

  (ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা খুবই কঠিন। ইহাতে অনেক শারীরিক কষ্ট সহন করিতে হয়। তবে বিধিবৎ একবার পরিক্রমা করিলে গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। চুরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না।)

  —শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

- ধ্যান ধারণা মনে বসবে না, যদি তুমি শুদ্ধাচারী না হও। শ্রুতি বলেছেন, 'আচার হীনস্তু ন পুনন্তি বেদাঃ'। রূপের শক্তি অপেক্ষা মন্ত্রের শক্তি বড়। মূর্তির ধ্যানের চেয়ে শব্দের ধ্যান বড়। শব্দের ধ্যান করতে পারলে, আপনা হতে রূপ খুলে আসবে।

  —শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীশ্রী বৃন্দাবনবিহারীজীর অলৌকিক লীলা ও বৃন্দাবন, গুরুকুল রোডের "কাঠিয়া বাবা কা স্থান" — এ প্রতিষ্ঠা

লেখক ঃ (মূল হিন্দী) — শ্রী বিষ্ণু দাস জেরাথ
অনুবাদক — শ্রী সুশীল গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর ......

শ্রীঠাকুরজীর সঙ্কেত হইতে বিদায়কালীন যাত্রার সময় পূজারীরা কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ইত্যাদি বাজাইতে লাগিলেন। পূজারী শ্রীরাধাচরণজী সে সময়ে শ্রী রাধারমণজীর মন্দিরের বড় দরজাটি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের কথা এই যে যখন যুগলমূর্ত্তিকে উঠাইয়া মোটর গাড়ীতে রাখিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন ঠিক সেই সময় শ্রীরাধারমণজীর মন্দিরের ঐ বড় দরজাটি আপনা হইতেই সজোরে খুলিয়া গেল। ইহার অর্থ আমরা এইরূপই বুঝিয়াছিলাম যে সঙ্কেতের এই প্রচীন মন্দিরের শ্রী রাধারমণজী এবং শ্রীরাধিকাজী যেন তাঁহাদের দ্বিতীয় যুগলমূর্ত্তির, অর্থাৎ শ্রীঠাকুরজীর এবং শ্রীরাধিকাজীর বৃন্দাবন যাত্রার সময় তাঁহাদের সহিত বিদায়কালীন সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই; শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাসলীলার সময় তাঁহার একই মূর্ত্তিতে বিভিন্ন বিভিন্ন কৃষ্ণ করিয়া প্রত্যেক গোপীর সহিত লীলা করিয়াছিলেন, তদ্রূপই তিনি নিজেই নিজেরই অন্যরূপকে বিদায় দিবার জন্য স্বীয় মন্দিরের দরজা উদঘাটন করাইলেন এবং সকলের অলক্ষ্যিত ভাবে ঔ যুগলমূর্ত্তিকে পরম আদরের সহিত বিদায় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণমহারাজ এবং শ্রীরাধিকার যুগলমূর্ত্তির মোটরে আরোহণের সময় সঙ্কেতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণকে রথে বসাইয়া নন্দগোকুল হইতে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় নন্দগোকুলের কয়েকজন গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ব্যথার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রথের অশ্বকে এবং কয়েকজন গোপিকা রথটির চাকাগুলিকে ধরিয়া রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহারা আকুল ক্রন্দনের সহিত এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, "হে কৃষ্ণ, অবলা নারীদিগকে ত্যাগ করিয়া তুমি কেন মথুরায় যাইতেছ? আর তোমার বিরহ সহ্য করিতেপারিতেছি না। তুমি আমাদের প্রাণহরণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? তুমি এখানে থাকিয়াই আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাক"। যুগলমূর্ত্তির বিদায় যাত্রার সময় মনে হইতেছিল যে পুরাকালের ঠিক ঐ দৃশ্যই পাঁচ হাজার বৎসর পরে ঐ দিনে সঙ্কেতবটে আবার দৃষ্ট হইতেছিল। সঙ্কেতের ব্রজনারীরা এবং ব্রজকন্যাগণ আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছিল এবং অতি আর্ত্ত এবং উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বলিতেছিল " আরে বাবুজী আমাদের এই শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীরাধিকাজীর সুন্দর যুগলমূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিন। আমরা অত্যন্ত প্রেমের সহিত ইহাদের পূজা এবং সেবা করিতে থাকিব।" বিদায়কালীন তাহাদের এইরূপ বিরহের করুণ বিলাপ ও ক্রন্দন শ্রবণে আমিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বিয়োগজনিত ব্যথায় সে সময় আমি কিরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। যাহা হউক, অবশেষে আমার অতি প্রিয় যুগলমূর্ত্তিকে লইয়া মোটর গাড়ী চলিয়া গেল। মোটর গাড়ীটির যাত্রার সময় একটি সৌভাগ্যবতী ব্রজনারীকে কূপ হইতে একটি জলপূর্ণ কলস মস্তকে লইয়া আসিতে দেখা গিয়াছিল। ইহা একটি অতি মাঙ্গলিক বা শুভচিহ্ন বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম।

এই স্থানে আর একটি ঘটনার কথা আমি বর্ণনা করিব। জয়পুর হইতে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের এবং অন্যান্য দেব-দেবীগণের মূর্ত্তিগুলি দিল্লীতে আনিবার পর হইতেই কখনও স্বপ্নে এবং কখনও কখনও আবার তন্দ্রাযুক্ত অবস্থায় আমি তিনটি জ্যোতির্ম্ময় মহা পুরুষদিগের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। তাঁহাদের মস্তক জটাভারে মণ্ডিত এবং তাঁহাদের ললাটে বিচিত্র তিলকরেখা। তাঁহাদের সুন্দর নয়নে উজ্জ্বল জ্যোতির প্রকাশ, মুখমণ্ডল পূর্ণ শান্তি ও আনন্দে ভরপুর। বদনের সেই দীপ্তি প্রাণে আশার সুবর্ণ আলোকপাত করিত। তাঁহাদের দিব্যদর্শনে হৃদয়ের প্রত্যেকটি তন্ত্রী ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সঙ্কেতগ্রামে কাঠিয়া

বাবা মহন্ত শ্রীধনঞ্জয়দাস বাবাজীকে আমি যখন প্রথম দেখিলাম, তখনই বুঝিতে পারিলাম যে আমার দৃষ্ট পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তিত্রয়ের মধ্যে এক মহাপুরুষ এই শ্রীধনঞ্জয়দাসজী, কিন্তু সে সময় আমি মহন্তজীর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করি নাই। অবশিষ্ট দুই মূর্ত্তির দর্শন পাইবার জন্য আমি বহুস্থানে ভ্রমন করিয়াছি, কিন্তু কোথাও দর্শন পাই নাই।

যখন শ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তিকে সঙ্কেত হইতে বৃন্দাবনে লইয়া আসিলেন তখন আমি অবশিষ্ট মূর্ত্তিগুলিকে সঙ্কেতের নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপায়, ইংরাজী ১৯৫৫ সালের শিবরাত্রি দিনে ঐ মূর্ত্তিগুলি অর্থাৎ শ্রীগণেশজী, শ্রীশিবলিঙ্গ, শ্রীশিবমূর্ত্তি, শ্রীপার্ব্বতী, শ্রীদেবীমাতা ইত্যাদির এবং আমার পূজ্য গুরুমহাপুরুষদ্বয়ের মূর্ত্তিগুলি শ্রীরাধারমণ মন্দিরের অঙ্গনের নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। শ্রী শিবলিঙ্গের নাম ''শ্রীসঙ্কেতেশ্বর মহাদেব'' এবং দেবী বিগ্রহের নাম ''শ্রীসঙ্কেতেশ্বরী'' রাখা হইল।

প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রথম হইতেই আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি যখন প্রথমবার 'বৃন্দাবনের গুরুকুল মার্গে' শ্রীকাঠিয়া বাবাজীর আশ্রমে আসিলাম, তখন তাঁহার মনোহর আশ্রমটি দেখিয়া আমার পূর্ব্বের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। তিনি প্রথমে আমাকে তাঁহার আশ্রমের সকল স্থান এবং আশ্রমটির সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দেখাইলেন। তখন আমার মনে এই ভাবনাই উৎপন্ন হইয়াছিল যে এই আশ্রমের নূতন ভূমিতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের সহিত না জানি কত লীলাই করিয়াছিলেন।

এখানে কঠোর তপস্যার এই পবিত্র ব্রজভূমিতে অনেক বিচিত্র লীলার পর এবং একস্থান হইতে অনেক বিচিত্র যাত্রার পর তিনি তাঁহার পরম ভক্ত কাঠিয়াবাবা মহাত্মা শ্রীধনঞ্জয়দাস বাবাজীর আশ্রমে ইংরাজী ১৯৫৮ সালের ২৮শে মে তারিখে তাঁহার এবং শ্রীরাধিকাজীর যুগলবিগ্রহ স্থাপিত করাইয়া লইয়াছেন।

আশ্রম সংলগ্ন সমস্ত ভূমি দেখাইবার পর শ্রীকাঠিয়া বাবাজী আমাকে শ্রীবৃন্দাবনবিহারীজীর নবনির্ম্মিত মন্দিরে লইয়া আসিলেন। মন্দিরের জগমোহনে প্রবেশ করিয়াই তিনি যেখানে কাঠিয়া বাবা

শ্রীরামদাসজী মহারাজ এবং কাঠিয়া বাবা শ্রীসন্তদাসজী মহারাজের দুইটি বড় মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই প্রথম মন্দিরটি দেখাইলেন। এই দুইটি মূর্ত্তি দেখিবামাত্রই আমি কাঠিয়া বাবা শ্রীধনঞ্জয়দাসজীকে বলিলাম - মহারাজ, আমি পূর্বে কখনও স্বপ্নে আবার কখনও বা তন্দ্রাযুক্ত অবস্থায় তিনটি মহাপুরুষের মূর্ত্তি দর্শন করিতাম। আমি এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে ঐগুলির মধ্যে ২ টি মূর্ত্তি এই মহাপুরুষদ্বয়েরই এবং তৃতীয় মূর্ত্তিটি আপনারই। আমি হরিদ্বার, হৃষিকেশ ইত্যাদি তীর্থস্থানে ইহাদের অন্বেষণে অনেক ঘুরিয়াছি এই আশায় যে সম্ভবতঃ করুণাময় প্রভু এই মহাপুরুষগণই আমার গুরু এই ইঙ্গিত করিতেছেন অথবা অবতারী যুগলবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ইহাদের দ্বারাই হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা।

যাহা হউক, পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিগুলির দর্শন পাইবার কি প্রকৃত অর্থ তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমার চক্ষের সামনে ইঁহাদের দেখিয়া এখন আমার নিশ্চিত ধারণা হইতেছে যে যুগলবিগ্রহকে আর্কষণ করিয়া যাহাতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বৃন্দাবনের এই নবীন আশ্রমে হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ইঁহারা আমাকে দর্শন দিতেছিলেন।

আহা কি অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য আমি তখন দেখিয়াছিলাম। মন্দিরে সুন্দর সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট এই দুই মহাপুরুষের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে হইতেছিল যে আমি যেন সত্যযুগের সাধুদিগের আশ্রমে সাক্ষাৎ মুনিঋষিদিগকে দর্শন করিতেছি। কাঠিয়া বাবা শ্রীসন্তদাসজীর মস্তক হইতেপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিদ্যার জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে এবং কাঠিয়া বাবা শ্রীরামদাসজীর আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল হইতে অলৌকিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশ স্পষ্ট অনুভব হইতেছে।

ক্রমশ ......

আশ্রম সংবাদ

- শ্রীকাঠিয়া বাবা কা স্থান, শ্রীধাম বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর নিত্যসেবা পূজা, সাধুসেবা, গো সেবা, উৎসব ও ভাণ্ডারাদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরজীর ভব্য শৃঙ্গার, ফুলবাংলা, অখণ্ড প্রসাদ সেবা, দরিদ্র নারায়ণ সেবা, বস্ত্রাদি বিতরণ আদি আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক কার্য্যসমূহ যথাবিহিত রূপে চলছে।

- নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মূল তীর্থভূমি ও শ্রীভগবানের দিব্য লীলাভূমি গুজরাট প্রদেশস্থ দ্বারকানগরীতে (ওখা রোড, রুক্মিনী মন্দিরের বিপরীতে) গত বছর দোলপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথবিহারীজীউ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাবন সমুপস্থিতিতে ও পরিচালনায় দেশ-বিদেশ থেকে আগত সহস্রাধিক ভক্তদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হয়। আশ্রমে স্বাধ্যায়, সেবাপূজা, সংকীর্তন, সাধু ভাণ্ডারা ইত্যাদি প্রত্যহ চলছে।

- আগামী ২০১৫ সালের আগষ্ট মাসের সম্ভবতঃ ১৫ তাং হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তাং পর্য্যন্ত পুণ্যভূমি নাসিকে মহারাষ্ট্রে গোদাবরীতটে মহাকুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যহ সাধুসেবা ও ৩টি পুণ্যতিথিতে শাহী স্নান হইবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি।

- আগামী ২০১৬ সালের এপ্রিল / মে মাসে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনীতে পুণ্যসিপ্রাতটে পূর্ণকুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সময় নানাবিধ শাস্ত্রীয় কার্য্যক্রম সহ প্রত্যহ সাধুসেবা, নর-নারায়ণ সেবা, ঔষধ বিতরণ, বস্ত্রবিতরণ, আদি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সকল কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি।

- বাংলাদেশের শ্রীহট্ট (সিলেট) প্রদেশস্থ শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমে শ্রীভগবানের নবশ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাবন সমুপস্থিতিতে ও কাশী থেকে আগত পণ্ডিতবর্গের পরিচালনায় ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত সহস্রাধিক ভক্তদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হয়। আশ্রমে স্বাধ্যায়, দেবপূজা, সংকীর্তন, সাধু ভাণ্ডারা ইত্যাদি সেবা নির্বিঘ্নে চলছে।

- আসাম প্রদেশের রাজধানী ধর্মনগরী গুয়াহাটি শহরে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাবন সমুপস্থিতিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শুভ আবির্ভাব তিথি মহামহোৎসব সপ্তদিবসব্যাপী সংগীতময় শ্রীমদ্ভাগবতকথা সপ্তাহ-জ্ঞানযজ্ঞ, শ্রীশ্রীগোপালমহাযজ্ঞ, শ্রীযুগলনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ, অখণ্ড প্রসাদ বিতরণ, যোড়শোপচার গুরুপূজা, ভজনসন্ধ্যা, আদি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ-বিদেশ থেকে আগত সহস্রাধিক ভক্তদের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে পালিত হয়। শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট গুয়াহাটির পক্ষ থেকে সেলাই মেশিন, Laptop Computer, Aquaguard আদি বিভিন্ন সামগ্রী স্থানীয় বিদ্যালয়ে ও ট্রাষ্টের Ambulance পরিষেবা স্থানীয় দরিদ্র জনগণের সেবায় উৎসর্গ করা হয়।

- গত বৎসর জুলাই মাসে চুরাইবাড়ী ত্রিপুরায় স্থিত বিশ্বেশ্বরী মাতৃ মন্দিরে নিম্বার্কীয় ভাব ধারায় শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজজীর (স্বামী রাসবিহারীদাস কাঠিয়া বাবাজী) পূত উপস্থিতিতে শ্রীগুরুপূর্ণিমা মহামহোৎসব মহাসমারোহে বিবিধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ উপলক্ষ্যে জুলাই মাসের ১৫ হইতে ২১ তারিখ পর্য্যন্ত সপ্তদিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবতকথা সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ, কাশী হইতে সমাগত পণ্ডিতদের দ্বারা নবকুণ্ডীয় শ্রীগোপালমহাযজ্ঞ, অখণ্ড নিম্বার্কীয় যুগলনাম সংকীর্ত্তন, আদি আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হয় এবং ২২/৭/১৩ তাং শ্রীগুরুপূর্ণিমাতিথিতে যোড়শোপচারে শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও সন্ধ্যায় বোম্বাই হইতে আগত বিখ্যাত সঙ্গীতকার দ্বারা ভজন সন্ধ্যা পরিবেশিত হয়।

- শ্রীশ্রীবাবাজীমহারাজ আগামী নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বাঁমৈ হবিগঞ্জ ও সিলেট যাবেন। বিশেষতঃ

পুণ্যভূমি বাঁমৈ পৌঁছিয়া বিবিধ সমস্যার সমাধান করে তথায় স্মৃতিমন্দির বিশাল নির্মাণ করবেন।

- গত অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ হইতে ২৫ তাং পর্য্যন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবন স্থিত কাঠিয়াবাবা কা স্থান গুরুকুল রোডে সপ্তদিবসব্যাপী শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমদিবসে পূর্ণাহুতি ও বিশাল ঝাড়া ভাণ্ডারার মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি হয়।
- গত নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখে নিম্বার্ক জয়ন্তীতে তিনসুকিয়াস্থ অশ্বিনী কুমার দত্ত রোডে অবস্থিত শ্রীস্বামীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রমে নববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ উপলক্ষ্যে নভেম্বর মাসের ১০ তাং হইতে ১৬ তাং পর্য্যন্ত শ্রীনবব্রত ব্রহ্মচারী কলিকাতা কর্তৃক শ্রীভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ, শ্রীগোপাল মহাযজ্ঞ, অখণ্ড হরিনাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ, অখণ্ড প্রসাদ বিতরণ, সঙ্গীত সম্মেলন-আদি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম সকল অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবের শ্রীবৃদ্ধি হেতু সহস্রাধিক লোকের ভিড় ছিল।
- গত ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজজীর (স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়াবাবা) পূত আবির্ভাব মহামহোৎসব ত্রিপুরাস্থিত ভক্তনগরী ধর্মনগরে বিবিধ আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্‌উপলক্ষ্যে ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ২৩ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত কথাযজ্ঞ, শ্রীগোপাল মহাযজ্ঞ, শ্রীনিম্বার্কীয় হরিনাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভব্য অনুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর আবির্ভাব তিথিতে বিশেষ গুরুপূজা ও সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনে ঐ সময়ে অসংখ্য লোকের ভীড় ছিল।
- গৌহাটী আসামে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদের সুরম্য তটে বিরাজিত রাজকীয় কারুকার্য্য শোভিত নবনির্মিত "স্বামী ধনঞ্জয় দাস সাধনাশ্রম" ও নববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহামহোৎসব, এই বৎসর ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসের ১১ তাং শ্রীশ্রীরামদাসজী কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর তিরোভাব তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী ভাগবতী কথা, বিষ্ণুযজ্ঞ, অখণ্ড হরিনাম সংকীর্ত্তন ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন হয়। ঐ পুণ্য প্রতিষ্ঠার সময় সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতি ছিল।
- পাঞ্জাবে অমৃতসর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবা স্বামী রামদাসজীর জন্মস্থান লোনাচমেরী গ্রামে কাঠিয়াবাবাজীর স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতিমন্দির সম্প্রতি নির্মানাধীন আছে। ঐ দিকে আপনাদে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাইছি।
- এই বৎসর ২০১৪ সালের দোলপূর্ণিমাতে ১৬/০৩/২০১৪ শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম O.N.G.C. বাঁধার ঘাট আগরতলায় পরমপূজ্য কাকাজী শ্রীস্বামী পুরুষোত্তমদাসজী মহারাজজীর নবনির্মিত মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা মহোৎসব শ্রীশ্রী বাবাজী মহারাজজীর পুণ্য উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় অসংখ্য লোকের উপস্থিতি উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।
- এই বৎসর ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হতে ৭ তারিখ পর্য্যন্ত ভড়া গ্রামে বাবাজীমহারাজজীর বিশেষ পাবন সমুপস্থিতিতে ভাগবতভূষণ শ্রীনবব্রত ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সপ্তাহব্যাপী ভাগবতী কথা ও এককুণ্ডীয় শ্রীগোপালযজ্ঞ আদি বিবিধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ঐ সময় সহস্রাধিক লোকের উপস্থিতি উৎসবকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।
- এই বৎসর ২০১৪ সালের জুলাই মাসে আমাদের বাবাজী মহারাজ অনন্তশ্রীবিভূষিত স্বামী রাসবিহারীদাসজী কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর সমুপস্থিতিতে ভক্ত মহানগরী শিলচরে মহারাজজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ শংকর সেনের অর্থব্যয়ে শিলচরস্থ **"রাজীবভবনে"** বিবিধ আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ০৫/০৭/২০১৪ তারিখ হইতে ১২/০৭/২০১৪ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপূর্ণিমা মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মহোৎসবে শ্রীমদ্‌ভাগবত-সপ্তাহ ও শ্রীগোপালযজ্ঞাদি সপ্তাহব্যাপী হইবে। ঐ দিব্য দিনগুলিতে আপনাদের উপস্থিতি সর্বতোভাবে কামনা করি। আপনারা আসিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।
- এই বৎসর ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের বাবাজী মহারাজ অনন্তশ্রীবিভূষিত স্বামী রাসবিহারীদাস

কাঠিয়াবাবাজী মহারাজজীর সমুপস্থিতিতে ভক্ত মহানগরী করিমগঞ্জে, শ্রীকাঠিয়াবাবা চেরিটেবল ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক অর্থব্যয়ে করিমগঞ্জ কলেজের পেছনে সুবিশাল মাঠে বিবিধ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ৬/১২/১৪ তারিখ হইতে ১৩/১২/১৪ তারিখ পর্য্যন্ত বাবাজীর আবির্ভাব মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মহোৎসবে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ, শ্রীগোপাল মহাযজ্ঞাদি সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। ঐ দিব্য দিনগুলিতে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। আপনারা উপস্থিত থাকিয়া উৎসব কে সাফল্যমণ্ডিত করুন, এই প্রার্থনা।

- শিলিগুড়িতে নববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হেতু মুলমন্দির ও নাটমন্দিরের নির্মাণকার্য্য ধীরে ধীরে চলিতেছে। দক্ষিণেশ্বরেই প্রস্তাবিত কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রমের নির্মাণ বিষয়ক কাজ ও অন্যান্য প্রচার-প্রসারমূলক কাজ ধীরে ধীরে চলিতেছে।
- যাহারা শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থিত কাঠিয়াবাবা কা স্থানে মহারাজজীর নিকট পত্র দিয়া অথবা অর্থ পাঠাইয়া প্রাপ্তি সংবাদ হেতু অপেক্ষা করেন, তাহারা পত্রে বা মানি-অর্ডার কুপনে **ফোন নম্বরটি অবশ্যই লিখিবেন-কৃপাপূর্ব্বক**। আপনাদের এইরূপ সহযোগিতায় আমরা ধন্য হইব।
- যাহারা শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান, শ্রীধামবৃন্দাবন থেকে সেবাপূজা বা উৎসবাদি বিষয়ক একাধিক পত্র পান বা কোন পত্র পান না, দয়া করে সম্পূর্ণ ঠিকানা (পিন কোড ও ফোন নম্বর সহ) লিখে পত্র মাধ্যমে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- পুরী, অশোকনগর, শিলিগুড়ি ও মানিকবাজার আশ্রমে শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাষ্টের মাধ্যমে নিঃশুল্ক এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- এই স্থলে সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমাদের নির্মাণাধীন কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রমটি দক্ষিণেশ্বর মৌজার মধ্যেই পড়েছে। এই আশ্রমের পেছন দিক হইতেই আড়িয়াদহর সীমা আরম্ভ হয়। তাই আমাদের আশ্রমটি দক্ষিণেশ্বরের সীমাতেই পড়েছে। কিন্তু আড়িয়াদহ সীমায় নয়। তাই আশ্রমের ঠিকানা হইবে ঃ-

  স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সাধনাশ্রম
  ১১ নং ইউ. এন. মুখার্জী রোড,
  পোঃ - দক্ষিণেশ্বর
  কলিকাতা - ৭০০ ০৭৬

  আমরা ভুলবশতঃ আড়িয়াদহ আশ্রম বলি, আড়িয়াদহ'র স্থানে দক্ষিণেশ্বর স্থিত আশ্রম বলিতে হইবে।

- শ্রী কাঠিয়া বাবা কা স্থান, শ্রীধাম বৃন্দাবনের ত্রৈভাষিক (বাংলা - হিন্দি - ইংরাজী) মুখপত্র "শ্রীনিম্বার্ক জ্যোতি" র গ্রাহক হবার জন্য বৃন্দাবনের ঠিকানায় পত্র মাধ্যমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যোগাযোগের ফোন নম্বর ঃ ০৫৬৫-২৪৪২ ৭৭০।
- যে সকল ভক্তজন আশ্রমের সাধুসেবার জন্য অর্থাদি সাহায্য পাঠাতে চান, তারা নিম্নলিখিত A/C - এ টাকা পাঠাতে পারেন।

  Thakurjee Sri Sri Vrindaban Beharijee
  A/C. No. : 10684298672.
  SBI, Vrindavan
  Branch Code : 2502, IFSC – SBIN0002502

- হরিদ্বার, লাম্‌ডিং, তিনসুকিয়া, কৈলাশহর ইত্যাদি আশ্রমগুলিতে সেবা-পূজাদি কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলছে।

নিবেদক
শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট
শ্রীধামবৃন্দাবন।

শ্রীকাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট, শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান শ্রীধাম বৃন্দাবন কর্ত্তৃক্ পরিচালিত আশ্রমসমূহের ঠিকানা ও দূরভাষ নম্বর

প্রধান আশ্রম ও প্রচারকেন্দ্র

শ্রীকাঠিয়াবাবা কা স্থান

গুরুকুল মার্গ, শ্রীধামবৃন্দাবন, মথুরা, উঃ প্রদেশ
ফোন ঃ ০৫৬৫ ২৪৪২৭৭০

শাখা আশ্রম ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ

- **শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  বালিয়াপাণ্ডা, সিপাসুরবালি, পুরী, উড়িষ্যা,
  পিন নং - ৭৫২০০১
  দূরভাষ :(০৬৭৫২) ২৩০-২৪৪, ০৯৯৩৭৩৭১১০৩
- **শ্রীনিম্বার্ক স্মৃতি সংগ্রহালয়**
  গোপালধাম, ৪৬/৩৯, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড,
  কলকাতা-৭০০০১৪, ফোন : ৯৩৩১৯৪১৬৫৫
- **শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  দৌলতপুর, পোষ্ট : সেনডাঙ্গা, অশোকনগর,
  উত্তর ২৪ পরগণা, পিন নং - ৭৪৩২৭২
  দূরভাষ : ৯৭৩৩৬৫৮৬৪১
- **শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  দেবপুরা, হরিদ্বার, উত্তরাঞ্চল, পিন নং - ২৪৯৪০১
  দূরভাষ : ০১৩৩৪-২২৬৭৩০
- **শ্রীনিম্বার্ক সাধন সেবাশ্রম**
  পোষ্ট - লামডিং, গ্রাম - মুরাবস্তী,
  জিলা - নবগাঁ, আসাম
- **শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম**
  বাধারঘাট (ও. এন. জি. সি.-র নিকট),
  আগরতলা, ত্রিপুরা, পিন নং - ৭৯৯০১৪
  দূরভাষ : ৯৪৩৬১২৪৬১৫
- **শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  মানিক বাজার, বাঁকুড়া, পিন নং - ৭২২ ২০৭
  দূরভাষ : ৯৪৩৪১৮৫৫৫৪
- **শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম (নির্মানাধীন)**
  ১১, উপেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড, পোঃ - দক্ষিণেশ্বর,
  কলকাতা - ৭০০ ০৭৬, দূরভাষ : ৯৮৭৪৪৫২৬৫৮
- **শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা সেবাশ্রম**
  রুক্মিনী মন্দিরের বিপরীতে, দ্বারকা, গুজরাট
  দূরভাষ : ০৯৪০১৩৫২১২১
- **শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  পাণ্ডু টেম্পল রোড, পাণ্ডু, গৌহাটি, আসাম
  পিন নং - ৭০১০১২, দূরভাষ : ০৯৪৩৫০-৪২৯১২
- **শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম**
  অশ্বিনী দত্ত রোড, নিউ কলোনী,
  তিনসুকিয়া, আসাম, পিন নং - ৭৮৬১২৫,
  দূরভাষ : ৯৪৩৫১৩৪৯৫১ / ৯১-৯৪৩৫০৩৭৮৫৬
- **শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা সেবাশ্রম (নির্মানাধীন)**
  ঘোঘোমালী বাজার, পাইপ লাইন, শিলিগুড়ি
  পিন নং - ৭৩৪০০৬, দূরভাষ : ৯৪৩৪০০৯১৯১
- **শ্রীশ্রীনিম্বার্ক সেবাশ্রম**
  কাচের ঘাট, কৈলাশহর, ত্রিপুরা (উঃ)
  দূরভাষ : ৯৮৫৬০২৯৬৬১
- **শ্রীশ্রীনিম্বার্ক তপোবন**
  লালবাঁধ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, দূরভাষ : ৯৮৫৬০২৯৬৬১

Wednesday, October 12, 2016
3:10 PM

Radhe Krishna Radhe Krishna Krishna Krishna Radhe Radhe

SRI NIMBARKAJYOTI

Nimbarkajyotirasmakam Chetasastimirapaham |
Jyotishadyotoyan Lokam Jayatat Bhubi Sarbada | |

Radhe Shyam Radhe Shyam Shyam Shyam Radhe Radhe

RULES

- The world-wide circulation of the philosophical thoughts of *Sudarshana Avatara* (the human incarnation of the divine Sudarshan Chakra) Sri Nimbarkacharya. His school of Dualism-Non-dualism (*Dwaitadwita Sidhanta*), the austere ascetic practices of the Nimbarka cult and immortal messages from Acharyas and elevation of auspicious banner of Nimbarka Movement is the principal goal of the magazine. To reveal the imperceptible harmony of various philosophical schools according to Adyacharya Sri Nimbarka and to attach everyone with the Nimbarka Movement and thus to uplift the human life to a divine one is the motivation of this pious effort. In spite of being the bulletin of Nimbarka Cult any article, without regarding the cults based on the discussion of self-realization, salvation, scriptures and spiritual awakening is published in this magazine. The articles should be non-controversial.
- The life time membership subscription is Rs. 1200 (Rupees One Thousand Two Hundred only) for India and US $100 for abroad. No option is available for any yearly or monthly subscription. The subscription can be made from any month of the year.
- The articles should be brief, unbiased, clearly written on one side of the page and should be submitted within Feb. 2015 for the no xerox copy will be entertained next issue.
- The editing, complete or partial removal of any portion of the article is completely up to the decision of the Editor. The non-nominated article should not be returned.
- Any information regarding the periodical please contact The Editor, Sri Nimbarka Jyoti, Sri Nimbarka Jyoti Karyalaya, Sri Gopal Dham, 46/39, S.N. Banerjee Road, Kolkata-14, Pin : 700014, Phone : 9331941655 or 9831338884, e-mail : srinimbarka.jyoti@gmail.com

Date of Publication : 12-07-2014 (Gurupurnima)

INDEX

Sri Sri Guru Parampara		58
Editorial		59
Ruminations of the Great Seers of Sri Nimbarka Sampradaya....	Kinkar	61
Life Sketch of Sri 108 Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj		64
Life Sketch of Sri 108 Swami Dhananjay Das Kathia Babaji Maharaj		66
Na Guror Adhikam	Smt. Jaya Chatterjee	68
Translation of a Shloka from Ishavasya Upanishad	Smt. Nandarani Choudhury	70
Gopi Cheer Haran Lila	Smt. Bishalakshmi Paul Chowdhury	72
Science and Spirituality	Sri Manash Deep Dey	77
Quest for God	Dr. Santosh Dev	81
A Spiritual Journey to Sri Jagannath Dham	Sri Shiladitya Barik	83
Narayan... Narayan	Sri Subhadeep Kar	87
Ekadashi Bhog Recipes	Sri Dwaipayan Datta	90
Ashram Sambad		92
Ashrams of Sri Kathiababa Charitable Trust		96

SRI SRI GURU PARAMPARA

1. His Holiness Sri Hansa Bhagwan
2. ,, Sri Sanakadi Bhagwan
3. ,, Sri Narad Bhagwan
4. ,, Sri Nimbarka Bhagwan
5. ,, Sri Srinibasacharya Maharaj
6. ,, Sri Biswacharyaji Maharaj
7. ,, Sri Purusottamacharyaji Maharaj
8. ,, Sri Bilasacharyaji Maharaj
9. ,, Sri Swarupacharyaji Maharaj
10. ,, Sri Madhavacharyaji Maharaj
11. ,, Sri Balabhadracharyaji Maharaj
12. ,, Sri Padmacharyaji Maharaj
13. ,, Sri Shyamacharyaji Maharaj
14. ,, Sri Gopalacharyaji Maharaj
15. ,, Sri Kripacharyaji Maharaj
16. ,, Sri Devacharyaji Maharaj
17. ,, Sri Sundar Bhattacharyaji Maharaj
18. ,, Sri Padmanava Bhattacharyaji Maharaj
19. ,, Sri Upendra Bhattancharyaji Maharaj
20. ,, Sri Ramchandra Bhattacharyaji Maharaj
21. ,, Sri Baman Bhattacharyaji Maharaj
22. ,, Sri Krishna Bhattacharyaji Maharaj
23. ,, Sri Padmakar Bhattacharyaji Maharaj
24. ,, Sri Sravan Bhattacharyaji Maharaj
25. ,, Sri Bhuri Bhattacharyaji Maharaj
26. ,, Sri Madhav Bhattacharyaji Maharaj
27. ,, Sri Shyam Bhattacharyaji Maharaj
28. ,, Sri Gopal Bhattacharyaji Maharaj
29. ,, Sri Balabhadra Bhattacharyaji Maharaj
30. ,, Sri Gopinath Bhattacharyaji Maharaj
31. ,, Sri Keshab Bhattacharyaji Maharaj
32. ,, Sri Gangal Bhattacharyaji Maharaj
33. ,, Sri Keshav Kashmiri Bhattacharyaji Maharaj
34. ,, Sri Shri Bhattacharyaji Maharaj
35. ,, Sri Harivyas Devacharyaji Maharaj
36. ,, Sri Swabhuram Devacharyaji Maharaj
37. ,, Sri Karnahar Devacharyaji Maharaj
38. ,, Sri Paramananda Devacharyaji Maharaj
39. ,, Sri Chatur Chintamani Devacharyaji (Nagaji) Maharaj
40. ,, Sri Mohan Devacharyaji Maharaj
41. ,, Sri Jagannath Devacharyaji Maharaj
42. ,, Sri Makhan Devacharyaji Maharaj
43. ,, Sri Hari Devacharyaji Maharaj
44. ,, Sri Mathura Devacharyaji Maharaj
45. ,, Sri Shyamal Dasji Maharaj
46. ,, Sri Hansa Dasji Maharaj
47. ,, Sri Hira Dasji Maharaj
48. ,, Sri Mohan Dasji Maharaj
49. ,, Sri Nena Dasji Majaraj
50. ,, Sri Indra Dasji Kathia Baba Maharaj
51. ,, Sri Bajrang Dasji Kathia Baba Maharaj
52. ,, Sri Gopal Dasji Kathia Baba Maharaj
53. ,, Sri Dev Dasji Kathia Baba Maharaj
54. ,, Sri Ram Dasji Kathia Baba Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)
55. ,, Sri Santa Dasji Kathia Baba Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)
56. ,, Sri Dhananjoy Dasji Kathia Baba Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)
57. ,, Sri Rash Behari Dasji Kathia Babaji Maharaj Vrajavidehi (Vaishnav Chatuh Sampradaya Sri Mahanta)

From the Editor's Desk.......

As followers of Sri Nimbarka Sampradaya we have inherited a spiritual legacy that is approximately six thousand years old. In spite of being one of the most ancient Vaishnava cults, Sri Nimbarka Sampradaya is one of the least known. This is because the early preceptors of the Sampradaya were engrossed in spiritual pursuits in the inaccessible and primitive terrains of the Himalaya and had negligible interaction with the people around. For long the Sampradaya, its thoughts and ideologies remained confined within a limited section of people. It has been our cherished desire to share the spiritual philosophy of the Nimbarka Sampradaya with a larger crowd so that more people may be introduced to its rich heritage. With this intent, Sri Kathia Baba Charitable Trust brings out its annual tri-lingual magazine ***Sri Nimbarka Jyoti***.

Among the Vaishnava Sects, Sri Nimbarka Sampradaya is considered to be the most antiquated. The grandeur of the Nimbarka legacy has been enhanced by the seers who have adorned the seat of the Acharya of the Sampradaya over the centuries. Sri Hamsa Bhagawan was the first Acharya of the Sampradaya. Though the Sampradaya is popularly known as the Nimbarka Sampradaya, its original patriarch is undisputedly Sri Hamsa Bhagawan. Srimad Bhagavatam informs us that the descent of Sri Hamsa Bhagawan was occasioned by a prayer submitted by Lord Brahma. Lord Brahma , having failed to answer a query of his four sons (Sanaka, Sanandan, Sanatan and Sanat Kumar) regarding the deliverance of the human soul from the cycle of birth and death, invoked the Lord who then assumed the form of a Swan and imparted 'Brahmagyan' to the Sanakadli Quaternity. From him began the illustrious lineage of the Sampradaya. Sri Hamsa Bhagawan was an incarnation of the Lord Himself, the fact is amply borne out by texts, like "Sri Vishnu Namastak Stotra which says that Hamsa is a special name accorded to the Supreme Lord and "Medini Kosha" where it is mentioned that the name Hamsa refers to both Lord Vishnu and the *Paramatma*. The Mahabharata also tells us that before his death, Bhishma had prayed to the Lord referring to him as Hamsam... "Suching Suchipadang Hamsam..." Thus, it becomes evident that the Lord Himself, in the guise of Hamsa or Swan laid the foundation of the Nimbarka Sampradaya.

The Sanakadi Quaternity (Sri Sanak, Sri Sanandan, Sri Sanatan and Sri Sanat Kumar - the sons of Lord Brahma born out of spiritual cerebration) were the first Acharyas of the Nimbarka Sampradaya. They were endowed with Brahmavidya by Hamsa Bhagawan (a manifestation of the Supreme Lord). The sect was, for long, known as the Sanak or Kumara Sampraday and the Hamsa Sampraday after its original mentors. Following the ascension of Sri Nimbarkacharya as the fourth Acharya, the sect gained popularity as Nimbarka Sampradaya. Sri Nimbarka Bhagawan is regarded as an incarnation of the Sudarshan Chakra (the most virile weapon of Lord Krishna), who was ordained by the Lord himself to descend on earth in the garb of an Acharya and relieve the agony of the mortals of Kaliyuga. The fifty-seven (57) apostles who have, over the ages, adorned the seat of the Acharya of the Nimbarka Sampradaya are all impersonations of unparallel virtue and piety. The induction of great sages into the coveted Acharya lineage (parampara) of the Nimbarka Sampradaya has taken place in accordance with Divine will. It is an indubitable truth that only the

'chosen' soul is admitted into the seat of the Acharaya to execute the divine mission of the Sampradaya.

The Nimbarka Sampradaya, was the first proponent of the worship of Jugal Sarkar (The Magestic Duo) i.e. Lord Krishna and his abiding consort Srimati Radharani. Lord Krishna and Radharani are different manifestations of one and the same divine essence. Lord Krishna is the personification of God Himself and Radharani is his joyful and endearing attribute. The representation of the same spirit in different physical forms is but a divine ploy to enchant the mortals.

According to the Nimbarka Sampradaya, the highest aspiration of a mortal is to seek spiritual union with the 'Paramatma' or the Supreme Soul. The unwavering quest for salvation has been claimed as the ultimate longing of the Vaishnava. Central to the Nimbarka philosophical thought is the concept of "Dvaita-Advaita'. The Nimbarka philosophy firmly roots itself in the belief that while Brahma (Ishwara/God) reigns supreme and is essentially demarcated from the Jiva (individual soul), yet Jiva is but a manifestation of Brahma Himself. In other words, Jiva is a reflection of the Infinite Consciousness that is Brahma, even though the equation between the former and the latter shall eternally remain like that of the master and the slave... the worshipped and the worshipper.

The Nimbarka school of thought represents an inventory that has been enriched by the spiritual ruminations of its Acharyas and remains as a chronicle of profound philosophical contemplations for times to come. ***Sri Nimbarka Jyoti*** is a humble effort to communicate the ideals of Sri Nimbarka Sampradaya to all readers. The philosophy of the Sampradaya has always attempted to awaken the spirituality lying dormant in human beings and to condition their consciousness into realizing the temporality of the materialistic world. The teachings of the Sampradaya aim at ripping apart the illusions created by mundane engagements and guiding the human soul towards its permanent destination that is *moksha* or salvation.

As we bring out the eighth edition of ***Sri Nimbarka Jyoti***, we submit a humble prayer unto the lotus feet of our revered Gurudev to lend strength to our intent and endeavor so that we continue to persevere in our effort to propagate the philosophy of the Nimbarka Sampradaya. May his blessings help us to tide over every difficulty as we attempt, year after year, to transmit the knowledge preserved by the Sampradaya among all spiritual seekers.

Jay Gurudev..........

Sri Narahari Das Shastri
Editor

User_1:\I\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014\Nimbarka Jyoti_2014_English.p65 # 61

Ruminations of the Great Seers of Sri Nimbarka Sampradaya....

Kinkar

Sri Sri 108 Swami Ramdas Kathia Babaji Maharaji

It is indeed fortuitous to receive the mercy of a Sad-Guru ...it is the result of the virtues earned by one in previous births. A Sad – Guru brings about detachment in his disciples and directs them to the well-spring of divine inspiration embedded deep in their souls. Once a Sad-Guru rests his hand on his disciple's head, in other words when the Guru showers his mercy on a disciple... he, that is the Guru assumes responsibility towards guiding the disciple along the path of righteousness in the mortal world and taking him towards his *moksha*, that is ultimate liberation from the agonizing bondage to the cycle of life and death. It is the Guru's responsibility to ensure that his disciples are relieved of all worldly illusions and entanglements....for only such disengagement from mundane affairs can lead one towards realization of the Ultimate Truth (Brahma Gyan).

No intent, desire or aspiration of the disciple remains hidden from the Guru. Therefore, the disciple should bare his true self before the Guru and ardently beg for his grace. Those desirous of experiencing a Sad-Guru's grace should render sincere and relentless service unto the lotus feet of the Guru. The mind of the disciple should not view the Guru and God as separate entities, rather should see the reflection of God in his Guru. The soul of the disciple gets cleared of all *avidya* or ignorance through performance of ardent service towards the Guru, such a cleansed soul is then able to perform spiritual penance with resolute dedication. All mortals should aspire towards achieving a Sad-Guru's mercy....because it is the Guru who is capable of igniting the light of knowledge within and thereby dispelling all ignorance.

One should not be disregardful of sages. Serving the sages with pure devotion is equivalent to serving God Himself. Even if one is unable to perform spiritual penances, on may still achieve great spiritual heights by offering humble and dedicated service to sages. Great sages do not reveal the depth of their spirituality and often bewilder the people by their commonplace behavior. One, however, should not be swept away by the external disposition of sages, for one may never know what lies within. One should always display reverence in the presence of sages.

Sri Sri 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharaji

The mind should not dwell upon material achievements. One should spend liberally towards good cause. Money should be expended towards serving the poor and needy, this cleanses the soul of the donor. This does not imply that one should not save money at all, rather the point mooted here is that when one is able to spend money on others one unconsciously inculcates

detachment towards material aspects of life. Benevolent individuals are loved and respected by all. Even those with small income, should spend a part of their earning on others. One should not restrain from charity if one is not able to earn much, rather making donations to the needy brings great blessings which may result in one's prosperity.

However, the human mind should be forever conscious of the fact that this world is a vast playground....in which each of us plays out our role. All sorrow, joy, abundance or deprivations are temporal and external to the soul. One should consciously endeavor to rise above these aspects of life. The triumph and travails of the material world do not disturb the wise for they are aware of the fact the victories, failures, gains and losses of the temporal world are short lived. All mortals have to suffer grief in the course of their lives... one however, has to maintain equanimity towards the vagaries of life.

Equanimity of mind is achieved after one acquires knowledge from a Sad-Guru and ruminates upon that knowledge as the Eternal Truth. All knowledge imparted by the material world causes disillusionment and traps the mind in the web of counter-productive thoughts. Those seeking liberation from the relentless quest for material accomplishments must divert the mind towards God and his unfailing mercy. Irrespective of what circumstances prevail over one's life... one should always be regardful of God's mercy which is constantly showered on all. One only has to open one's consciousness to realize the bounty of God.

Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaji

When one is confused about the path one should undertake to spiritually progress in life, one should ardently pray to God. God resides in the sacred alcoves of one's heart and listens to the prayers that are rendered from the depths of one's soul. He responds to the fervent prayers directed at Him. God is kindly disposed towards all mortals and answers all sincere prayers. He assumes the form of a Sad-Guru to guide the bewildered souls through the path of righteousness.

The mind of mortals is afflicted with restlessness...however, one should strive to restrain the mind. This can be achieved when one's reliance on the Guru and God is steadfast. Resolute faith in God instills courage in one to face the tribulations of life. One should always try to keep the mind free from all worries...one should reconcile oneself to one's fate and accept one's situation in life as Divine Will. This will ease out all restlessness and negativity from the mind.

When the mind inclines towards material objects it brings unto itself great misery. It is desirable that one should gradually detach oneself from worldly aspirations. As one's worldly attachment reduces... one's grief also gets reduced. All love should be directed towards God; one should feel the presence of God within oneself. Abiding peace is derived from the realization that God is situated within us and that we are inseparable from Him.

When the miseries of the world strike, one should not get bogged down. Rather, one should be conscious of the fact that God deliberately heaps miseries on us to bring about our detachment towards worldly engagements. The material world is only a snare, the Sad-Guru guides the disciples so that they do not get ensnared in the trap laid out by the materialistic world.

One should meditate upon the fact that the all powerful, all encompassing Divine

Spirit is always present with us. His benevolence is always showered on us and he is forever regardful of our welfare. The mind should focus itself on the Absolute power and draw Sustenance from the same. Like a courageous soul one should face life knowing that in our joys and sorrows, in our victories and our defeats, in our prosperity as well as in our poverty... God is reflects His mercy on us. His is always present with us...from the womb to the tomb.

Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaji

God can be realized through pure love and devotion. The gopis of Vrindavan did not achieve the companionship of God through meditation or spiritual penance. It is through their untainted love for the Lord, that the gopis achieved Divine Grace. The Lord Himself declared that...

patram pushpam phalam toyam
yo me bhaktya prayacchati
tad aham bhakty-upahritam
asnami prayatatmanah

The shloka signifies that the Lord is pleased with simple offerings of flower, leaves, fruits and water provided it is offered with pure devotion. God is not swayed off by extravagancies... all that He desires is service rendered with utmost devotion. One cannot impress God with money or with riches. To attain His grace, one must offer one's humble and earnest service unto His lotus feet. *Samarpan* or complete surrender of the self is the only way to please God. One should relinquish all attachments and surrender oneself to God to experience His infinite mercy. God takes upon Himself the responsibility of a devotee who has been able to surrender himself completely to Divine Will. As an exemplar of total surrender of the self one may recall the life of Bhakta Garibdas. Bhakta Garibdas had set himself on fire in order to provide warmth to the idol he worshipped as God on a cold wintry night. Complete surrender is achieved when one is able to sacrifice one's wealth and riches, body, mind and life in service of God. Through complete self surrender, a devotee experiences communion with God.

Bhakti-yoga recommends that a devotee follow the following nine principles (Navadha Bhakti) - ***sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam***. By glorifying the Lord constantly, the living entity becomes purified in the core of his heart, and thus can understand that he does not belong to the material world but is a spiritual soul whose goal is to acquire Brahmavidya so as to relieve himself from the clutches of the material world.

To experience abiding joy in the material world one must chant the name of god with devotion, acquire scriptural knowledge, seek the company of sages and ascetics and abide by the path delineated by his Gurudev.

◆ ॐ ◆

Divya Vani

- Total surrender is the surest way to success.

– Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj

Life Sketch of Sri 108 Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj

From the last print...............

From 1918 to 1920 all the blessings of Babaji Maharaj on Tara Kishore began to materialize themselves in his life. As a matter of fact it was during this period that he was able to get glimpses of the Lord through deep meditation. Not only this; during this period his appearance and behaviour also changed so distinctly that people everywhere began to regard him as the living shadow of Babaji Maharaj. They, therefore, were enthusiastic about listening to his wonderful discourses on religious and other scriptural matters. His brilliant appearance, thrilling voice and above all his captivating style of elocution used to radiate a new type of serene peace and joy in the mind of all his hearers everywhere.

About this time another significant event happened in Vrindaban, as if to materialize the prophecy of Babaji Maharaj about Tara Kishore's induction to the post of Sri Mahanta. The event was like this:

In the year 1919, just two or three days before the "Jhulan Purnima" (Swinging of the Divine Pair on the full moon night), the then Mahanta of the Nimbarka Sampradaya, Sri Sri Vishnu Dasji Maharaj, expressed his desire to relinquish his assignment and proposed the name of Tara Kishore in his place. The Proposal made Tara Kishore a little hesitant at first because he had not till then taken Sannayash (religious mendicancy) in formal way. He, therefore, suggested holding of a meeting in this regard on the day following the Jhulan Purnima with all the Sadhus then present in Vrindaban. He also wished that Vishnu Dasji should be requested to carry on his present assignment at least for one year more. But that very night a miracle happened. In order to remove the hesitancy of Tara Kishore, Babaji Maharaj appreared before his favourite disciple and said, "Whatever you'll do, don't think that you have been doing it yourself. Know it that the responsibility of all your works always lies with me". With a smiling look at Tara Kishore he then hurriedly left the place.

This was not all. Some more miracles were yet to occur. On the next day, while deliberations were going on regarding the selection of a new Mahanta, all on a sudden a sage, hitherto unseen in Vrindaban, rose up and pointing at Tara Kishore said, "This person has a beautiful and attractive appearance. He would be best choice for Mahantaship." How strange! the proposal was appreciated and supported by the entire sadhu Jamat. With their approval, Tara Kishore was then formally initiated to "Sannayash" by the same sage who had earlier proposed his name for Mahantaship. He next gave Tara Kishore the new name "Sri Santa Das Kathia Baba". (Hereafter referred to as Babaji Maharaj). At this hour of glory and honour, with tears of gratitude, Tara Kishore remembered the uttering of Babaji Maharaj "Mahantai vi milega, Vagabad darshan vi Tumka Milega" [You'll get the Mahantaship, you'll also be able to gain a vision of the Lord].

Here it may also be added that after his getting the Mahantaship, in the Nasik Kumbha Mela, in 1920, Babaji Maharaj initiated a local poor woman, named Suchitra Dasi as his first household disciple.

"The wise who possess knowledge, renounce the fruits of their actions. They are, as such, free from the fetters of birth-they, therefore, go to the abode of the Eternal Liberator. The Vagabad Gita, Ch-II, SL.-51

In the Nasik Kumbha Mela (1920), Babaji Maharaj was enthroned as the Mahanta of the Vaishnava Chatuh Sampradaya (i.e., Nimbarka, Sri, Vishuswami and Madhva), and in that capacity he conducted the Nasik Kumbha Mela very efficiently. In fact, it was from this time that the number of his disciples also began to increase all over the country. In Nasik Kumbha Mela, he consecrated a sage (from East Bengal) as his disciple and gave him a new name (Ananta Dasji). Actually it was from 1920 onwards that the condition of the Ashram in Vrindaban also began to improve in all spheres of its activity (qualitatively and quantitatively). So his earlier decision to defray the expenditure of the Ashram by mendicancy was not at all required. It seemed that Sri Sri Thakurji did not like to see his own ambassador begging for him at his own land of amorous sports. As a matter of fact, it was from this time that the number of visitors and other sundry people to the Ashram began to swell day by day. Actually the regular humming of the crowd and the sonorous sounds of the hymns of the sages and devotees, fragrance of various flower garlands and "dhups" etc, gave the Ashram a new shape with everlasting joy and peace.

To Babaji Maharaj, Pilgrimage was a part of his religious life. He sincerely believed that in Trithas (sacred places), along with the souls of the pious sages and monks of the past, the Lord and other Deities also like to roam about there frequently in their aerial forms. He, therefore very often used to advise his disciples to visit sacred places whenever possible for them. Babaji Maharaj himself was a widely travelled sage. In between 1920 and 1924, he visited almost all the famous "Tirthas" of the country. In 1920 he visited the Gangotri, Yamunetri, Kedarnath and Badrinath etc. Though those places were then under the grip of severe cold wave because of heavy snowfall, still Babaji Maharaj visited all those places bare-footed. Generally he was not very much fastidious about observing customary formalities during tour programmes, yet he liked to walk in those sacred places bare-footed for "Loka-Siksha" (lesson to the mass). At the end of the first pilgrimage, Babaji Maharaj came back to Vrindaban with all his companions some time in the month of Ashvin, 1920 to celebrate the death anniversary of his Guruji. The function being over, in the middle of "Magh" of the same year, he again went out for the second pilgrimage with Ananta Dasji, Tilak Dasji and several others.

According to the narrations of Ananta Dasji, this time Babaji Maharaj, with all his companions, first went to Bharatpur and visited the Saylani Kundo where his Guruji had been able to attain the Divine Grace for the first time in his life. Thereafter they visited many other "Tirthas" like Dwarka, Pravash, Rameshvar, Puri, Pashupatinath (Nepal), Jwalamukh, Raolsar and Narayan Saravor etc. During this period of pilgrimage from 1920 to 1922 various miraculous incidents took place in the life of Babaji Maharaj. It was also during this period that he had the fortune of getting the shadowy glimpses of Sri Sri Thakurji on different occasions. During this tour, the most outstanding qualities of the character of Babaji Maharaj that could easily draw the attention of all the members of the pilgrimage party were his high power of endurance, mental equilibrium, wonderful sense of impartiality and above all his exemplary leadership. By this time Babaji Maharaj had become a pleasing name with the people of the country, particularly of the eastern and northern parts. His godly appearance, wonderful oratory, his transformation from worldly life to that of a saint's life etc, soon made him universally acceptable to all as a religious teacher and a guide.

to be continued ....

Life Sketch of Sri 108 Swami Dhananjay Das Kathia Babaji Maharaj

From the last print...............

From the writings of Srimat Swami Sureshwardasji and Babaji Maharaj's own diary, we come to know that the desire for knowing the unknown (Charaibeti) was very much strong in the mind of Babaji Maharaj all along his life and as such on Nov 24, 1940, he again set out from Vrindaban for extensive tour to both the Northern and Southern parts of India. In all the "Tirthas" (Sacred Places) wherever he had gone, Babaji Maharaj observed the customary rituals earnestly and devotedly. If he could find any one of his companions lacking in this regard, he would at once reprimand him for the fault. After a long pilgrimage of about three months, by the end of Feb, 1941, Babaji Maharaj came back to Vrindaban with all his companions. But the bee in his bonnet did not allow him to remain settled in any place for a long period. Therefore, taking rest only for three months in Vrindaban Ashram, he again went out for second pilgrimage with six companions. This time, Babaji Maharaj first visited Jamunetri, Gangotri and Goumukhi. The heavenly beauty and tranquility of the places charmed the pilgrims beyond measure. In the language of Babaji Maharaj himself "The place is worthy of being the abode of "Hara-Parvati". The air around Goumukhi is too light to breathe. It is very difficult for a common man to reach there alive "But by the grace of God Almighty, Babaji Maharaj was able to scale it with the help of a local Sadhu (who acted as their Guide). He later on told it to his disciples that had that local guide not insisted on their return from Gomukhi, he would have moved to higher altitude with out any anxiety for life and death. Life or death, were equal to him. After visiting Goumukhi and some other sacred places, Babaji Maharaj and his companions returned back to Vrindaban Ashram.

Here it is worth of mention that by this extensive pilgrimage Babaji Maharaj was able to understand anew the significance of the advice of his own Guruji for the propagation of the ideals and philosophy of the Nimbarka school among the vast number of people of the country who are still passing their days without food, cloth, shelter and literacy. The real picture of the country ultimately inspired him to take unto himself the task of Sanskritising our stagnant society through writing of books on the aims and objectives of the Nimbarka Sampradaya and also through religious campaigns for mass motivation in this regard.

Human life on earth is always subject to the cyclic rotation of joy and sorrow. Either a sage or an ordinary man-none is free from this cycle. In the life of Babaji Maharaj also it occurred through the following circumstances.

Before his death, Sri Sri Ramdas Kathia Babaji Maharaj had executed a bond on Oct. 3, 1905 in regard to the election of the next Mahanta after his death. In that bond he very clearly referred the name of his disciple Sri Sri Santadasji Maharaj as his successor. In the bond there had been no provision for the formation of any committee in this regard. Accordingly, on the basis of that deed of gift, after the death of Kathia Baba, Sri Sri Santadasji became the Mahanta of Vrindaban Ashram. Subsequently, on May 19, 1915, Sri Sri Santadasji organized a meeting in the Ashram with all the available

disciples of Kathia Baba in Vrindaban. The agenda of the meeting was to discuss and suggest ways and means for smooth and efficient management of the Ashram. In the meeting a resolution was adopted to form an Executive Committee with five members for the smooth management of the Ashram. On the basis of resolution No 6 of that meeting on 3rd Nov, 1916, a Trust Deed was also executed in favour of Sri Sri Santadasji. Later on it was duly registered under Society Registration Act. Under the provisions of the deed, all movable and immovable properties of the New and old Ashrams in Vrindaban came under the control of Sri Sri Santadasji. The important feature of the deed was that it also authorized him to nominate his successor who would run the management of the Ashram after his death.

Now after a long gap of 26 years, the Executive Committee was reconstituted in 1941 under the secretary-ship of Rasikdasji (a disciple of Sri Sri Santadasji, formerly known as Ramesh Chandra Chakravarty, Director of M/s Chakravarty Chatterjee and Co, Book Sellers, Kolkata). Here it has to be added that till 1948, the Ashram authority acted and functioned like a peaceful joint family. But it was from 1950 that clouds of discontent began to grow against the successor of Sri Sri Santadasji i.e., our Babaji Maharaj Dhananjaydasji, for his austerities and strictness in the expenditure of the Ashram, particularly in the matters of the standard of fooding. This discontentment began to come to the surface from 1948 due to the indulgence given to the opposition group by Rasikdasji. The main point of their grudge against Babaji Maharaj was that when money was there in the Ashram fund, why should they lead a beggar's life in the Ashram. The shadow fighting soon took such an ugly shape that some sycophants of Rasikdasji began to insist on the resignation of Babaji Maharaj. Being disgusted with the go of things in the Ashram, he then submitted his resignation to the committee. But some good Samaritan members of the committee vehemently opposed the idea and as such the trick of Rasikdasji's Party soon frizzled out. They then made another attempt to oust Babaji Maharaj from the Ashram by organizing a plebiscite in this regard. The result of the plebiscite outwitted the opposite party; almost all the members of the Ashram favoured the retention of Babaji Maharaj to his post. But he was not ready to stay any more in the vitiated atmosphere of the Ashram.

In such a morbid state of his mind, on Nov 14, 1948, after the death anniversary of his Gurudeva, Babaji Maharaj unilaterally formed a sub-committee under the presidency of Rasikdasji for transacting all the business of the Ashram. On the very next day, with only three companions, viz., Shyam Sundardasji, Sri Radhakrishnadasji and Radha Beharidasji, he set out from the Ashram on a long tour programme in Bengal and Assam, mainly for meditation in a lonely place. The party first went to Sibpur and stayed there for a few days. Next they moved to Khulna. After a very short stay there, Babaji Maharaj came back to Sibpur. Again he went out and visited Kolkata, Krishnanagar, Chandannagar and some other places-but no where he could get his desired peace of mind. At length on 15.1.1949, he set out for Dibrugarh via Rangpur and Guwahati. On 21.1.1949, he reached Dibrugarh and stayed there in the house of a devotee named Sailendra Kumar Kar with all his companions. Taking rest for a few days in that house, he and his companions went to Parasuram Kunda. The serene and peaceful beauty of the place had some calming impact upon his mind.

to be continued ....

Na Guror Adhikam

Smt. Jaya Chatterjee

There is nothing greater than the Guru. There is no truth higher than the Guru Himself, no penance higher than (service to) the Guru, and there is no philosophy higher than the knowledge imparted by the Guru.

(Translation of an article written by Brajavidehi Mahanta & Sri Mahanta of Vaishnava Chatuh Sampradaya - Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj)

The holy scriptures have unequivocally declared human life as the highest form of life. After having completed eighty-four (84) life cycles as lesser beings (e.g. birds, animals insects etc.) one acquires the human form. Hence, the human form is the most exalted as well as the most coveted form of life. It is in this form that the spirit experiences its inclination towards divinity and its yearning for *Moksha*.

The soul that is bound in the eternal cycle of life and death may find its deliverance after acquiring the human form. However, to achieve this deliverance a human being must seek the shelter of a Sad-Guru. Just as a piece of log, that remains afloat in a stream and is washed along the course of the same, finds its place of rest when it touches the banks of the stream so also a soul continues to suffer the toil of birth and death till, in the form of a human, it finds refuge in the lotus feet of a Sad-Guru. It is the mercy of the Sad-Guru alone which can relieve a mortal from the tangles of mortality and transport him to the shores of salvation (*mukti*).

To illustrate the transcendence that a soul experiences after receiving the grace of a Sad-Guru one may recall the story of the blind beggar and his daughter. There was once a blind beggar who would go out seeking alms with his daughter. One day the beggar chanced upon a king who was hunting in the woods. As the king laid his eyes on the beggar's daughter he was enchanted by her good looks. The king, soon after, took the beggar's daughter as his wife. Thus, the status of the girl was elevated from a poor beggar's daughter to that of a royal queen. The elevation in her status was not self induced, rather…it was because the king had embraced her and elevated her to the rank of a queen. Just as the benevolence of the king had transformed the life and destiny of the ordinary girl, so also the Sad-Guru's mercy enables ordinary human beings to rise above the plane of mortality and soar towards immortality. The paramount intent of human life should, therefore, be to seek solace in the lotus feet of a Sad-Guru and invoke his mercy to attain *moksha*.

The Sad-Guru is but an embodiment of the Divine Spirit. The lord assumes the garb of a Guru and descends among mortals to inspire them along the path of divinity… to help them wade across the vast ocean of the

mortal world and seek permanent refuge in the beckoning shores of immortality. In Srimad Bhagavatam, Lord Krishna pronounces...

acharyam mam vijaniyan ...
navamanyeta karhicit
na martya-buddhyasuyeta ... sarva-deva mayo guruh

(One should consider the Guru as God Himself. None should harbor jealousy towards the Guru nor should the Guru be slighted as an ordinary human being, because the Guru embodies all the qualities of the demigods. That is, the Acharya has been identified with God Himself. He is situated above the affairs of the materialistic plane. He appears before us to bestow upon us the knowledge of the Vedas and to reveal before us the path leading towards salvation or Moksha.)

The Lord holds up the inviolable truth that the Acharya or the Guru is to be venerated as God Himself. No discrimination is to be made between the Guru and God. The Guru ought to revered as the supreme manifestation of the Divine Spirit and one should not be beguiled by the guru's mortal form. This fact is amply expressed in the following lines:

sakhsad-dharitvena samasta-sastrair...
uktas tatha-bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya ...
vande guroh sri-caranaravindam

(The scriptures bring forth the truth that the Guru should be revered as God, and all devotees of the Lord should unfailingly abide by this injunction. The Guru should be held in high esteem as he is the most beloved servant of the Lord. Let us, therefore, offer our respectful obeisance unto the lotus feet of our Guru.)

The fifty-fourth (54th) Acharya of Sri Nimbarka Samradaya, Sri Sri 108 Swami Ramdas Kathia Babaji Maharaj would pay his obeisance to the infinite magnitude of the Sad-Guru through the following words:

jay jay Sri Guru... prem kalpataru
adbhut jahako prakash...

As a mortal, one is trapped in the mire of lust, greed, avarice and other negative emotions... all of which have a sullying effect on the soul. The highest glory of a human life is to attain the grace of a Sad-Guru. It is the Sad-Guru who delivers the mortal soul from the vicious cycle of life and death and takes it towards celestial bliss. It is the benign influence of a Sad-Guru that morphs a human life into a life of divinity.

tad-vijnanartham sa gurum evabhi gacchet
samit panih srotriyam brahma nistham

(In order to acquire the knowledge of transcendental devotional service to the Supreme Lord, one should approach, with folded hands, a self realized Spiritual Master who is well versed in Vedic literature and committed to devotional service of the Lord.)

In the Vedic scriptures there are no examples of anyone who has acquired self-realization without being initiated by a genuine Spiritual Master. Thus, to realize God one must necessarily submit oneself to a Sad- Guru and acquire his grace.

Om Shanti... Om Shanti... Om Shanti

User_1:\I\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014\Nimbarka Jyoti_2014_English.p65 # 70

Translation of a Shloka from Ishavasya Upanishad

Smt. Nandarani Choudhury

Kurvan eva iha karmaani,
jejeevishet shatham samaah
Evam tvayi na anyethetho asthi, na
karma lipyathe nare

Kurvan eva karmaani – performing karma in the right manner; Iha – here; Jejeevishet – one should wish to live; Shatham samaah – hundred years; Evam –thus; tvayi – you; Nare – for a man; Na – not; Asthi –is (by which); Anyathah – any other way or mode; Itah – than this; Na karma lipyathe – by which one will not get attached to actions.

Transliteration

By performing Karma (action) in a manner ordained by the Scriptures... one may wish to live for a hundred years. One who wishes to live thus... should perform Karma as prescribed (by the Vedas).... for this is the only way in which one may be able to detach oneself from one's Karma.

Some scholars have put forth the view that the term Upanishad has been derived from the root word *sad* (meaning to loosen or to destroy), with the words *upa* and *ni* as prefixes. This signifies that the Upanishad is an archive of *Brahma Gyan* (the Ultimate Truth) which destroys the pall of ignorance that prevents individuals from perceiving the reality of their existence. In the vast canon of Vedic Literature, Upanishads stand out as unparallel treatises of spiritual vision and philosophical argument. Self- Realization is the highest goal of human life. Ishavasya Upanishad outlines two distinct paths (viz. *Nivritthi Marga* – Path of Knowledge and Renunciation and *Pravritthi Marga* – Path of Action) that one may follow in order to realize the Self. The shloka mentioned above outlines the *Pravritthi Marga*. It states that when one performs Karma in a manner expounded by the Vedas, one is able to detach oneself from the Karma and thus progress towards Self Realization. The Vedas teach us to perform Karma as service rendered to God... without any expectation of return or reward. The human mind being afflicted by *avidya* or ignorance is largely influenced by egoism and selfish motives. Performing Karma without any consideration for the outcome of the same is a liberating exercise that enables the individual to scale above the fear of failure and the joy of triumph. The performance of Karma, in the tenor of service, purifies the mind and sublimates the ego...

The Vedas outline five principal types of Karma, namely...

- *Nitya Karma – that which is performed daily, such as Sandhya, Samithaadaanam (a ritualistic practice observed by the twice-born) etc.*
- *Naimittika Karma – that which is performed occasionally, such as those rites and rituals which are performed during birth, death, marriage etc.*
- *Nishiddha Karma –that which is prohibited by the Vedas. These include drinking, cheating, telling lies, adultery etc.*
- *Prayaschitta Karma –that which is performed in order to negate the sin*

committed through performance of prohibited actions.

- *Kamya Karma – that which is done with the motive of fulfilling some desire.*

The Vedas inspire us towards *Nishkaama Karma*, that is, performance of action with total disregard to the fruits it may or may not yield. Action or Karma performed in a selfless spirit purges the mind of all attachment and enables one to appreciate the true nature of the Self... thereby liberating him from the illusionary materialist world. An individual whose action is conditioned by a desire of favorable outcome attaches himself to the material reality of his existence and gets enchained to worldly activities that thwart the individual's inquiry into the Self. *Moksha*....which is the culmination of the soul's journey... is attained only when an individual is able to practice complete detachment from all worldly emotions, such as... joy and sorrow, gain and loss, success and failure, ambition and dejection etc.

Many spiritual leaders have reinforced the virtues of performing selfless action. Ramana Maharshi in Upadesha Saram (Shloka III) tells us...

Ishwara arpitam na ichchayaa kritam
Chitta shodakam mukthi sadhakam

He explains in lucid terms that action performed without any aspiration for reward or fear of failure ... as service offered at the lotus feet of God ... leads to the purification of mind and intellect which, in its turn, draws the individual closer to liberation. Sri Krishna in his sermon to Arjun told the latter...

Yad karoshi yad Asnaasi yad juhoosi dadaasi yad
Yad tapasyasi kaunteya tad kurushva mad arpanam
Shubha ashubha phalair evam mokshyase karma bandhanaihi
Sanyaasa yoga yuktaatma vimuktho maam upaishyasi

The Lord urged upon Arjuna, that whatever he does, whatever he eats, whatever he offers or gives away as alms, and whatever austerities he performs – he should do it as an offering to the Lord. That would liberate him from all attachment to the work, thus awakening the spirit of renunciation in him, liberating him from the illusory worldly bondages and finally preparing him for realization of the Brahman.

When an individual commits himself to the performance of actions as prescribed by this Shloka of the Upanishad, the spirit of renunciation germinates in him...which in its turn dislodges the cloud of ignorance blinding him from perceiving the Self as removed from the body and the mind. Such an individual transcends to the state of enlightenment and realizes the indubitable truth that the Self is the Brahman ....the Universal Spirit that is the origin and support of the phenomenal universe.

◆ ॐ ◆

Divya Vani

- Renunciation is the way to meet the God.

– Swami Ram Das Kathia Babaji Maharaj

User_1:\I\Pushpita\Nimbarka Jyoti_2014\Nimbarka Jyoti_2014_English.p65 # 72

Gopi Cheer Haran Lila

Smt. Bishalakshmi Paul Chowdhury

Krishna, the little boy of Nanda Baba and Yashoda, was a darling in the village of Vrindaban. This boy had something so endearing about him that the *gope, gopis* and even the birds and animals of Vrindaban could not stop themselves from admiring Him. Every morning Krishna along with his brother Balarama and *sakhas* would take out the calves to graze in the green fields of Vrindaban. They would also explore the beauty of the idyllic village. Vrindaban was like a heaven on earth with pristine blue Yamuna flowing through the heart of it, green forests decorated with wild flowers, sweet fruits, chirping birds, magnificent peacocks and harmless animals. Krishna loved to ornate Himself with wildflowers and peacock feathers. He had a cane to herd the animals and also a bamboo reed with which He would play many melodious tunes. This reed was Krishna's magic wand as sometimes so bewitching were the tunes of the flute that the boys, the cowherd maids, the animals, the birds would forget everything mundane, come running and flock around him to listen to the in a state of self forgetfulness. This flute was Krishna's constant companion and it added more to his already charming demeanor. During his outings in the fields and jungles of Vraja along with his gang of boys, Krishna would come across many harmful creatures that wanted to disrupt the peace and happiness of the idyllic village. Krishna, a simple human to the villagers was the Supreme Being Lord *Vishnu* Himself. With his *yogic* power He could foresee the danger lurking and so kill demons like *aghashur bakasur dhenukasur* etc. and protect the village. Krishna even subdued the poison spreading Kaliya serpent of Yamuna with ease. Gradually along with tales of all his attractive features, his stories of bravery and wit were also spreading in Gokul. For the innocent Gokul vasis, Krishna was nothing more than a child prodigy whom they adored very much.

With his charming good looks, magical flute, bravery and wit Krishna was a heartthrob of the little *gopis* of vraja. Secretly they thought of him all day and night. The little maidens were so enthralled by Him that deep inside they dreamt of marrying Him someday and be blessed with His conjugal love. For them He was the ideal husband and they wanted to be queen of his heart. These little girls were all of the same age and were playmates and also friends of each other. At first, these girls tried to hide their feelings for Krishna from each other, but could not do so for long as their love and fascination for Krishna grew from leaps to bounds and so could not be contained in their hearts They expressed their feelings to each other, and were so naïve that instead of being jealous of each other they were very happy to share the same feelings for Krishna.

In earlier times, little girls used to perform several vows to please Lord Shiva or Goddess Parvati in order to obtain a perfect husband. The village belles, with only Krishna in their minds decided to pray to *Goddess Katyayani* (maiden form of Goddess Parvati)

and please Her with their single minded dedication. These girls resolved to pray to the Goddess collectively, as collective prayer is said to be more effective than individual prayer. With due permission from their parents, the girls decided on the holy month of Margashirsha to start their vow. The vow was an elaborate one and would continue for a month. It required them to eat only *Havishnna,* come to the banks of river Yamuna every dawn, take bath in the Yamuna, make a sand idol of the goddess , invoke Her presence in the idol and pray to her by meditating the mantra

"katyayani maha-mayemaha-yogini adhhishvari
nanda-gopa-sutam devipatim me kuru te namah"

It means: "O goddess Katyayani, O great potent force of the Lord, O possessor of great mystic power and mighty controller of all, please make the son of Nanda Maharaja my husband. I offer my obeisance to you."

The *gopis* with their steadfast dedication and sincerity continued the vow. The last day of the ritual, was on the auspicious day of *Poornima* and the *gopis,* like every other day of the vow were taking their customary bath in the Yamuna with all their clothes kept on the bank of the river. The *gopis* were in seventh heaven after the successful completion of the ritual, so forgetting everything else they were lost in playing with each other in the water, teasing each other, singing songs in Krishna's glory, splashing water at each other and congratulating each other for the successful completion of their vow. Now, Krishna being the omniscient God Himself, knew from the very beginning about the tough austerities the *gopis* were undertaking for Him, but He did not express anything till the last day of the ritual. On that last day He physically came to the river bank in small and silent steps along with his gang of young boys. Finding the clothes strewn around, He collected all of them and climbed the *kadamba* tree. So lost were the gopis among themselves that they were totally unaware of Krishna's latest mischief. With His work done, Krishna started laughing out loudly to tease the little girls. He told the *gopis* about his latest prank and also that, he would not give them back their clothes till they come out one by one and take their cloths back. The sudden intervention brought about by Krishna's laughter sent thrills through the spine of the *gopis* and they were pleasantly surprised to see Krishna coming to them on the final day of their month long vow. They were embarrassed but still in awe of Krishna, did not know how to react. But soon they realized Krishna's mischief and started praying to him to give back their garments to which Krishna was unmoved; failing with these attempts the *gopis* warned him about complaining to his father *Nandababa.* Unmoved by their pleas and warning Krishna told them that he was not joking and that they would have to abide by his demands or stay back in chilled water of yamuna. The *gopis* now realized that, they had no other way out, so they started coming out of the water one by one with hands covering their private parts. Krishna again interrupted them and asked the *gopis* to first fold both hands and seek forgiveness from the river God for they have offended the river Yamuna by bathing naked during the vow. The *gopis* realized their mistake and so did what Krishna asked without any objection. Satisfied with this act, the Lord gave back their garments and promised that He would fulfill their wishes in the forthcoming full moon night.

This is the last pastime of Lord with the *gopis* before the illustrious *Rasa Lila* that takes place in the following full moon night. This *adhibhautik* pastime of Krishna , like others too, had a hidden *adhyatmik* meaning to it. Let us dive into it:

Krishna being the Supreme Lord Himself knew that the *gopis* have surrendered it all to Him , and have almost reached the summit of spiritual perfection save for the final hurdle which stopped them from achieving the spiritual perfection of complete surrender and feeling one with the Supreme . So, for the sake of his beloved devotees, the ever compassionate and graceful Lord thought of helping them Himself. To see this pastime of Lord as a malicious act befitting a pervert will seem absurd if we consider the age of Krishna during this playtime. According to *Srimad Bhagwatam* this *lila* took place almost 15 days before the *Govardhan Lila* of Lord. During the time of *Govardhan lila* it is mentioned that Krishna was only seven years old. Krishna being seven year old, the *gopis* were younger and were little girls of only 5-6 years. So we see that they were much below the age of sexual maturity of a normal human being and so this can never be any act of perversion on part of the Lord. We have to understand this *lila* with a certain level of maturity and perceive this in a spiritual context of the eternal relation of the God with His devotees which is way above the level of something even distantly physical.

In *Srimad Bhagwad Geeta,* Lord Krishna says to Arjuna that the body is nothing but a piece of cloth that the eternal soul changes with each birth. The soul is the only imperishable entity in our body and so the only thing that matters to God. The *gopis* being female were conscious of coming out naked in front of Krishna, a male out of shame/ *lajjya*. This *lajjya* was there because they were still conscious of their body / their image forgetting that the Lord sees them as nothing but the imperishable soul which is neither male nor female but only a part of Him.

According to *Tantra Sashtra* there are eight (8) emotions that chain us to the material world and prevent us from realizing our true selves. These are also called the *ashta pasha* or eight chains. *Lajjya* or shame is one of them. The shame is not only about the body but also about the fake position/ image in the society that one wants to hold.

The bamboo reed Krishna always carried with Himself was His favorite, He never parted with it. A bamboo reed is a hollow structure, it has no barriers to stop the flow of air in it, and so this lets God to play beautiful tunes with it effortlessly. Just like a bamboo reed if we let go of our internal blockages like ego/ insecurities/ pride/ shame etc. we would allow God to play His melodious divine tunes in our lives and like His flute He would never ever leave us alone.

The clothes covering the body can analogically be compared with the numerous layers of emotions that cover the soul and keep it bound to the material realm. These emotions are like a layer of dust covering a mirror that prevents us from seeing our true selves. We are all the ignorant souls who have forgotten our true nature. Our true identity is nothing but an inseparable part of the Super Soul, i.e. Lord Krishna Himself. For this self realization a devotee has to remove these layers of dust and attain the state of complete oneness with the Supreme Lord.

Vaikuntha is the supreme abode of the Lord, and the ultimate destination which all

Devotees seek. The word *Vaikunth* in Sanskrit means *Vai*-devoid of- *Kuntha*- any anxiety, uncertainity, doubt in other words a place where there is no barrier left that prevents us to feel one with Him. With the *cheer haran lila* Krishna wanted the *gopis* to shed *lajjya* and feel one with Him. He wanted them to be like a bamboo reed in which He can play his melodious music. He wanted to remove the last particles of dust that covered the mirror which stopped the soul from discovering its true identity. He wanted them to be free of any *Kuntha* so that they become eligible to enter His divine abode of *Vaikuntha* and live there eternally.

In the material world a desire to be somebody's conjugal partner may seem very much worldly to our eyes, but in the case of *gopis*, that "somebody" in question was the Supreme Lord Himself. Divine love for the supreme fetches merit and eventually leads to union with Him, the ultimate state of our spiritual evolution. *Gopis* were simple uneducated village belles who had no knowledge of the Holy Scriptures and what they desired with an honest heart is the conjugal love of Krishna. So to fulfill that material desire they were praying to the *Mahamaya* as *Goddess Katyayani,* but since their aim was unknowingly Lord Himself, they were blessed by *Yogamaya. Yogamaya* and *Mahamaya* are forms of Lord's external and internal potencies which together are known to us as *Goddess Durga* whose maiden form is Goddess Katyayani. *Mahamaya* rules the material world and makes us indulge in sensory pleasures and seek happiness from the mundane world around and so is not permanent. *Mahamaya* is a veil covering the *Yogamaya* which leads us to seek contentment from within, attain self realization and thus a state of eternal bliss. The *Gopis* were the most exalted souls who had completely surrendered themselves to the lord. They, in *Vaishnava* cult are considered to be the epitome of *Krishna Bhakti* considering that the *gopis* possessed the gem of pure unadulterated love for Krishna in their heart that even the *rishi munis* with thousands of years of austerity could not achieve! Actually, the *gopis* were the eternal devotees of Lord, who in their past lives, during the time of *Lord Rama,* were great ascetics who contemplated on a *mantra* whose successful accomplishment grants consort-hood with the Lord Himself. During a meeting with Lord Rama they expressed their heart's desire to Lord, but being on *Ekam patni vrata* i.e. the vow of being faithful to a single wife Lord Rama (already married to Sita) could not grant their prayers, but promised them that their wishes would be granted in His next incarnation as Lord Krishna. Lord Krishna fulfilled this wish of the *gopis* in the *Maharaas Lila* which is a divine union of the Supreme Soul with the soul on the transcendental plane.

We all can attain this state of spiritual perfection like the *gopis*. But this is an arduous process requiring unconditional and firm devotion towards the Lord just like the *gopis*. A soul attains this state with a cumulative action of its penance and austerity accomplished over several births. Once the devotion becomes purified and unconditional like that of the *gopis,* this is bound to attract Lord's grace. With this grace a soul is gradually conditioned and becomes worthy of being offered to the Lotus feet of Lord and ultimately attain His supreme abode.

This pastime has inspired the present act of devotees not taking bath naked in the holy rivers of Ganga,

Yamuna etc. for it would offend the river god/goddess.

Unmarried girls in some parts of the country till date keep *Katyayani Vrata* for timely marriage and also to get a suitable husband. There is a temple dedicated to *Katyayani Devi* in the holy town of Vraja, where thousands of devotees come every day to offer their prayers. This temple is revered by the devotees of *Shakta* cult too as Katyayani pith is considered as one of the 51 *shakti peeths* mentioned in the holy scriptures of this cult.

Present day *cheer ghat* (Cheer=garment *Ghat*= river bank) is situated near the Yamuna river in the holy town of Vrindaban. There is a temple dedicated to Lord Krishna and also a *Kadamba* Tree which is believed to be the same tree under which this pastime of the Lord took place. Every year lakhs of devotees from all around the world come here for holy *darshan* and offer their prayers to the Lord with this belief that the Lord will also grant them the boon of divine union with Him like He did to the Gopis in the Cheer Ghat thousands of years ago in the *Dwapar Yug*.

◆ ॐ ◆

Divya Vani

- One cannot get two things at a time-wealth and God. You will have to choose between the two.If you sincerely devote yourself for His blessings with all earnestness, He will come to you.

– Swami Ram Das Kathia Babaji Maharaj

- If *bhagabat-bhajana* (devotion to and worship of God) is not done by this body, if it is only used for eating and sleeping , then what is the good if it continues and what is the harm if it goes.

– Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj

- A devotee has to fight against various odds. If anyone wants to prosper, he will have to demonstrate absolute patience.
- Be it known to you that your Guru is always on watch of you. Recite the mantra in full confidence and reverence, all your disturbances will pass off.

– Swami Dhananjoy Das Kathia Babaji Maharaj

Science and Spirituality

Sri Manash Deep Dey

"Little science takes you away from God but more of it takes you to Him"

-Louis Pasteur

When I was asked by the editor to write an article for 'Nimbarka Jyoti', I was literally puzzled. For, this was no ordinary magazine where one could write as per one's wishes. It was almost like writing yet another paper where every statement of the author would require to be substantiated with authentic and fool-proof evidences. It was then that it dawned upon me that it would be best to write on two aspects that are most dear and close to my heart i.e. Science and Spirituality. I would, however, like to declare it at the outset itself that whatever I present here are not my words. These are but my interpretation of the words spoken by His Holiness Sri Gurudev and the words of some of the authors that I have read. My interpretation and the conclusion drawn thereupon may hence vary from reader to reader.

Science....What do we mean by this term science? In simple terms, Science is the articulate minute observation of natural phenomenon; its proper, legitimate, logical and rational interpretation, thereby coming upon an intelligent conclusion and its application for human welfare. It seeks material accomplishments and reduces human effort. Right from remote controlled machines to touch pads, it has always been the endeavor of science to reduce human effort. The methodical approach to decipher such techniques, processes and phenomenon from the secret treasure trove of nature through dedicated, focused and continued efforts is what constitutes science. Be it the physical, chemical, biological or mathematical sciences; the approach has always been to simplify and understand the intriguing nature of various observations! Fire was always ferocious and was revered till it got domesticated. Once its secrets were known to man, it became an indispensable component of human civilization and a household commodity.

What is spirituality? Well, to be very straightforward, this question remains unanswered. For, to state a correct definition of spirituality, one needs to know what spirit is. And there exists no single definition for spirit. Vaguely speaking, it's the life force that keeps our otherwise intelligent combination of chemicals in form of the physical body alive! It is the essence of life. And again, we cannot define life in its totality. We are yet to learn about the fine line that divides the physicochemical compilation from the biological entity. How exactly does the otherwise lifeless dead virus get life upon entering a living host? We are yet to answer such intriguing questions. But for the sake of simplicity, let's take spirit as the essence of life. That which makes a dead matter alive is 'spirit'. And the process of knowing the spirit may be understood as spirituality.

Having thus defined science and spirituality, doesn't it become very evident that both are but approaches to acquire knowledge? The ever ongoing quest of humanity! To gain more and more knowledge! It differs only by the fact that science accepts only those that it can sense by the five major senses of sight, taste, touch, smell and sound. Anything that is incomprehensible by these five sense organs is not accepted by science. There are a number of objects that are not perceivable by normal human capacities. For example, the sound waves of ultrasonic range, the infra-red vision, the spectrum beyond the visible range etc. The fact that things exists beyond the realm of perception by human senses itself stand proof for the fact that the universe might have in its folds many more secrets rendered untamable by humans. Spirituality, in contrast, while accepting the miniscule realm of five senses focuses on those phenomena of the universe that we cannot comprehend if we depend only upon our five gross senses.

To me, the age old debate between science and spirituality seems to be lacking substance! For, it is just the difference of questions that the followers of each school happen to address. The scientist seeks to address questions of material nature such as, what is Sun, how human body functions, what electricity is and how to tap it for human benefit and so on. The spiritualist however, is more fascinated to find answers of questions about his own identity. It is evident that the body is not the person himself; but, the possession of the entity dwelling within! Therefore the spiritualist seeks to find who or what this ethereal entity is? What are its characters? How is it formed or is it ever present? Just like matter can never be created nor destroyed; is this ethereal entity eternal? What is the source of such entity?

The fundamental questions raised by the scientist and the spiritualist differ however, gradually the scientist gets to realize the supernatural all pervading intelligence as more and more of the secrets of nature get revealed to him. He begins to understand that the perfectly arranged universe cannot be the result of a chaos. For example, the various constants like the magnetic constant, the electric constant, Planks constant, Gravitational constant etc are very accurate figures that if tampered with even an infinitesimally small value would lead to chaos. For example, if the gravitational constant G would be smaller by 0.000001, then the Sun would be much smaller (because of attracting less mass), and would get exhausted within one year after its formation. Contrarily, if the value of G would be greater by one millionth, the Sun would bloat to a gaseous globe, would never shine and get exhausted after a very short duration! And to think that such constants were a result of abstract accidents of chance stands questionable and unacceptable to a rational, logical mind with some degree of common sense. Such high degree of fine-tuning of various constants must have been the result of deliberate brain storming by some higher metaphysical intelligence that is ever existent! Just as Nobel-laureate physicist Charles Towns puts it:

"There are eighteen different constants that define the existence of this universe and make the existence of life forms possible. We do not exactly know why they are as they are. So, I would like to say that ours is a very special universe. It has been very intelligently planned. This is the view from the physical sciences...I would say that there is indeed, a Creator and a spiritual world."

I would substantiate my stand with some quotations of great personalities from the scientific community. Louis Pasteur says, "The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator. Science brings men nearer to God."

Johannes Kepler declared, "I had the intention of becoming a theologian…but now I see how God is, by my endeavors, also glorified in astronomy, for 'the heavens declare the glory of God.'"

Michael Faraday says, "Speculations? I have none. I am resting on certainties. I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day."

Robert Boyle says, "From the knowledge of His work, we shall know Him"

Lord Kelvin says, "Overwhelmingly strong proofs of intelligent and benevolent design lie around us…the atheistic idea is so nonsensical that I cannot put it into words." Albert Einstein says, "When I read the Bhagavad-Gita and reflect upon how God created this world, everything else seems to me so superfluous."

Quotations are many and I seriously don't intend to increase the volume of the present article just by quoting great personalities. Accepting spirituality means inadvertently accepting the authority of a supernatural intelligence that is conscious in nature and which the mass refers to by many names such as God, Allah, Bhagavaan, and Ishwar; so on and so forth. Whether that supernatural intelligence has a form or not is a debatable matter and can be addressed in further discussions. In this present article, I would like to rather focus on the perceived connection between science and spirituality. To me, science is the progeny of spirituality itself! For, spirituality begins when one questions himself! When he realizes that the physical gross body is not what he actually is! That the name he comfortably identifies himself with is not who he is; but, was conferred upon him by his immediate family. Then starts a series of questionnaire as *Who am I? Where from do I come? What are my goals? etc.* And in the process, he tries to answer the questions of his observable environment (science) in partial fulfillment of his quest to know himself (spirituality)! Referred to scriptures as seeking 'self-realization'! Thus it stands established that spirituality and sciences are but two sides of the same coin! The coin being the embodiment of the ever-inquisitive nature of human conscience! The conscience that makes humans the highest of all life forms…

That there exists a supernatural intelligence can be illustrated further by citing an episode from Sir Isaac Newton's life:

Sir Isaac Newton had once built a working model of our solar system with the help of a skilled craftsman such that with the turning of a crank the planets rotated and orbited around the sun with their respective differences of motion in a precise manner! Further, the planets of the solar system with various sizes and their relative proximities were also precisely displayed.

Now, Newton had a friend who believed that everything is going on mechanically and that there exists no intelligent planner or Creator. One day, while Newton was busy, the friend happened to come by and was astonished to see the marvelous replica of the solar system. After examining it for a while, he exclaimed with profuse admiration, "What an exquisite piece is this! Who designed it? Who made it?" Without diverting his attention from the work at hand, Newton replied, "Nobody."

The visitor was dumbstruck. He

repeated his query "Evidently, you misunderstood my question. I asked who made this."

Newton replied, "Nobody. What you see here just happened. It's a pure chance product."

"Either you are joking or simply thinking I'm a fool," his friend retorted, "Its complex mechanism, its every minute detail speak of excellence of craftsmanship and a well-thought-out design. Somebody must have planed and made it, and he's no doubt a genius. I want to know who he is."

Newton, laying a hand on his friend's shoulder said, "I am not able to convince you that this mere toy is without a designer and maker. This is but a puny version of a grander system of great complex design. Yet you, as an atheist, hold the belief that the great original system after which this model has been planned has come into being without either a designer or maker! Now tell me by what sort of reasoning do you reach such an incongruous conclusion?"

The friend stood dumbfounded, groping for an answer.

◆ ॐ ◆

Divya Vani

- If you aspire after spiritual progress you must observe the rules of *brahmacharya*, and sexual continence. Without sexual continence the mind can never be still; and if the mind is not still, spiritual progress is impossible.
- Do you worship God for advancement in the sphere of worldly enjoyment? This is not real *bhakti*- this is a kind of business transaction.
- Your duty is to exert yourself; the result of your work is not in your hands. Whatever work you do you should do without a feeling of discontent. In whatever condition the providence has placed you, you should go on doing your work as the best you can. Without this attitude no one can attain peace.

– Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj

- If you want peace do not perceive the faults with others. Find out your own faults. Try to make the world your own. No one is a stranger. Every one is your own. consider everything on this earth as your intimate relation.
- No evil power has such the capacity by which it can overpower truth, purity and selflessness. If a man possesses these qualities , he is capable of wining the entire world.

– Swami Rash Bihari Das Kathia Babaji Maharaj

Quest for God

Dr. Santosh Dev

We all talk about God, His omnipresence, omniscience, omnipotence and so on but a big 'BUT'... have we ever tried to feel DIRECTLY or proactively the presence of God or His attributes in our lives. Answer to this fundamental question of spirituality may be very significantly "NO". We might have experienced the presence of God in our lives many a times but indirectly ... through some miraculous events ... but not directly. Some atheist may term this as mere coincidence. On the other hand the path to feel His presence convincingly or to have His vision is something which requires firm belief and strict adherence to some tenets extolled by the holy scriptures. Majority of us do not have that firm belief in God nor are we able to maintain sustained adherence to scriptural tenets. Our relation to God is generally need based. If something happens in our favor we feel God is there, but next moment for any unpleasant event, our so called faith vaporizes. That is why God always remains elusive.

Swami Vivekananda once commented that if anyone practices the time tested tenets of spiritual scriptures (Shastras) sincerely, he is bound to start feeling His presence\attributes within six months. One who is not able to sincerely follow the scriptural prescriptions may not be able to realize God at all. During his early life, Swami Santadas Kathia Baba Maharajji was a profound atheist, so to say, he even did not have faith in Shastras, but deep in his mind, he constantly tried to prove His existence/ presence. And as we all know, his quest for God responded surely and certainly in a magnificent way. And that is why I feel the necessity to verify directly the presence of God to ward off the slightest speck of doubt so that one can steadfastly remain aligned towards Him.

Following few steps based on our Shastras might help anyone who is ardently desirous of experiencing the presence of God directly. By simply surrendering oneself to Him through routine worldly events, one can also experience His presence. In one's everyday life, one may undertake the following steps to experience the presence of God in simple aspects of life....

(i) Set out on a journey in the name of God; say a local trip to begin with, without a single penny in your pocket and keep remembering Him earnestly and constantly- just to see how He helps you through. If you are lucky, you may get response very quickly and if you do not get any response immediately, do not get frustrated, keep remembering Him, He is sure to respond to your call.

(ii) If you happen to start a difficult task without the help of your most trusted friends-do not hesitate, rely on Him and start the task in His name and see if you can get the divine touch.

(iii) If you happen to go somewhere and think that you are already late and about to skip your daily practice of chanting God's name (Mantra)—then just do not skip the usual practice of chanting the name of God, somehow complete it

sincerely and then see how He guides you through the day.

(iv) Again if you happen to suffer from sickness or any other problem and cannot undertake the journey to attend to some spiritual festival (Utsav), just motivate yourself in His name and start out... you will surely experience His intervention.

(v) If you happen to suffer from sickness and if you do not have enough money as well for treatment, try to accept this as His *Kripa* (of course a very difficult proposition) and go for simple and cheaper modes of treatment .But keep remembering Him constantly and see how He responds.

(vi) If you happen to suffer from sickness and have enough money to afford costly treatment, just donate a larger part of it to God or Guruji for His service and go for simpler treatment and see whether His magical treatment starts.

All these worldly activities if performed with complete dependence on God, with sincere love and quest, one can certainly feel Him and His grace more effectively. And when the situation demands these steps should be tried time and again so that His grace can be felt repeatedly and thereby one may be able to develop never failing faith towards Him. There is no denying the fact, otherwise HIS famous utterance "***YOGAKSHEMAM VAHAMYAHAM***" will stand repudiated.

I would wish to wind up with two instances of sheer dependence on God which still reverberate in my mind. Once Swami Santadas Kathia Baba Maharajji was on a pilgrimage to Rayalsahar and on the way to that place, he had to walk across a very narrow and dangerous passage and that too in the stillness of a dark, cold chilly winter night. One wrong step would have taken him thousands of feet deep down into the valley of sure death. At that time, some of the disciples were anxious to help their Guruji but Santadasji declined their good gesture and told them in a very confident tone, "keep moving and come along with me, I will certainly cross it over". Such was his exemplary reliance on God. This same dependence on God was evident even when he was leaving permanently for Sri Vrindaban Dham renouncing all the worldly attractions. At that time, one of his elder brothers (Gurubhrata) enquired about whether he had made proper financial arrangement so that the seva of Sri Thakurjee may be conducted smoothly at Vrindaban. But his reply was "Brother, please bless me in such a way that God need not have to be confined inside suitcase" or in simple terms 'Depend on God rather than on money'. These particular events are pointers to us as to how to tap the feeling of divinity by relying on God and the bliss associated with the realization of divine touch especially in critical moments of life.

Radhe Radhe ...

◆ ॐ ◆

Divya Vani

- Do your work from within; don't be disturbed by either blame or fame.

– *Swami Ram Das Kathia Babaji Maharaj*

A Spiritual Journey to Sri Jagannath Dham

Sri Shiladitya Barik

From the last print...

DAILY RITUALS OF SRI JAGANNATH MANDIR **:** The various religious rites (sevas) performed by the *sevakas* in the temple are known as *Nitis*. The *Nitis* in the Temple are elaborate and complex in nature. They comprise of daily *niti, occasional niti such as Purnim , Amavasya and festival niti like Ratha yatra, Chandana Yatra etc.* Various *Nitis* that are observed in the Temple start at about 5.00 A.M. early in the morning every day and continue till midnight. The daily *Nitis* are described in short below.

Dwarapitha and Mangala Arati: These are the early morning rituals performed daily**.** *Dwara* means door or entrance and *Dwarapitha* means opening of doors. The doors of the *Garbhagriha* (sanctum sanctorum) are opened generally by 5.00 A.M. in the morning. On certain days and months the doors open before 5.00 A.M. (i.e. between 2.00 A.M. to 3.00 A.M.)

The next *Niti* after *Dwarapitha* is *Mangala arati. Mangala arati* refers to the auspicious lamp offerings to the deities early in the morning. Bhitarachha Mahapatra and two other Pushpalaka Sevakas perform this *Niti* standing below the ratnavedi / ratnasinghasana before Jagannath, Sudarsana, Madhava, Sridevi and Bhudevi. Every day, in fact, arati is performed seven times. These are (1) Mangala Arati (2) Sakala Dhupa Arati (3) Madhyahna Dhupa Arati (4) Sandhya Arati (5) Sandhya Dhupa Arati (6) Badasinghara Dhupa Arati (7) Pahuda Arati.

Mailama: This means removal or taking off previous night's clothes, dress, flowers, tulasi etc. from the idol. The scheduled time for this *Niti* is about 6.00 A.M. After removal of clothes, the deities wear another set of clean and washed clothes. It is worth mentioning that every day the deities wear different types of clothes (Bastras) at different times of the day. The deity is also decorated with different types of floral ornaments, leaves of *tulasi, banana, panasa, patuka etc.*

Abakasa : This ritual is related with the symbolic cleaning and bathing of the deity by sprinkling water mixed with camphor, curd, amla and chandana (sandal wood paste) on three brass mirrors (darpana), each about two feet high. Tooth sticks and tongue scrappers are also displayed before the deities symbolizing brushing of the teeth. During this *Niti*, the Temple astrologer (Jyotisa) reads out the *tithi* and other astrological details of the day.

Sahanamela: At 7.00 A.M in the morning public *darshan* of the deity commences. During this time, the devotees are allowed to go into the *garbhagriha* near the ratnavedi to have a close darsan of the deities. It takes place twice a day, once in the morning immediately after *abakasa* and for the second time during night immediately after sandhya arati.

On certain festive occasions, *sahanamela* is held after Sandhya Dhupa (evening bhoga). In the month of Kartika, it is held after Sandhya Arati. Sometimes, it

is held after Sakala Dhupa and on certain festive days like Ratha Yatra, Bahuda Yatra, Niladrimahodayastami, Nrusinghajanma, Dhulia Gundicha etc there is no provision of *sahanamela* at all. Though it is conducted only for one hour, in the months of Magha and Pousa, *Sahanamela* continues for two to three hours in view of the large gatherings in the Temple during these months.

Besalagi and Rosha Homa: After *sahanamela* the deities change their clothes again. This is performed between 8.00 A.M. to 8.20 A.M. in the morning. This time, the deities wear different robes and gold ornaments studded with precious stones to suit different festive occasions and seasons. Between 8.00 A.M. to 8.30 A.M. *Homa* (oblation to the fire) is performed in the Rosha Ghara (sacred kitchen) of the deities.

Thereafter, that fire is used in all the *chulis* (hearths) for cooking the food for deities. Generally, Rosha Homa and Besalagi Nitis are performed simultaneously. It is worth mentioning that this Rosha Ghara in the Temple may be described as the biggest hotel on this earth as it can feed up to one lakh people per day.

Surya Puja (worship of Sun God): Surya Puja is performed in the Bhitara Bedha (inner enclosure) near the Mukti Mandapa.

Dwarapala Puja: It signifies the worship of the divine gatekeepers of the Jaya Vijaya Dwara which is the entrance/ door between the Mukhasala/porch and the Natamandapa of the Temple.

Gopala Ballabha Bhoga:

It refers to the morning breakfast of the deities, and the time for this *Niti* is 9 am every morning. The breakfast consists of *khai (sweet popcorn), kora (coconut sweets), khua laddu,* ripe banana, curd and chipped coconuts. It is worth mentioning that the deities change their dress before every meal. After every meal betel leaf or Pan is offered to the deity.

Every day and throughout the year, fifty-six varieties of dishes (Chhappan Bhoga) are prepared and offered to the deities. Apart from this, several other varieties of dishes are also prepared and offered on the occasion of different festivals. Similarly, on specific occasions, special drinks are also offered to the deities.

Sakala Dhupa (morning meal):

It means morning food offerings to the deity at 10 am. An Arati is performed at the end of this meal and also after every Dhupa (meal)

This B*hoga* is known as *Kotha Bhoga or Raja Bhoga.* In earlier times the Raja (Superintendent of the Temple) used to bear the entire cost of materials for preparation of this *Bhoga*. At present, the cost is borne by the Temple Administration after the Temple was taken over by the Government. Three Pujapandas perform the *Bhoga Puja* with *Sodasa Upacharas* which means that the puja has 16 aspects namely *(1) Asana (seat of image), (2) Swagata (welcome), (3) Padya (water for washing the feet), (4) Arghya (offering of flower, chandana etc.), (5) Achamanya (water for sipping), (6) Madhuparka (ghee, Madhu or honey, khira or milk, dahi or curd offered in silver or brass vessel), (7) Achamanya, (8) Snana (bathing), (9) Bastra (clothes), (10) Avarana (jewels), (11) Gandha (scent and chandana), (12) Pushpa (flower), (13) Dhupa (incense stick), (14) Dipa (lamp), (15) Naivedya (food) and (16) Vandana (namaskara or prayer).* After *Bhoga Puja, Arati* is offered to the deities. This is known as Sakala Dhupa Arati, which is offered by the Pujapandas.

The *Bhoga* offered to the deity is called Prasad. The *Bhoga* after being offered to the deities is again offered to Goddess Bimala

and it then becomes a Mahaprasad i.e. Grand Prasad. Thus, Bimala temple plays an important role in giving extraordinary religious and spiritual sanctity to the food offered to the deities. In this regard, there is a beautiful story. Goddess Bimala used to occupy the Temple after its construction up till the main deities were installed in the temple. When the deities were ready for installation, they (the deities) had to take permission from Goddess Bimala to enter into the Temple. She, as the legend goes then allowed the deities to occupy the Ratnavedi on the condition that the *Bhoga* of Jagannath after being offered to them each time every day has to be re-offered to her. This is the story behind the divine Mahaprasad whose glories have been described in the Padma Purana and the Bhagavata Purana. Sakala Dhupa consists of *Kanika (sweet rice), Khechudi, Dali, vegetable curries, saga (green leaves), pitha (cakes) etc.*

Mailama and Bhoga Mandapa Bhoga: The prescribed time for this ritual is about 11.00 A.M. in the morning. After Sakala dhupa, the deities change their clothes and a puja takes place in Bhoga Mandapa, (behind the Garuda Stambha of the Nata Mandira). Huge quantity of B*hoga* such as rice, *dal*, curries, cakes of different kinds, *saga* etc. is offered to the deities. Pujapandas perform Bhogapuja. Traditionally, this *Bhoga* is offered in order to provide sufficient Mahaprasad to different Mathas (monasteries), other institutions and private individuals who eat Mahaprasad as their principal meal. In other words, the Suaras (authorized cooks) of the Temple prepare sufficient quantities of food in the Rosha Ghara on commercial basis for pilgrims and others.

The Mahaprasad as mentioned earlier is held with utmost regard by the devotees. The Mahaprasad should be taken with pure devotion and should never be taken with any other food. As a mark of utmost regards to Mahaprasad it has to be taken only by sitting on the floor. The Mahaprasad is free from caste discriminatory practices prevalent in orthodox Hindu society.

Madhyahna Dhupa (mid-day meal): The time for the mid-day meal is between 12.30 P.M. to 1.00 P.M. in the afternoon. Three Pujapanda Sevakas perform the Bhoga Puja in the Pokharia (the space around the Ratnavedi in the Garbhagriha) with *Sodasa Upacharas* in the same manner as in the Sakala Dhupa. This time the *Bhoga* items are more in number than that of Sakala Dhupa. The same categories of Sevakas as in the Sakala Dhupa are engaged in this *Niti*. As it has been noted earlier, Madhyahna Arati is offered to the deities by the Pujapanda Sevakas after the Madhyahna Dhupa.

Madhyahna Pahuda: After the Madhyahnna Dhupa, the deities enjoy a siesta, called Pahuda. It is important to note that if the *Nitis* have been performed in time and if time permits, then only the deities retire for afternoon nap during which the doors remain shut. This *Niti* is performed generally between 1.00 P.M. to 1.30 P.M. in the afternoon.

Sandhya Arati (evening lamp offering): After opening of the doors, the Sandhya Arati is offered to the deities by the Taluchha and Palia Pushpalaka Sevakas. If there is no Madhyahna Pahuda, then the Sandhya Arati is offered after the Madhyahna Dhupa and after the change of clothes.

Sandhya Dhupa (evening meal): The time for this *Niti* is between 7.00 P.M. to 8.00 P.M. in the evening. The puja rituals are similar to that of Sakala dhupa. The items

of this Dhupa include varieties of puddings; confectionaries and delicacies called *Kanla Puli, Takua, Mathapuli, Bhogapitha, Gotali, Kakara, Amalu, Jhadeineda, Kadamba and Subasa Pakhala.* After this Bhoga Puja, again Arati called Sandhya Dhupa Alati is performed by the Pujapanda sevakas. This Arati is also known as Jaya Mangala Arati.

Sahanamela (public darsan of the deities): As per the rules, Sahanamela follows the Sandhya Dhupa. But in case the previous *Nits* do not take place in time and the Sandhya Dhupa is delayed then this *Niti* is skipped and the subsequent *Niti* called Mailama follows.

Mailama and Chandanalagi: As a part of this ritual the deities change their clothes and are anointed with chandana mixed with camphor, kesara and kasturi.

Badasinghara Besa: After *Chandanalagi*, the deities are dressed up again which is known as Badasinghara Besa i.e. in Baralagi Pata (silken robes). Some portion of the Gitagovinda of Jayadeva is woven into the texture of these robes. The deities are decorated again with flower, flower garlands and floral headgear.

Badasinghara Dhupa: This is the last Bhoga of the day offered around 11.00 P.M. at night. For this, bhoga puja is performed by the Pujapanda Sevakas following the principle of Pancha Upacharas, sitting on the floor of the Ratnavedi. This time the quantity of Bhoga is much less and the items are *Pakhala and Kanji*, some fries like *Kadalibada* and sweets like *khiri*. Thereafter, the Badasinghara Dhupa Arati is offered to the deities by the Pujapanda Sevakas.

[(1)http://desipedia.desibantu.com
(2) http://www.shreekhetra.com]

◆ ॐ ◆

Divya Vani

- *If you dedicate yourself even your body at the sacred feet of Guru, you will achieve the full benignancy of God. You cannot realize the Omnipotent God without relinquishing your all possessions. Happiness does not come through addiction to property, it comes only through the realization of the great (Bhuma).*
- *Capitulation is the offering of everything you have. You have taken all those things from Him so you have to bestow everything to Him. When you surrender completely with all your belongings to Him, God will take the responsibility your bonafide welfare.*
- *Unfeigned love to God is very secret and intimate thing. It cannot be achieved by any endeavour. Only by the blessings of Guru you can attain this heavenly devotion. There is nothing precious than this ardor. The Gopies are its brightest examples.*

– Swami Rash Bihari Das Kathia Babaji Maharaj

NARAYAN! ... NARAYAN!

Sri Subhadeep Kar

Not known to possess a religious bent of mind and to a great extent having a nonchalant attitude towards God and religion, I was strangely surprised to find tiny ripples of desire to visit Vrindavan within my consciousness, as I came across a road sign pointing towards the fabled town, somewhere near Mathura, when I was travelling from Delhi to Agra with some of my friends who all wanted to catch a glimpse of the Taj Mahal.

Since childhood, my consciousness has been sprinkled with countless references to Vrindavan from countless fables and stories, all intertwined with the countless nuances of Lord Krishna's persona. This apart, my parents quite unlike me, are often found devotedly prostrate at the feet of The Lord... or at least paying him their obeisance in one way or the other, if not at home, then at Kathia Baba Ka Sthan in Vrindavan or at some other holy site within the landmass of our country... or even in the middle of the sea. In fact, I was made to understand that our household is an extension of Lord Krishna's Brajabhoomi! So, to an extent, it somewhat explains the basis for such silent desire brewing within me.

As we were driving along towards Agra, I was getting caught up in an eccentric dilemma, the desire to visit Vrindavan was getting stronger by the minute; yet I was wary of the sarcasm I would have no endure if I took off the non-believer aura that I had so *'religiously'* cultivated around myself. The lilting 'Gurbaani being played on the car's stereo system only seemed to heighten my dilemma – there were these calls to surrender before the *Ultimate* – yet I seemed loathe to abandon my ego.

The sight of the majestic Taj Mahal was indeed breathtaking, but what seemed to draw my attention was the inspiration, the desire, the drive the Mughal Emperor, Shah Jehan must have had to make this splendid monument see the light of the day, the turmoil his mind would have had endured while it was being built and what could have been the state of his mind when his eyes finally set on this magnificent edifice in all its completeness.

While at Agra, the soft desire within me to visit Vrindavan was hardening into determination, but I was not quite sure how far the fabled town was from the road signage I had come across and how would my friends react if I had expressed this desire before them. My silent desire was perhaps driven by the fact that, since gaining awareness of the world around me, I have seen my grandparents and parents draw great solace from Kathia Baba Ka Sthan on Gurukul Road in Vrindavan and perhaps that is why, almost by instinct, a silent prayer emerged from within me unto the unknown that I should somehow be led to my desired destination. At the same time, I also realized that desires are met more by action than just idle prayer.

Soon we left Agra andon our way back to Delhi one of my friends asked our driver to stop at a place where we could buy some *petha*. Our driver assured to take us to a famous Petha Shop on the outskirts of Agra and soon led us there. After leaving that place I suggested we also get some *peda* from Mathura and in the same breath asked our driver the distance of Vrindavan from Mathura. I am by no means, interested in sweets and nor is anyone in our family, but I thought Mathura ka Peda could definitely prop up the prospects of making our way to Vrindavan without making my desire obvious to my friends.

I was thrilled to hear from our driver that Vrindavan is hardly a 15 km drive from Mathura and so I further enquired whether he knew the direction of Gurukul Road in Vrindavan, to which he again he assured that it would not be too difficult a job. I seemed to sense my friends eyeing me with suspicion and so, without waiting for the commencement of any investigation, I explained to them briefly about the little I know of Nimbarka Sampraday and where exactly I fit into the scheme of things here. I was somehow able to convince them that my intended visit to Kathia Baba Ka Sthan was actually all about paying my tributes to my preceding generations... perhaps this was indeed, the prime motivating factor leading me onward to Vrindavan that day.

Within a matter of minutes of entering Vrindavan, We were driving along Gurukul Road and soon stopped in front of Kathia Baba ka Sthan. As I entered into the ashram premises an elderly sadhu smilingly walked towards me. I greeted him with a *namaskar* and asked him if I could have a darshan of Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaji. The elderly sadhu replied in the affirmative while adding that Maharajji was offering puja and I would have to wait for sometime.

I don't know why, but all the while that day that we were travelling towards this place, I was blindly confident of meeting Maharajji at this venerated place, not withstanding the fact that I was seeking to meet an entity whose schedule is set months in advance and entails travels to distant lands. In the meantime, I entered the Natmandir, where I stood face to face with Vrindavan Bihariji. I bowed before this image of Lord Krishna at the pinnacle of his Raas Leela with Radha Rani. A young sadhu was preparing for the evening Arati. He offered me some charanamrita and a few charantulasis while striking up a conversation.

Soon Maharajji's puja was over and I was beckoned to his chamber. I paid him my obeisance and received his blessings, he enquired about my parents, my wife my son and then, from that very spot, I phoned my mother to tell her where I was. I knew that this would be an unbelievable moment for her... I was rendered speechless at my mother's expression of joyous astonishment. I do not know if I have ever caused her any moment happier than this!

Holding back my emotions, I look leave of Maharajji and proceeded towards the temple dedicated to Sri Sri 108 Swami Dhananjay Das Kathia Babaji Maharaj, through whom I was ordained into Nimbaraka Sampraday way back in 1982. I do not remember of having met him ever again in person after such ordainment, but here I stood spellbound before this almost life-like

image of his. Words of Guru Vandana began to flow spontaneously from my lips and I could almost hear the shattering of my ego as I lowered myself to lay prostrate before this image. For a few moments I could sense a feeling of absolute peace within and around me... no desire, no emotion, no thought. This was followed by a feeling of warmth and teardrops welled up in my eyes for no explicable reason... perhaps I had struck a chord with my preceding generations! I felt blessed!

Leaving the ashram premises in a blissful state of mind, I returned to the car and must have immediately fallen asleep. I only seemed to have woken up at our driver's words that we were entering Delhi. On my return home I narrated the whole episode to my family.

My mother said that this was one way by which Maharajji pulled me by my ears to lead me back to the path from where I was veering away and my wife, in jest, likened me to Sage Narada because, she said, I had somewhat manipulated the situation to make my friends agree to visit Vrindavan. I had no answer to my mother's observation, but replied to my wife that I was needlessly apprehensive of my friends, who I later realized, had actually shown great respect for my feelings that had I expressed to them.

Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudeva
Meheshwaraha
Guru Sakshat Param Bramhma, Tasmay
Sri Gurave Namah.

◆ ॐ ◆

Divya Vani

- *As our knowledge is covered with Maya(illusion) we become proud and consider ourselves as masters of all possessions.*
- *You have to prove your superiority by your deeds and not by upbraiding others.*

– Swami Dhananjoy Das Kathia Babaji Maharaj

- *Celestial love for God is expressed not by words, but by deeds. This cherubic love is felt at the heart of the devotees. They are identified by their behavior.*
- *You have to fix the number and time of japa(praying silently) the secret and sacred mantra given by your Guru. Try to proliferate the time of recitation and meditation. Do not lessen it.*
- *As we have not the faith in the holy existence of God, we become apprehensive. If we have such a feeling that the Omnipotent God always keeps watch on us, we have nothing to worry about.*

– Swami Rash Bihari Das Kathia Babaji Maharaj

Ekadashi Bhog Recipes

Sri Dwaipayan Datta

In this issue we will be sharing with you the recipes of some snacks and desserts that can be offered to the Lord on the day of Ekadashi.

I. Sabudana Upma

Ingredients:

- 1½ Cup sabudana
- ¼ Cup ghee
- 1 Tsp. cumin seeds
- 7-8 Fresh curry leaves
- 1 Hot green chili, chopped
- ¼ Tsp. hing
- 1½ Cup potatoes, boiled and cut coarsely
- ½ Cup coarsely powdered roasted peanuts
- 1 Tbsp. freshly shredded coconut
- 1¼ Tsp. salt
- 1 Tsp. sugar

Method of Preparation:

1. Wash the sabudana with water and drain. Pour water until it just reaches the surface of the sabudana. Leave for 6 hours to soak.
2. Heat ghee in a pan over moderate heat, add cumin seeds and when they darken a few shades, add curry leaves, green chili and sprinkle hing. Add the sabudana and combine well with the spices. Cover and cook over very low heat until the sabudana is soft.
3. Add the potatoes, peanuts, coconut, salt and sugar. Cover and cook over low heat for another 7-8 minutes.

II. Sabudana Vada

Ingredients:

- 1 Cup sabudana (soak for 4-5hours)
- 2 Big potatoes - boiled & mashed
- 2 Tbsp. chopped cabbage
- 1/2 Tsp. grated ginger
- 1 Tbsp. chopped coriander leaves
- Green chilies/ pepper powder to taste
- Salt to taste
- Oil for deep frying

Method of Preparation:

1. Heat the pan, add sabudana, sprinkle little water on it and toss it. When it is soft remove and cool it (3-4min).
2. Combine softened sabudana with all the other ingredients and mix well.
3. Make small balls of the mixture and press it to 2 diameter inch size.
4. Deep fry in oil or ghee to make crispy sabudana vada.

III. Kuttu Atta Pakora

Ingredients:

- 100 Gms. buckwheat flour (kuttu)
- 10 Gms. rajgiri flour
- 1 Tbsp. ginger paste
- Salt to taste
- 2-3 boiled potatoes
- 1 Green chilli chopped
- 2 Tbsp. Coriander leaves chopped
- 4-5 Curry leaves chopped
- Oil for deep frying

Method of Preparation:

1. Mix Kuttu flour, rajgiri flour,

ginger and salt. Add water and mix to form a smooth batter. Set aside.

2. Mix mashed potatoes, green chillies, coriander leaves and curry leaves.
3. Make one inch diameter sized balls of the mixture.
4. Cover the balls with the batter and deep fry in oil.
5. Offer it to Lord Krishna and serve when hot.

IV. Sago Kheer

This is one of the most common sweet dishes made on occasions when fast is observed. Whole milk is used to make the payasam thick.

Ingredients:

- ½ Cup sago/sabudana
- ¾ Cup sugar (adjust to taste)
- 4 Cups milk
- 8-10 Cashew nuts
- 10-12 Raisins/dry grapes
- 1 Tsp. ghee
- ¼ Tsp. cardamom powder
- Few saffron strands

Method of Preparation:

1. Mix 1 tbsp warm milk with saffron strands.
2. Dry roast sago in a heavy bottom pan for couple of minutes. Add milk to it and cook till the sago becomes tender.
3. Heat ghee in a small pan. Fry cashew nuts and Raisins. Add to the sago and mix well.
4. Allow it to cool. Then add cardamom, sugar and the saffron mixture.

IV. Mango Lassi

Ingredients

- 1½ Cups chopped mango
- 1½ Cups fresh curds (dahi) , made from full fat milk
- ½Cup milk
- 6 Tsp powdered sugar
- 4 to 5 Ice cubes to serve

Method of Preparation

1. Combine all the ingredients, except the ice-cubes, and blend in a mixer for 2-3 minutes.
2. Pour into 4 individual glasses and serve immediately.

V. Coconut Sheera

Ingredients:

- 2½ Cups coconut cream
- 1 Litre full fat milk
- ½ Cup sugar
- 5 Cardamom (elaichi) pods, crushed
- 1/4 Cup chopped cashew nuts
- Ghee for greasing

Method of Preparation

1. Soak the cashew nuts in hot water for about 10 minutes. Drain and keep aside.
2. Mix together the coconut cream and milk and simmer in a non-stick pan, stirring continuously.
3. When it reduces to half, add the sugar and continue simmering on a low flame stirring continuously till it thickens and leaves the sides of the pan and resembles khoya.
4. Add the cardamom and cashew nuts and mix well & Pour into a serving bowl and let it cool.

ASHRAM SAMVAD

- In keeping with its venerated tradition, **Sri Kathia Baba Ka Sthan, Sri Dham Vrindavan** as well as the other ashrams of Sri Nimbarka Sampradaya are religiously observing all occasions like *Sri Krishna Janmasthami, Annakut, Akshaya Tritiya, birth and death anniversaries of the Acharyas of Sri Nimbarka Guru Parampara* and all other events that have traditionally been celebrated over centuries. Bhandara and Sadhu Seva are being organized as an integral part of these celebrations.

- At Dwarka (Okha Road, Opp. Rukmini Mandir) the principal pilgrimage site of the Nimbarka Sampradaya, Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Baba Sevashram was established and inaugurated on the auspicious occasion of Dol Purnima last year by Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj. The idol of Sri Sri Radha Gopinath Bihari Ji was also inaugurated by Sri Sri Babaji Maharaj during the occasion. Several spiritual and cultural festivities were arranged under the able guidance of Sri Babaji Maharaj.

- The auspicious Maha Kumbh Mela will be organized from August 15, 2015 to September 10, 2015 (tentatively) at Nasik (Maharashtra) which is situated on the banks of the holy Narmada River. During this spiritual mega-event, Shahi Snan (ritualistic bath) will be performed on three (3) auspicious dates and arrangement for daily Sadhu Seva will also be made. We look forward to your participation in the Maha Kumbh Mela at Nasik.

- The auspicious Purna Kumbh Mela will take place at Ujjain, Madhya Pradesh during April/May, 2016. Several ritualistic programs and humanitarian services (Nar-Narayan Seva, Medical Camp, Cloth Donation Camp etc.) will be conducted during this spiritual extravaganza. We look forward to your participation in the Maha Kumbh Mela at Ujjain.

- The newly erected idol of Sri Sri Thakurji was established at Sri Nimbarka Ashram (Sylhet, Bangladesh) in a grand ceremony conducted in the august presence of Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj. A great multitude of devotees graced the occasion. Pandits from the holy land of Kashi performed sacrificial rites during the occasion. Several spiritual and cultural events were also organized during the event.

- The fifty-fourth birth anniversary of Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharajji was commemorated by Sri Kathia Baba Charitable Trust, Guwahati from December 28, 2012 – January 4, 2013 at Ganesh Mandir Indoor Stadium Field, Khanapara, Guwahati. The Trust had organized a spiritual fiesta, spanning across eight days, which included an array of activities including *Srimad Bagawat Katha, Sri Gopal Maha Yajna, Yugal*

Naam Sankirtan, Akhanda Prasad Distribution etc. During this occasion KBCT, Guwahati donated a laptop, an Aqua Guard and a sewing machine among the less privileged members of the society. The Trust also launched its ambulance for provision of free service to the economically marginalized people in this occasion.

- Sri Guru Purnima Mahamahotsav, 2013 was observed at Vishweshwari Matri Mandir, Churaibari (Tripura) in the auspicious presence of our revered Gurudev, Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharajji. During the occasion the following programmes were organized: *Srimad Bagawat Katha, Sri Gopal Maha Yajna, Yugal Naam Sankirtan, Akhanda Prasad Distribution etc.* The ceremonial performance of Sri Sri Guru Puja was organized on the pious occasion of Sri Guru Purnima. The Programme was brought to its closure with the rendition of devotional songs by a renowned bhajan singer from Mumbai.

- Sri Babaji Maharaj will undertake a tour to Chattagram, Coxbazar, Bamoi, Habiganj and Sylhet on November, 2014.

- A week long Srimad Bhagavat Katha Mahayajna was organized at Sri Kathia Baba Ka Sthan, Vrindavan from 18 October, 2013 to 25 October, 2013. Jhara Bhandara was organized on the eighth day and the programme was brought to a grand closure.

- The Inaugural Programme of Sri Swami Dhananjoydas Kathia Baba Sevashram, located at Ashwini Kumar Road, Tinsukia was organized From November 10, 2013 to November 16, 2013. On this auspicious occasion *Srimad Bagawat Katha, Sri Gopal Maha Yajna, Yugal Naam Sankirtan, Akhanda Prasad Distribution etc* were organized. Sri Babaji Maharaj graced the occasion and a huge crowd of devotees participated in this memorable event.

- The 55th birth anniversary of Sri Sri Babaji Maharaj, Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharajji was observed at Dharmanagar, Tripura . On this joyous occasion *Srimad Bagawat Katha, Sri Gopal Maha Yajna, Yugal Naam Sankirtan, Akhanda Prasad Distribution etc.* were organized. Several other spiritual and cultural events were organized in the course of this auspicious celebration. The programme ended on the eighth day with the ceremonial performance of Sri Sri Guru Puja in the morning and rendition of devotional songs in the evening.

- Located on the picturesque terrain overlooking the mighty Brahmaputra, Sri Swami Dananjaydas Kathia Baba Sadhashram, Guwahati was inaugurated on 11 January, 2014 - the pious death anniversary (*tirobhav tithi*) of Sri Swami Ramdas Kathia Babaji Maharaj. Sri Babaji Maharaj, Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharajji presided over the inaugural ceremony of the ashram and also established the

newly erected idol of Sri Sri Gopijanaballabha Ji at the ashram. During the Inaugural Programme, *Srimad Bagawat Katha, Sri Gopal Maha Yajna, Yugal Naam Sankirtan, Akhanda Prasad Distribution etc.* were organized.

- On the occasion of Dol Purnima on 16 March, 2014, a marble image of Sri Kakaji Maharaj – Sri Purushottamdasji Maharajji was inaugurated by Sri Babaji Maharaj at Sri Nimbarka Ashram, Badhar Ghat, Agartala. The occasion was marked by several spiritual and cultural programmes. The participation of a huge crowd of devotees contributed towards the success of the programme.

- A week long programme comprising of Srimad Bhagawat Katha Mahayajna (by Sri Nababrata Brahmachari) and Sri Gopal Mahayajna was organized at Bhara, West Bengal (the birth place of Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharaj) in the august presence of Sri Babaji Maharaj from 1 April, 2014 to 7 April, 2014.

- Sri Guru Purnima (July, 2014) will be celebrated at " Rajiv Bhavan" - Silchar, Assam in the blessed presence of Brajavidehi Mahanta & Sri Mahanta of Vaishnava Chatuh Sampradaya - Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj) under the initiative of Sri Shankar Sen. This momentous occasion will be marked by *Srimad Bagawat Katha, Sri Gopal Maha Yajna, Yugal Naam Sankirtan, Akhanda Prasad Distribution etc.* Apart from the several spiritual programmes that will be organized, several other charitable and cultural events will also be put up. All devotees are cordially invited to the programme. It is desired that you contribute towards the success of this forthcoming celebration through your whole hearted participation.

- Shuva Abirbhav Mahamahotsav of Brajavidehi Mahanta & Sri Mahanta of Vaishnava Chatuh Sampradaya - Sri Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj will be celebrated at Karimganj from 6 December, 2014 to 13 December, 2014 under the auspices of Sri Kathia Baba Charitable Trust, Karimganj. The programme will consist of *Srimad Bagawat Katha, Sri Gopal Maha Yajna, Yugal Naam Sankirtan, Akhanda Prasad Distribution etc.* Several other cultural and charitable programmes are also on the anvil. Invitation is extended to all devotees across the country to partake of this joyous celebration.

- Your attention is drawn towards the Smriti Mandir that is being constructed in honour of Sri Sri 108 Swami Ramdas Kathia Babaji Maharaj at Lonachameri (the birth place of Sri Kathia Baba) located at a short distance from Amritsar, Punjab.

- The construction of Sri Nimbarka mandir at Siliguri and that of Sri Dhananjoydas Kathia Baba Sevashram at Dhakshineshwar, Kolkata is underway

and is steadily progressing towards completion.

- Any grievance related to the non-receipt of letters and publications being circulated by the Ashram may kindly be directed to- Sri Kathia Baba Ka Sthan, Gurukul Road, PO: Vrindavan, Dist. Mathura, UP- 281121.

- Any donation towards ashram construction, *Nitya Seva*, charitable activities and other services conducted under the auspices of Sri Kathia Baba Charitable Trust may kindly be sent in favour of Sri 108 Swami Rash Behari Das Kathia Babaji Maharaj at the following address:
Sri Kathia Baba Ka Sthan
Gurukul Road, PO: Vrindavan,
Dist. Mathura, UP- 281121.
Alternatively, the amount may be transferred through internet banking to the following account:
Thakurjee Sri Sri Vrindaban Beharijee
A/C No. – 10684298672
SBI, Vrindavan, Branch Code: 2502,
IFSC – SBIN0002502

Divya Vani

- Your tongue will be consecrated by procuring prasad, the fragrance of the garlands offered to Sri Sri Thakurji, sanctifies your nose and if you hear the "*Radhe Krishna Radhe Krishna Krishna Krishna Radhe Radhe*" chanting your ears will become sanctified and if you see the deity of Sri Sri Thakurji, your eyes will be hallowed. In this way if you dedicate all your organs , you will be free from any blemish.

– Swami Ram Das Kathia Babaji Maharaj

- When a person is under stress and strains, and feels humiliated or insulted, he should not be disappointed at all.It is God's peculiar way of bringing you nearer to Him through suffering.

– Swami Santa Das Kathia Babaji Maharaj

- Respect your parents. Their blessings will bring for you the benediction of the Lord.

– Swami Dhananjoy Das Kathia Babaji Maharaj

- You should not hurt other even by your words. You must not speak an unpleasant truth unnecessarily. You will loss your receptivity if you have no control over your speech.
- Prasad, i.e. edible things offered to Sri Thakurjee is the most precious food. Nothing can be compared with the prasad. The excellence of prasad is inexpressible. Always take prasad with a great reverence, do not waste a bit of it.

– Swami Rash Bihari Das Kathia Babaji Maharaj

Ashrams of Sri Kathiababa Charitable Trust
Sri Kathiababa ka Sthan, Sridham Vrindaban

Head Quarters
Sri Kathiababa ka Sthan
Gurukul Road, Sridham Vrindaban, Mathura, U.P.
Ph. : 0565 2442770

Branch Ashrams :

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  Devpura, Haridwar,
  Uttaranchal
  Phone – 01334-226730

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  Baliapanda, Sipasurubali,
  Puri, Orissa
  Phone – 06752-230244

- **Sri Nimbark Smriti Sangrahalaya**
  Gopal Dham, 46/39 S.N. Banerjee Road
  Kolkata – 700014
  Phone: -+91-9831338884, 9331941655

- **Sri Nimbark Ashram**
  Badhar Ghat Agartala, Ph. – 09436124615

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  Vill-Daulatpur, PO:-Sendanga,
  Ashok Nagar, North 24 Parganas, W.B.
  Phone -+91- 9733658641

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Milan Mandir**
  Vill+PO: Manik Bazar,
  Bankura, Phone-:+91-9434185554

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  Ghoghomali bazaar, Siliguri,
  phone: 9435037856

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa sevashram**
  Kailasahar, assam

- **Sri nimbarka sadhanashram**
  Murabasti, lamding,
  assam

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  Temple Road,
  Pandu, Guwahati-12,
  Assam
  Phone:-+91-9435042912

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  Ashwini Dutta Road
  Tinsukia, Assam,
  Phone: - +91-9435037856

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  Opp. – Rukmini Mandir
  Dwarka, Gujrat
  Phone : 09401352121

- **Sri Dhananjoy Das Kathiababa Sevashram**
  (Under Construction)
  11, Upendranath Mukherjee Road,
  P.O. : Dakshineswar,
  Kolkata-700076.
  Phone – +91-9874452658

Wednesday, October 12, 2016
3:02 PM

राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे

श्रीनिम्बार्कज्योति

निम्बार्कज्योतिरस्माकं चेतसस्तिमिरापहम्।
ज्योतिषा द्योतयन लोकं जयताद् भुवि सर्वदा।।

राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम राधे राधे

नियमावली

- 'श्रीनिम्बार्क ज्योति' का वर्ष अप्रैल/मई अक्षयतृतीया से प्रारम्भ होता है।
- आप कभी भी इसका आजीवन सदस्यता शुल्क १२०० रुपये भेजकर सदस्य बन सकते है। जो आजन्म के लिए सदस्य बनना चाहते हैं वे ही सदस्यता शुल्क भेजें। वार्षिक/मासिक शुल्क ग्रहणयोग्य नहीं है।
- साल के किसी मास से सदस्य बन सकते हैं। सदस्य हो या न हो कोई भी पत्र सेवार्थ सहायता भेज सकते हैं।
- 'श्रीनिम्बार्क ज्योति' में केवल शोधपूर्ण आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रबन्ध, कविता, कहानी तथा भक्तचरितादि ही छपते है। अत: कृपया अन्य विषय के लेख आदि भेजने का कष्ट न करें। अमनोनीत लेख आदि वापस नहीं भेजा जायेगा।
- किसी भी लेख आदि को छपाना या न छपाना पूर्ण रूप से सम्पादक का इच्छाधीन है। अत: सारगर्भ लेख आदि भेजने में ध्यान रखें।
- इस पत्र विषयक विशेष जानकारी के लिए- 'श्रीनिम्बार्क ज्योति कार्यालय' श्रीगोपाल धाम, ४६/३९, एस.एन.बनर्जी रोड, कोलकाता-७०० ०१४, फोन- ९८३१३३८८८४ से सम्पर्क करें।
- समालोचना के लिए किसी भी धार्मिक एवं साहित्यिक पुस्तक भेज सकते हैं।

श्रीकाठियाबाबा का स्थान गुरुकुल रोड श्रीधाम वृन्दावन के द्वारा होनेवाली जनसेवार्थ पारमार्थिक सेवायें

''श्रीनिम्बार्कज्योति'' भाषात्रयात्मक- पत्र का प्रकाशन, अंग्रेजी, हिन्दी, उड़िया, बंगला एवं असमी भाषाओं में ग्रन्थों का प्रकाशन, ''काठियाबाबा पुस्तकालय'' विश्व में श्रीनिम्बार्क दार्शनिक मतवाद का प्रचार प्रसार अखण्ड सन्तसेवा, भारत तथा विदेशों में आश्रमों का निर्माण।

शुभ प्रकाश - गुरू पूर्णिमा १२.०७.२०१४

विषय-सूची

- विशुद्ध श्रीश्रीगुरुपरम्परा ३०
- सम्पादकीय ३१
- श्रीकाठियाबाबा चेरिटेवल ट्रस्ट, श्रीधाम वृन्दावन, द्वारा परिचालित सेवायें ३३
- विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है .... श्रीमगनलालजी चाण्डक ३४
- मैं कौन हूँ? (यथागत/तथागत) .... श्रीवालकृष्णजी गर्ग ३६
- मातृदेवो भव! .... संत श्रीविनोबा भावे ३७
- 'करने' में सावधान और 'होने' में प्रसन्न [स्वस्थ एवं शान्त रहनेका महामन्त्र] .... डॉ० श्रीभीकमचन्दजी प्रजापति ३९
- अपनेको जानौ .... डॉ० श्रीगणेशदत्तजी सारस्वत ४३
- श्रीहरिको प्रेमपूर्वक हृदयमें धारण करनेका फल .... श्री जय जय बाबा ४६
- भागवतधर्म—पञ्चम पुरुषार्थ .... बालयोगी श्रीशंकरानन्दजी ब्रह्मचारी ४८
- हिन्दी-कवियोंके नीतिवचनामृत .... प० श्रीउमाशंकरजी मिश्र 'रसेन्दु' आचार्य ५१
- आश्रम संवाद ५४
- श्रीधाम वृन्दावन द्वारा परिचालित आश्रमसमूह का पता एवं फोन नम्बर ५६

विशुद्ध श्रीश्रीगुरुपरम्परा

१) श्रीहंस (नारायण) भगवान्
२) श्रीसनकादि भगवान्
३) श्रीनारद भगवान्
४) श्रीनिम्बार्क भगवान्
५) श्रीनिवासाचार्यजी महाराज
६) श्रीविश्वाचार्यजी महाराज
७) श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी महाराज
८) श्रीबिलासाचार्यजी महाराज
९) श्रीस्वरूपाचार्यजी महाराज
१०) श्रीमाधबाचार्यजी महाराज
११) श्रीबलभद्राचार्यजी महाराज
१२) श्रीपद्माचार्यजी महाराज
१३) श्रीश्यामाचार्यजी महाराज
१४) श्रीगोपालाचार्यजी महाराज
१५) श्रीकृपाचार्यजी महाराज
१६) श्रीदेवाचार्यजी महाराज
१७) श्रीसुन्दर भट्टाचार्यजी महाराज
१८) श्रीपद्मनाभ भट्ट महाराज
१९) श्रीउपेन्द्र भट्ट महाराज
२०) श्रीरामचन्द्र भट्ट महाराज
२१) श्रीबामन भट्ट महाराज
२२) श्रीकृष्ण भट्ट महाराज
२३) श्रीपद्माकर भट्ट महाराज
२४) श्रीश्रवण भट्ट महाराज
२५) श्रीभूरि भट्ट महाराज
२६) श्रीमाधव भट्ट महाराज
२७) श्रीश्याम भट्ट महाराज
२८) श्रीगोपाल भट्ट महाराज
२९) श्रीबलभद्र भट्टाचार्यजी महाराज
३०) श्रीगोपीनाथ भट्ट महाराज
३१) श्रीकेशव भट्ट महाराज
३२) श्रीगांगल भट्ट महाराज
३३) श्रीजगद्विजयी श्रीकेशवकाश्मीरि भट्ट महाराज
३४) आदिवाणीकार श्रीश्रीभट्टाचार्यजी महाराज
३५) महावाणीकार श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज
३६) श्रीस्वभूराम देवाचार्यजी महाराज
३७) श्रीकर्णहर देवाचार्यजी महाराज
३८) श्रीपरमानन्द देवाचार्यजी महाराज
३९) श्रीचतुरचिन्तामणि देवाचार्यजी महाराज (नागाजी)
४०) श्रीमोहन देवाचार्यजी महाराज
४१) श्रीजगन्नाथ देवाचार्यजी महाराज
४२) श्रीमाखन देवाचार्यजी महाराज
४३) श्रीहरि देवाचार्यजी महाराज
४४) श्रीमथुरा देवाचार्यजी महाराज
४५) श्रीश्यामलदासजी महाराज
४६) श्रीहंसदासजी महाराज
४७) श्रीहीरादासजी महाराज
४८) श्रीमोहनदासजी महाराज
४९) श्रीनेनादासजी महाराज
५०) काठकौपिन प्रबर्तक श्रीइन्द्रदास काठिया बाबाजी महाराज
५१) श्रीबजरंगदासजी काठिया बाबाजी महाराज
५२) श्रीगोपालदासजी काठिया बाबाजी महाराज
५३) श्रीदेवदासजी काठिया बाबाजी महाराज
५४) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीरामदास काठिया बाबाजी महाराज
५५) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीसन्तदास काठिया बाबाजी महाराज
५६) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीधनंजयदास काठिया बाबाजी महाराज
५७) ब्रजविदेही चतुःसम्प्रदाय श्रीमहन्त श्रीस्वामी रासविहारीदास काठिया बाबाजी महाराज (वर्तमान)

सम्पादकीय

त्याग साधन ही परमशान्ति का उपाय है

मानव जीवन का चरम लक्ष्य भगवत्प्राप्ति ही है। किन्तु शास्त्रकारों ने और अनुभवी सन्तों ने भगवत्प्राप्ति के मार्ग में कई विघ्न ऐसे बतलाते हैं, जिनको पार किये बिना भगवान की प्राप्ति के मार्गपर आगे बढ़ना बहुत ही कठिन है। उन विघ्नों में प्रधान विघ्न हैं— अहंकार, ममता, कामना एवं आसक्ति। अज्ञान या मोह तो इन सबका मूल कारण ही है। अज्ञान के नाश से इन सबका नाश अपने आप हो जाता है। अज्ञान कहते है न जानने को और न जानने का मतलब है भगवान के स्वरूप को न जानना। जिनको भगवान के स्वरूप की पहचान हो जाती है, वे इन सारे विघ्नों को सहज ही पार कर जाते हैं। परंतु अज्ञान का नाश न हो, जब तक भगवान के तत्त्व-स्वरूप की जानकारी न हो, तब तक क्या हाथ पर हाथ धरे यों ही बैठे रहना चाहिये? नहीं आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का प्रयोग बुद्धिमानी पूर्वक भगवान में करना चाहिये। आदर्श ऐसा होना चाहिये कि एकमात्र भगवान में ही आसक्ति हो, एकमात्र भगवान को ही पाने की अनन्य कामना हो, एकमात्र श्रीभगवान के चरणों में ही अहेतुकी ममता हो, और एकमात्र श्रीभगवान के दासत्त्व का ही भक्त हृदय में शान्ति-सुधा बरसाने वाला आदरणीय अहंकार हो। इस प्रकार इन चारों के दिशा परिवर्तन का अभ्यास करने से क्रमशः इनका दूषित रूप नष्ट हो जायगा। तब ये मोह के पोषक न हो कर उसका नाश करने में सहायता देंगे और ज्यों ज्यों मोह का नाश होगा, त्यों त्यों भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा, त्यों ही त्यों एकमात्र उन्हीं के साथ इन चारों का संबंध बढ़ जायगा। फिर तो इनका नाम भी बदल जायगा और इन्हें विशुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति के रूप में पाकर भक्त कृतार्थ होगा। उस भक्ति के द्वारा भगवान की यथार्थ जानकारी तथा भगवत्तत्त्व का सम्यक ज्ञान होगा और उस ज्ञान का उत्पन्न होते ही भक्त अपने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करके कृतार्थ हो जायगा।

हमारी वृत्तियाँ सदा ही वहिर्मुखी रहती है, विषयों में कार्य जगत् में लगी रहती है। इसमें जहाँ जहाँ हमें इन्द्रियों को तृप्त करने वाला पदार्थ दीख-सुन पड़ते है, वहाँ वहाँ ही हमारा चित्त जाता है। हम उन्हीं में सुख खोजते है, परंतु यह नहीं जानते कि दिन के साथ रातकी भाँति इस सुख का सहचर दुःख सदा इसके साथ रहता है। हम सुख चाहते है और दुःख से बचना चाहते है। इसीलिए हमें दुःख भोगना पड़ता है। यदि वास्तव में हमें दुःख से बचना है तो सुख की स्पृहा भी छोड़ देनी पड़ेगी। हम उस परम सुख को तो चाहते नहीं जो सदा रहता है, जो कभी घटता-वढ़ता नहीं, जो असीम और अनन्त हैं। हम तो चाहते क्षणिक इन्द्रिय सुख, जो वास्तव में नहीं केवल भ्रमसे भासता है और विजली की तरह एकवार चमककर तुरन्त ही नष्ट हो जाता है। परंतु हम अबोध इस बात को जानते नहीं, इसी से उसके पीछे पड़े रहते है और एक दुःख के गड्ढे से निकलकर तुरंत ही दूसरा गड्ढा खोदने लगते है।

इस इन्द्रिय सुख के प्रधान-प्रधान माने गये है दो पदार्थ— एक ''स्त्री'' और दूसरा ''धन''। इसीलिए शास्त्रों ने बड़े जोरों से इनकी बुराइयों की घोषणा करके कामिनी-कांचन के त्याग का बार बार उपदेश दिया है। बात यह है कि उन विषयासक्त मनुष्य की वहिर्मुखी इन्द्रियाँ स्वाभाविक ही उन आपातरमणीय विषयों की ओर दौड़ती है। कामिनी-कांचन में रमणीयता प्रसिद्ध है। इनकी ओर लगने के लिए किसी को उपदेश नहीं करना पड़ता। अपने-आप ही इन्द्रियाँ मन को इनकी ओर खींच लेती है। जगत के इतिहास को देखने से पता लगता है कि संसार के महायुद्धों में भीषण नरसंहार में कामिनी-काञ्चन ही प्रधान तथा कारण हुए है। यहाँ इतनी बात और याद रखनी चाहिये कि पुरुष के लिए जैसे स्त्री आकर्षक है, वैसे ही स्त्री के लिए पुरुष। जैसे पुरुष का चित्त कामिनी-काञ्चन के लिए छटपटाता है, उसी प्रकार स्त्री का चित्त भी पुरुष और धन के लिए ललचाता रहता है।

परिणाम नहीं जानते इसलिए पुरुष नारी के सौन्दर्य पर और नारी पुरुष के सौन्दर्य पर मोहित होती है। और इसी लिए

विलासिता का सामान एकत्र करने की अभिलाषा से नर-नारी धन की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष के अधिक भोग से धन, धर्म और जीवनीशक्ति का नाश होता है, वैसे ही धन के लोभ से भी स्वास्थ्य, धर्म-कर्म और जीवन की वलि देनी पड़ती है। एकबार इनकी प्राप्ति या संयोग में कुछ सुख सा दिखायी देता है परंतु परिणाम में भयानक दु:ख और अशान्ति की प्राप्ति अनिवार्य होती है। जब तक इनका स्वभाविक त्याग नहीं हो जाता, तब तक कभी शान्ति ही नहीं मिलती। परम शान्ति की प्राप्ति तो इनके सर्वतोभावेन त्याग से ही होती हैं।

त्याग कोई सहज बात नहीं है। त्याग अर्थ में यहाँ पर मन से आसक्ति-ममता एवं अहंकार का त्याग समझाया गया है, वाहरी वस्तु के त्याग नहीं। वस्त्र तथा मल-मूत्र का त्याग तो स्वाभाविक है, वैसे ही दिव्य साधन-भजन के वल पर श्रीभगवच्चरणों में समर्पित चित्त होकर जो स्वाभाविक रूप से मन से कामिनी-काञ्चन की आसक्ति का त्याग करता है वही संसार में वीर भक्त है।

नित्य-निरन्तर ईश्वर के नाम चिन्तन तथा अनुशीलन अनुध्यान करने पर श्रीभगवत्कृपा से जीव कृष्णमय जीवन व्यतीत करता हुआ सांसारिक आसक्ति, ममतादियों से सम्पूर्ण रूपेण मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य पद प्राप्त होता है। अत: विषयासक्ति त्याग ही इसमें परम निदान है। वस्तुतस्तु त्यागसाधन ही परम शान्ति की प्राप्ति का कारण है। गीता जी ने भी संकेत किया है कि— त्याग से ही शान्ति मिलती है—

''त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्'' ''तस्मादसक्त:सततं कार्यं कर्म समाचर''

श्री नरहरीदास शास्त्री
सम्पादक

◆ ॐ ◆

श्रीकाठियाबाबा चैरिटॅबॅल ट्रस्ट, श्रीधाम वृन्दावन, द्वारा परिचालित सेवायें

- **कुंभ मेला** – प्रत्येक कुंभ के मेले (हरिद्वार-प्रयाग-नासिक-उज्जैन) में ट्रस्ट के द्वारा लाखों साधुओं एवं तीर्थयात्रीयों की स्वास्थ सेवा, कैम्प में रहने की व्यवस्था एवं प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। ''चार सम्प्रदाय खालसा'' कैम्प में ट्रस्ट के सहयोग से यह व्यवस्था की जाती है।
- **नरनारायण सेवा** – भारतवर्ष के विभिन्न आश्रमों में साधु-संतो एवं भक्तजनों के रहने एवं प्रसाद की व्यवस्था है। इसके अलावा झाड़ा भण्डारें के माध्यम से लाखों साधुओं को प्रत्येक वर्ष वस्त्र, कम्बल, प्रसाद एवं दक्षिणा प्रदान की जाती है।
- **गो सेवा** – श्रीधाम वृन्दावन आश्रम में अत्याधुनिक रहने की व्यवस्था एवं सुविशाल गौशाला में प्राय: सैकड़ो गौमाताओं की गौ-ग्रास दिया जाता है।
- **शिक्षा सेवा** – प्रत्येक आश्रम में विद्यार्थियों के रहने की, प्रसाद और शिक्षा की व्यवस्था नि:शुल्क की जाती है। जरुरतमंद एवं मेधावी छात्रों को शिक्षण हेतु मासिक शिक्षण शुल्क प्रदान किया जाता है। एवं प्रत्येक महिने ५० छात्रों को श्री धनंजयदास काठियाबाबा स्कोलरशिप प्रदान की जाती है। विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों के पुन: प्रकाशन एवं अल्पमूल्य में पुस्तक प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। श्रीधाम वृन्दावन में वेद विद्यालय में पठन-पाठन की व्यवस्था है। कलकत्ता आश्रम में विद्यालय स्थापना की चेष्टा की जा रही है।
- **वैदिक भागवत प्रचार** – श्रीधाम वृन्दावन और हरिद्वार आश्रम में नियमित रूप से वेद, गीता श्रीमद्‌भागवत एवं अन्य शास्त्रों व धर्मग्रन्थों के अध्ययन की व्यवस्था है।
- **पाठागार** – श्री रामदास काठियाबाबा ग्रंथागार के माध्यम से नि:शुल्क पुस्तकों के पढ़ने की व्यवस्था है।
- **वस्त्रदान** – प्रत्येक वर्ष ट्रस्ट के द्वारा श्रीधाम वृन्दावन में विधवा, साधु एवं अन्य दरिद्र जन-साधारण को वस्त्र प्रदान करने की व्यवस्था है।
- **आश्रम निर्माण** – सनातन वैदिक धर्म के प्रचार के उद्देश्य से विभिन्न तीर्थो में आश्रम निर्माण का कार्य परिचालित है। इन आश्रमों में साधु सेवा, नर-नारायण सेवा, तीर्थयात्रियों के रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाती है।
- **वृद्ध आश्रम निर्माण** – भगवदनुरागी वरिष्ठ एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए भजन करने रहने के लिए चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधायों के साथ वृद्ध आश्रम निर्माण कार्य चल रही है।
- **जल सेवा** – श्रीधाम वृन्दावन और हरिद्वार आश्रम में शुद्ध पेय जल सेवा हेतु ''प्याऊ'' की व्यवस्था है।
- **रोगी नारायण सेवा** – विभिन्न अस्पतालों में प्रति वर्ष नि:शुल्क औषधि फल, कम्बल इत्यादि प्रदान किए जाते है।
- **अन्य सेवा** – ब्रज मण्डल के विभिन्न स्थान में नि:शुल्क भोजन व्यवस्था, नेत्र परीक्षा एवं चशमा प्रदान सेवा, रक्तदान एवं स्वास्थ चिकित्सालय, पंगु, विकलांग अक्षम विभिन्न लोगों की सहायता, वृक्षरोपण एवं वृक्षपरिचर्या, प्राकृतिक आपदा या युद्धपीड़ित क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान, मेडिकल बैंक के माध्यम से विभिन्न अस्पतालो में औषध प्रदान की व्यवस्था है।
- **भविष्य की योजनायें** – ऐम्ब्युलॅन्स् सेवा, डायगनोस्टिक सेंटर निर्माण, भ्राम्यमाण मेडिकल युनिट, भ्राम्यमान पुस्तकालय के माध्यम से सनातन वैदिक धर्म का प्रचार इत्यादि सेवायें प्रस्तुत करवानें की योजनाए है।

निवेदन

सभी सहृदय भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आपलोगों की सहायता ही हमारी मूल पाथेय है। आपकी निष्ठा और योगदान से ही यह सेवामूलक कार्यसमूह सफल हो सकता है।

विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है

श्रीमगनलालजी चाण्डक

'विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है'— इस एक ही पंक्तिमें सारे जीवनकी पूरी महिमा अन्तर्हित है। यह विवेक किसी कर्मका फल नहीं है, यह आलोकित विवेकका प्रकाश मानवमात्रको परमपिता परमात्माकी अहैतुकी कृपासे मिला है। हमलोग प्राय: आकृति-विशेषको ही मानव समझते हैं, परंतु मानवकी आकृति होनेपर भी यदि वह अपनी ज्ञानशक्ति, भावशक्ति एवं क्रियाशक्तिका यथास्थान अपने विवेकके प्रकाशमें सदुपयोग नहीं करता है तो उस व्यक्तिका जीवन मानव-जैसा नहीं है। इस कारण मानव-जीवनकी महत्ता यही है कि वह अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति या निवृत्ति विवेकके प्रकाशमें ही करे,इसीसे अपना कल्याण और सुन्दर समाजका निर्माण भी होगा।

भगवान्ने मनुष्यको अपने जीवनको सम्यक् प्रकारसे चलानेके लिये और अपने लक्ष्यको प्राप्त करने के लिये ज्ञानशक्ति, भावशक्ति और क्रियाशक्ति दी है तथा विवेकका प्रकाश भी दिया है। यदि अपने विवेकके प्रकाशमें इन तीनों शक्तियोंका सदुपयोग करें तो मानवमात्रको भी वह जीवन मिल सकता है जो किसी महामानवको मिला हो। इसके लिये हमें अपने सम्बन्धमें गम्भीरतासे विचार करना होगा। दूसरी बात यह है कि अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार अपनी वर्तमान परिस्थितिका भी अध्ययन करना होगा। अपनी वास्तविक आवश्यकताकी खोज करनी होगी और शरीर-धर्म तथा स्वधर्मको भी समझना होगा।

इन सभी विषयोंपर अपने जीवनको केन्द्रमें रखकर विवेकके प्रकाशमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा तथा अपने श्रद्धेयसे भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।

१-ज्ञानशक्तिका विवेकके प्रकाशमें सदुपयोग

ज्ञानशक्ति और विवेकके प्रकाशका आपसमें गहरा सम्बन्ध है। यदि जीवनमें विवेकके प्रकाशमें ज्ञानशक्तिका आदर होने लगे तो जीवनमें असफलताका दर्शन नहीं होगा और सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो सकती है। ज्ञान-शक्ति मनुष्यको अपना जीवन अपने लिये उपयोगी बनानेके लिये मिली है। यह मानवमात्रके लिये साधनकी सबसे पहली बात है।

हमें इन्द्रियोंसे जैसे ज्ञान होता है, उसी प्रकार हमें बुद्धिसे भी ज्ञान होता है। इस दृष्टिसे बुद्धि भी यन्त्र ही है। इन्द्रियोंकी जो विषयोंके प्रति स्वाभाविक रूचि—प्रवृत्ति रहती है, उसको नियन्त्रित करनेके लिये हमें बुद्धिरूपी यन्त्र मिला है। बुद्धिके ऊपर स्वयंका शासन विवेकके प्रकाशमें होना ही विवेकयुक्त मानव-जीवन है।

आजकल एक रिवाज चल पड़ा है कि 'क्या करें संस्कार ही ऐसा है, स्वभाव खराब है, परिस्थिति ऐसी है, वातावरण बहुत ही प्रतिकूल है।'—ये सभी बातें केवल अपने बचावकी दृष्टिसे ही कही जाती हैं। दोष है स्वयंमें और मढ़ा जाता है इन्द्रियों एवं बुद्धिपर, मन और बाहरके सभी कारणोंपर।

इस बुराईका आरम्भ होता है विवेक-विरोधी सम्बन्धके स्वीकार करनेके कारण, इसीको अपने ज्ञानका अनादर भी कह सकते हैं। जिस शरीरपर अपना कोई अधिकार नहीं है, उसीको अपना मानना ही सर्वप्रथम विवेक-विरोधी सम्बन्ध है। जब साधक शरीरको अपना मानता है या अपने लिये मानता है तो साधक-जीवनसे उसका सम्बन्ध नहीं रहता। उसमें कर्तव्यके विपरीत अकर्तव्यकी प्रधानता हो जाती है। जीवन सुखके प्रलोभन और दु:खके भयसे घिर जाता है। दीनता और अभिमानसे ओतप्रोत जीवन इधर-उधर भटकता है। परंतु विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग नहीं करता है, न ही अपने जीवनको सामने रखकर अपनी समस्याओंका समाधान अपनी योग्यता, सामर्थ्य, रूचि और परिस्थितिके अनुसार ढुँढ़ता है। इस प्रकार साधक पराश्रय और परिश्रमके द्वारा भक्ति एवं मुक्ति प्राप्त करना चाहता है।

साधकको सोचना चाहिये कि 'जीवन और साधनमें कभी विभाजन सम्भव है क्या? क्या वह भी साध्य है जिससे देश-कालकी दूरी हो? क्या वह भी कोई सिद्धि है जो वर्तमानमें न मिल सके? क्या वह भी प्रियतम है जिसकी हमें स्मृति स्वाभाविक न हो?'—इन सभी प्रश्नों पर साधकको अपने विवेकके प्रकाशमें एकान्तमें बैठ करके शान्तिपूर्वक विचार करना है, अपने जीवनको अपने ज्ञानके अनुसार बनाना

है। बिना विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग किये कदाचित् कोई साधनरूप पुण्यकर्म हो भी जाय, तो भी अपने ज्ञानसे होनेवाली मुक्ति तथा अपने विश्वासके अनुसार प्राप्त होनेवाली भक्ति वर्तमानमें ही सिद्धि प्रदान करने के हेतु कदापि नहीं हो सकती है।

विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग होनेपर जीवनसे विवेक विरोधी विश्वास और विवेक-विरोधी कर्मका त्याग हो जायगा। इनका त्याग ही सत्यंग है। इसको सत्संग इसलिये कहा गया है कि शरीर आदि किसी भी वस्तुको अपना मानना या उनपर अपना अधिकार समझना ही असत्का संग है। जब साधक अपने विवेकके प्रकाशसे यह अनुभव करता है कि प्रकृतिसे निर्मित यह शरीर, योग्यता, सामर्थ्य और वस्तु आदि कुछ भी मेरा नहीं है और मुझे कुछ भी चाहिये नहीं तभी उसको स्वाधीनताकी प्राप्ति होती है। स्वाधीन व्यक्ति ही अपने लिये उपयोगी होता है, स्वाधीन व्यक्ति ही उदार होता है और तभी वह संसारके लिये उपयोगी सिद्ध होता है। जब साधकके जीवनमें स्वाधीनता और उदारता आ जाती है, उसमें प्रभुको अपना माननेका सामर्थ्य या पात्रता आती है, तभी उसमें प्रभु-प्रेम एवं स्मृतिकी जागृति होती है। प्रभु-प्रेम या स्मृति किसी क्रिया-विशेषका फल नहीं है जो साधक संसारको पसंद करते हुए या उसकी आवश्यकताका अनुभव करते हुए साधन करते हैं वह साधन एक प्रकारसे असाधनके साथ किया गया साधन है।

उपर्युक्त संक्षिप्त वर्णनसे यह स्पष्ट होता है कि किसी क्रिया-विशेष या साधना-विशेषका नाम साधन नहीं है, बल्कि अपने जाने हुए असाधनके संगका त्याग ही साधकका साधन है और साधकका पुरुषार्थ है।

जब हमारे जीवनमें अपनी जानी हुई बुराई और की हुई भूलके लिये कोई स्थान नहीं रहता है तभी हमारी क्रियाशक्ति समाजके लिये उपयोगी होती है और हमारी भावशक्तिद्वारा विचारका उदय होनेसे हमारी भावशक्ति प्रभु-विश्वास तथा प्रभु-प्रेमसे भर जाती है। उसका प्रभाव सारे जीवनपर पड़नेसे पूरा-का-पूरा जीवन साधनमय हो जाता है। फिर जीवन और साधनमें कहीं भी देश-कालकी दूरी नहीं रहती है। हमें शान्तिकी खोजमें कहीं बाहरका आश्रय खोजना नहीं पड़ता है। वास्तवमें साधनमें किसी बाह्य साधन या सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है। मानव जन्मजात साधक है और विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है। आज मानवने अपने ही जीवनका मूल्याङ्कन संसारके आधारपर करनेके कारण अपना मूल्य घटा दिया है। यही कारण है कि साधक भ्रमित होकर भटक रहा है। अपने जीवनके सत्यको विवेकके प्रकाशमें आदर करना ही अपना विकास है।

◆ ॐ ◆

दिव्यवाणी

- एक 'करना' होता है और एक 'होना' होता है, दोनोंका विभाग अलग-अलग है। 'करना' पुरुषार्थके अधीन है और 'होना' प्रारब्धके अधीन है। इसलिये मनुष्य करने (कर्तव्य) -में स्वाधीन है और होने (फलप्राप्ति)-में पराधीन है।
- एक भगवान्के सिवाय ऐसी कोई चीज है ही नहीं, जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें।

—*श्रीश्री स्वामी* **रामसुखदासजी**

- श्रीगुरुजी जो कुछ दें या उपदेश करें, वह अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, उसे अवश्य ग्रहण करना चाहिये।

—*श्रीश्री १०८ स्वामी धनंजय दास काठियाबाबाजी महाराज*

मैं कौन हूँ?

(यथागत/तथागत)

श्रीवालकृष्णजी गर्ग

'मैं कौन हूँ? क्या हूँ? क्यों हूँ? कैसे हूँ?' यथागतने बार-बार पूछा। उसके चेहरेसे व्याकुलता झलक रही थी।

'तुम्हारा प्रश्न है आत्म-विज्ञानके लिये। मैं एक साधारण व्यक्ति तुम्हें कैसे समझाऊँ भला?'— तथागतने टालना चाहा।

'आप सामर्थ्यवान् हैं!'—यथागतने पैर पकड़ लिया—'यदि मेरे मनको शान्ति न मिली तो यहीं प्राण त्याग दूँगा।'

तथागत विचारमग्न हो गये। आत्मज्ञान, मन-वाणीसे परे—अनुभूतिका विषय। मात्र शब्दोंद्वारा किसी प्रकार समझाया नहीं जा सकता। किंतु जिज्ञासु तो है सच्चा, पूर्ण अधिकारी। कुछ करना ही होगा।

'ठीक है, कुछ दिन यहीं रहो और जो मैं कहूँ, करो!'—तथागत बोले।

'आप जैसा कहेंगे, वैसा ही करूँगा। आदेश करें भगवन्!'—यथागतका चेहरा अब आशासे चमक रहा था। 'अभी तो इतना ही करो! रोज सुबह नगरमें जाया करो और रातको लौटकर वहाँके सभी समाचार मुझे सुनाया करो।'

'जैसी आज्ञा भगवन्!'—यथागतने सिर झुकाया।

यथागत नियमित रूपसे नगर जाता और लौटकर सारी घटनाएँ तथागत को ज्यों-की-त्यों सुना देता। महीनों यह क्रम चलता रहा। अचानक एक दिन तथागतने पानीसे भरी हुई एक थाली उसे दी और कहा—'आज यह थाली लेकर नगरमें जाना होगा। लेकिन सावधान रहना! पानीकी एक भी बूँद थालीसे नीचे न गिरने पाये। लौटकर रोजकी तरह नगरका पूरा हाल मुझे सुनाना!'

इसके बाद एक अनुगतको बुलाकर तथागतने आज्ञा दी—'तुम एक तलवार लेकर यथागतके पीछे-पीछे जाओ। थालीसे एक भी बूँद पानी कहीं गिरे तो तुरंत वहीं इसके दोनों हाथ काट देना! मेरे पास पूछनेके लिये भी आनेकी जरूरत नहीं!'

'जो आज्ञा प्रभु!' अनुगतने कहा और तलवार लेकर यथागतके पीछे-पीछे जानेको तैयार हो गया।

नित्य नगर जाकर समाचार लानेकी एक ही दिनचर्यासे यथागत ऊब-सा गया था। आज कार्य-परिवर्तन तो हुआ, लेकिन बड़ा ही रोमाञ्चक एवं अत्यन्त दुःसाध्य। वह बेहद डर गया! उसने सपनेमें भी नहीं सोचा था कि तथागत ऐसा अद्भुत-अनोखा और साथ ही इतना भयानक आदेश भी देंगे। खैर! बड़ी सावधानीसे पानीसे भरी थाली लिये यथागतने नगरकी ओर प्रस्थान किया। नंगी तलवार लिये दूसरा शिष्य उसकी थालीपर कड़ी नजर रखते हुए उसके पीछे-पीछे चल पड़ा।

रास्तेमें लोग कौतूहल और विस्मयसे इस दृश्यको देखते और परस्पर अनुमानादि तर्कोंसे इस विस्मापक मूक प्रश्नका समाधान ढूँढ़ते। पर यथागतका ध्यान थाली और उसके पानीको छोड़ अन्य किसी ओर जरा भी नहीं था। जब कोई कुछ पूछता, तब भी वह उत्तर न दे पाता—फिर विगत दिनचर्याके क्रममें समाचार-संग्रहकी सुधि ही कहाँ? जैसे-तैसे शनैः-शनैः पूरे नगरका परिभ्रमण पूरा हुआ। रातको दोनों लौटकर तथागतके पास पहुँचे। कहना न होगा थालीसे एक भी बूँद पानी नीचे नहीं गिरा था।

'नगरके सभी समाचार सुनाओ!'—तथागतने आदेश दिया।

'नगर तो आज मैं जरा भी नहीं देख पाया। फिर वहाँके समाचार कैसे सुनाऊँ भगवन्!'—यथागतने नम्रतापूर्वक कहा।

'क्यों? नगरसे ही तो तुम आ रहे हो! क्या पूरे दिन नगरका चक्कर तुमने नहीं लगाया?'

'लगाया तो है भगवन्!'—यथागत बोला।

'फिर नगर नहीं देखा?', 'ऐसा क्यों कहते हो?'—पूछा तथागतने।

'आपने मेरे नगर-भ्रमणके साथ ही अपने अनुगतको यह आदेश भी तो दिया था न कि थालीसे एक भी बूँद पानी नीचे गिरे तो मेरे दोनों हाथ वह उसी समय तलवारसे काट दे। बस, इसीसे भयाक्रान्त हो मैं एक पलको भी अपना ध्यान थालीसे नहीं हटा सका! फिर नगर, भला कैसे देखता!'—यथागतने उत्तर दिया।

'बस वत्स, बस, यही है आत्मज्ञानकी कला—आत्म-विद्या-प्राप्तिका उपाय। जिस प्रकार थालीसे पानी गिरनेके डरसे तुम पूरे नगरमें घूमते हुए भी, कुछ भी देख-सुन न सके-तुम्हारे मनकी वृत्तियाँ जरा भी इधर-उधर नहीं गयीं—यद्यपि नगरकी सजावट, चहल-पहल, राग-रंग एवं घटनाक्रम, सभी कुछ तो पूर्ववत् ही था, तथापि तुम्हारा ध्यान वह अपनी ओर न खींच सका, उसी प्रकार संसारकी सारी मोह-ममताको छोड़कर, सभी वस्तुओंसे ध्यान हटाकर, दियेकी लौके सदृश, सच्चे एकाग्रमनसे एक परमात्मामें ही ध्यान लगा दो तो धीरे-धीरे तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे सामने स्पष्ट होगा—और होगा तुम्हारी सारी शंकाओंका समाधान, उपलब्ध होगा तुम्हें अपने सभी प्रश्नोंका उत्तर और मिलेगी मनको आध्यात्मिक शान्ति। यही है आत्मविज्ञान, यही है मोक्षका मार्ग और यही है तुम्हारा जीवन-लक्ष्य!—इतना कहकर तथागत समाधिस्थ हो गये।

मातृदेवो भव!

संत श्रीविनोबा भावे

उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्त्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते।।

(मनुस्मृति २।१४५)

शास्त्रोंमें आया है—'दस उपाध्यायोंकी अपेक्षा एक आचार्य— शिक्षक, सौ आचार्यों—शिक्षकोंकी अपेक्षा पिता और पितासे हजार गुना बढ़कर एक माता है।' माताओंको ऐसा गौरव प्रदान किया गया है।

माता अपने बच्चेकी सेवा रात-दिन करती है। अगर उसके पास कोई सेवाकी 'रिपोर्ट' माँगने जाय तो वह क्या 'रिपोर्ट' देगी? माता इतनी सेवा करती है कि वह 'रिपोर्ट' इस वाक्यमें दे देगी—'मैंने तो बच्चेकी कुछ सेवा नहीं की। 'भला, माताकी 'रिपोर्ट' इतनी छोटी क्यों? इसका कारण है, माताके हृदयमें बच्चेके प्रति जो प्रेम है, उसके मुकाबलेमें उसके द्वारा बच्चेकी कुछ भी सेवा नहीं हुई है, ऐसा उसे लगता है। सेवा करनेमें उसे कष्ट कुछ कम नहीं सहने पड़े हैं, लेकिन वे कष्ट उसे कष्ट मालूम ही नहीं हुए।

मान लीजिये, माँके पास एक कटोरा पानी है। माँ यही कहती है कि जबतक मेरे सब बच्चोंको पानी नहीं मिल जाता, तबतक मुझे पानी नहीं चाहिये। वह तबतक अपनी प्यास नहीं बुझायेगी, जबतक सारे बच्चोंकी प्यास नहीं बुझ जाती। अगर अपने लिये पानी शेष नहीं बचता है तो भी वह आन्तरिक सुखका ही अनुभव करेगी। यही माताका मातृत्व है।

शास्त्रमें पहले कहा है—'**मातृदेवो भव!**' उसके बाद ही '**पितृदेवो भव!**' कहा गया है, अर्थात् माताका स्थान पहला माना गया है।

ज्ञान देनेका पहला गुरुत्वपूर्ण दायित्व माताको सौंपा गया है। ज्ञानदेवका अभंग प्रसिद्ध ही है। शिशुको पलनेमें सुलाकर पलना हिलाते-हिलाते उसे माताने वेदान्त सिखलाया। मातामें इतनी शक्ति भरी है। ऐसी माताओंको आगे आना चाहिये। घरमें उनका राजकाज चलता है, यह ठीक ही है, लेकिन बाहर भी उनका अङ्कुश होना चाहिये। जिन व्यक्तियोंके जीवनमें माताका ऐसा अङ्कुश रहा, उनके जीवनमें एक अजीब ही चमक दीख पड़ती है। शिवाजी और साने गुरुजीको बचपनमें मातासे ही बोध मिला और उसी समय वह उनके हृदयमें घर कर गया। श्रुतिको शंकराचार्यने 'माता' कहा है। हमलोग श्रीज्ञानेश्वरको 'ज्ञानोबा माउली' (ज्ञानदेव मैया) कहते ही हैं। गुरुको भी मराठीमें 'माउली' (मैया) कहा जाता है। ज्ञानदेव तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं।

'जेथ प्रियाची परिसीमा। तेथ भेटे माउली आत्मा।।'

'वहीं आत्मा मैयाकी भेंट होगी, जहाँ प्रेमकी परिसीमा हो जाती है।'

स्त्री-पुरुष—दोनोंके साथ-साथ चलनेसे समाजकी गाड़ी चलती है। दोनोंको मोक्ष-प्राप्तिका समान अधिकार है। स्त्रियोंको मोक्ष, विज्ञान, ज्ञानका— और वे चाहें तो धनका भी अधिकार होना चाहिये। स्त्री-पुरुष—दोनोंका समान अधिकार होना चाहिये। माताओंको अगर ठिक ढंगसे ज्ञान मिलेगा तो सारे समाजकी परिपूर्ण रक्षा होगी।

मुझे आजका शिक्षण यान्त्रिक ढाँचेमें ढला दीखता है। लगता है—उससे अशिक्षण ही बेहतर है। आज जो शिक्षण चल रहा है, वह अगर बंद हो जाता तो क्या बाप बच्चेको इंसानियतकी तालीम न देता, खेती-बारीका ज्ञान, सदाचार और व्यवहारका ज्ञान न देता? बच्चेको सबसे पहले माता-पिता तालीम देते हैं, उससे थोड़ी अधिक तालीम गुरु देते हैं। इसलिये गुरुओंको यह अहंकार नहीं रखना चाहिये कि हम तालीम देते हैं। माताएँ जो तालीम देती हैं, वह नंबर एककी तालीम होती है, पिता जो तालीम देता है, वह नंबर दोकी होती है और गुरु जो तालीम देता है, वह नंबर तीनकी होती है। लेकिन सरकारी महकमेसे जो तालीम मिलती है, उसका तो कोई नंबर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो 'ढाँचा' है।

जबतक माँ-बाप मौजूद हैं—बिना माता-पिताके बच्चे पैदा नहीं होते—परमेश्वरकी योजना ही ऐसी है कि जहाँ उसने बच्चेको भूख दी, वहाँ माँ के स्तनमें दूध भी पैदा किया। बच्चेको भूखके साथ माँको पिलानेकी प्रेरणा दी। इस तरह बचपनसे ही माँके जरिये प्रेमकी तालीम दी जाती है। बच्चोंको मातृभाषा सिखानेके लिये सरकार कितने करोड़ रुपये खर्च करती है। लेकिन माँ तो दुध पिलाते-पिलाते बच्चोंको मातृभाषा सिखाती है। दुनियाभरके बच्चे माँसे

भाषा सीखते हैं। माँ बच्चेसे कहती है—'यह देखो चाँद'। बच्चा सुनता है। माँ फिर उससे पुछती है—'चाँद किधर है, बताओ', वह परीक्षा लेती है। बच्चा अँगुलीसे बताता है कि चाँद कहाँ है। बादमें वह बोलने लगता है—'च, च, न, न, द' और फिर 'चाँद-चाँद' कहता है। मतलब यह कि पहले वस्तु ग्रहण करता है, फिर बोलता है। यह जो सारा ज्ञान है, भाषा सीखने का ज्ञान है, क्या वह विद्यालयोंकी शिक्षासे कम है? दो-ढाई सालमें शून्यमेंसे ज्ञान पैदा किया जाता है और माताएँ ही यह सब करती हैं। शिक्षणशास्त्री अनुभव और निरीक्षणसे कहते हैं कि 'बच्चेको शुरूके साल-दो-सालमें जितना ज्ञान मिलता है, उतना ज्ञान आगेकी सारी जिंदगीमें नहीं मिलता।' इसलिये दुनियाभरके लोगोंने माना है कि अगर माताएँ संस्कारवान् बनीं तो दुनिया बचेगी अन्यथा नहीं। इसलिये व्यक्तिका सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठतम गुरु तो माता है।

भगवान् श्रीकृष्ण जब गुरुके घर गये, तब गुरुको आश्चर्य हुआ कि सारे विश्वका उद्धार करनेवालेको मैं क्या पढ़ाऊँ? फिर छः महीने पढ़ाईका नाटक चला। ऐसी कथा प्रचलित है कि उतना सीखनेपर बिदाईके समय श्रीकृष्णने गुरुकी सेवा की। तब गुरुने कहा कि 'तू वरदान माँग।' श्रीकृष्णने यह वरदान माँगा—'**मातृहस्तेन भोजनम्**'— मुझे माताके हाथसे भोजन मिले।

माताके द्वारा अपने हाथसे रसोई बनाकर लड़केको खिलानेसे बढ़कर 'वशीकरण' की शक्ति क्या हो सकती है? गाँधीजीने भी आश्रममें हमलोगोंको रसोई परोसी है। इससे ज्यादा सेवा दूसरी कोई हो नहीं सकती। मातृ-वात्सल्यकी बड़ी कीमत है। इसलिये मैं तो रसोईकी बड़ी कीमत करता हूँ और उसे 'फाइन आर्ट' कहता हूँ। संगीत, चित्रकला एवं नृत्य जैसे ललित-कलाएँ हैं, वैसे ही रसोई भी ललित-कला है। यह कला भी माताकी बहुत बड़ी शक्ति हो सकती है। पर आज तो होटल खुल रहे हैं और धीरे-धीरे यह कला भी स्त्रियोंके हाथोंसे जा रही है। स्त्रियोंको टप्-टप् टाइपिस्टका काम अथवा यान्त्रिक काम देते हैं। कहते हैं कि स्त्रियोंकी अँगुलियाँ जल्दी चलती हैं, इसलिये उन्हें आफिसमें बैठाते हैं। यह काम स्त्रियोंको नहीं करना चाहिये— यह मैं नहीं कहता। मेरा कहना तो यही है कि उन्हें ऐसे काम करने चाहिये, जिनमें स्त्री-शक्तिका विकास हो और शान्तिकी रक्षा हो। जिस धंधेमें पावित्र्य हो, शान्ति हो, ऐसा काम करनेका आग्रह स्त्रियोंको रखना चाहिये। लड़के-लड़कियोंका सह-शिक्षण माताओंके हाथमें होना चाहिये। बुनियादी शिक्षण स्त्रियोंके हाथमें रहेगा तो बचपनसे लड़कोंपर अच्छा संस्कार पड़ेगा और समाजका उद्धार होगा।

कितनी ही स्त्रियाँ दुःखी, बीमार, बेरोजगार होती हैं। उन सबके पास पहुँचना है, उनकी सेवा करनी है। मुझे स्मरण है कि जब किसीके यहाँ रसोईकी अड़चन पड़ती, मेरी माँ स्वयं वहाँ पहुँच जाती और रसोई कर आती। अपने घरकी रसोई शुरुमें ही वह बनाकर रख देती थी। मैंने पूछा—'यह स्वार्थ क्यों? पहले हमारे लिये रसोई बनाती हो, फिर उनके लिये।' माँने कहा— 'यह स्वार्थ नहीं, परमार्थ ही है। अगर पहले उनकी रसोई कर आऊँगी और बादमें तुम्हारी करूँगी तो तुम्हे खानेके समय गरम रसोई मिलेगी, लेकिन उनके खानेके समयतक वह सबेरे की रसोई ठंडी हो जायगी।'

माताका असली मातृत्व रसोईमें ही है। अच्छी-से-अच्छी रसोई बनाना, बच्चोंको प्रेमसे खिलाना, इसमें कितना ज्ञान और प्रेम-भावना भरी है। रसोईका काम यदि माताओंके हाथोंसे ले लिया जाय तो उनका प्रेम-साधन ही चला जायगा। प्रेमभाव प्रकट करनेका मौका छोड़नेके लिये कोई माता तैयार न होगी। उसीके सहारे तो वह जिंदा रहती है।

हिंदुस्तानमें स्त्रियोंने धर्मकी रक्षा अधिक की है। पुरुषोंमें जितने व्यक्ति व्यसनी मिलते हैं, उनकी तुलनामें स्त्रियाँ बहुत कम व्यसनी मिलेंगी। स्त्रियोंने दुनियामें सदाचार जिंदा रखा है, इसलिये उनपर बालकोंकी जिम्मेवारी होती है। बच्चोंमें अच्छी आदतें डालना और उनको साफ-सुथरा रखना स्त्रियोंके हाथमें है। स्त्रियाँ अपने बच्चोंको सच्चरित्र बनायेंगी तो देशको अच्छे नागरिक मिलेंगे। बच्चे देशकी सबसे बड़ी सम्पत्ति हैं, इनसे बढ़कर कौन-सा धन है? कौसल्याकी कोखसे भगवान् श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए और देवकीकी कोखसे भगवान् श्रीकृष्ण। जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, उनकी माताएँ धर्मपरायणा थीं। जिस घरकी स्त्रियाँ भगवान्‌का स्मरण करती हैं, सत्यका पालन करती हैं, प्रेमभावसे रहती हैं, उस घरमें अच्छे पुरुष पैदा होते हैं, यह बात दुनियाभरमें प्रसिद्ध है। अतएव—

'मातृदेवो भव! मातृदेवो भव! मातृदेवो भव!'

◆ ॐ ◆

'करने' में सावधान और 'होने' में प्रसन्न

[स्वस्थ एवं शान्त रहनेका महामन्त्र]

डॉ० श्रीभीकमचन्दजी प्रजापति

दो विभाग— दो विभाग एकदम अलग-अलग हैं— पहला है— 'करना' और दूसरा है—'होना'। आपका विभाग है—'करना'। प्रभुने आपको करनेकी शक्ति, सामग्री और आंशिक स्वाधीनता दी है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, विवेक, वस्तुएँ आदि 'करने' की सामग्री हैं। करनेकी शक्ति प्रतिदिन प्रात:काल मिलती है, जो विभिन्न कार्य 'करने'-से घटती है, समाप्त हो जाती है और दूसरे दिन पुन: मिल जाती है। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। आपको 'करने'-की पूर्ण स्वाधीनता नहीं मिली है, केवल आंशिक स्वाधीनता मिली है। आप जैसा चाहें वैसा नहीं कर सकतें। आप अपने शरीरको जबतक चाहें तबतक और जैसा चाहें वैसा रखनेमें स्वाधीन नही हैं। परंतु आप वाणीसे सत्य अथवा असत्य, मधुर अथवा कटु बोलने, कानोंसे प्रशंसा अथवा निन्दा सुनने, आँखोंसे गंदे एवं अच्छे दृश्य देखने, मनमें सद्भाव अथवा बुरा भाव रखने, दूसरोंका हित अथवा अहित सोचने, प्राप्त विवेकका आदर अथवा अनादर करने, प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करनेमें स्वाधीन हैं। 'करने' की शक्ति और सामग्रीके द्वारा आप विभिन्न प्रकारके कार्य करते हैं।

सावधानी रखें— जब आप अपने विभिन्न कार्य करें तो कुछ सावधानी रखें। यदि आप 'करने' में सावधानी रखेंगे तो आपको 'करने' में बड़ा आनन्द आयेगा, 'करने'-में आपका उत्साह बना रहेगा, आपके कार्यकी किस्म एवं गुणवत्ता उच्च स्तरकी होगी, आपका 'करना', आपकी सजीव-साधना बन जायगी, 'करने' से आपको परम शान्ति, जीवन्मुक्ति और भगवद्भक्ति मिल जायगी, आपका मानव-जीवन सफल हो जायगा।

क्या-क्या करते हैं—'करने' की शक्ति और सामग्रीके द्वारा आप प्रतिदिन अनेक कार्य करते हैं, साथ ही आप अपने मनमें सोचनेका कार्य भी पल-पलपर करते रहते हैं।

किस कार्यको 'करने' में क्या सावधानी रखें— जब आप कार्योंको करें, तब प्रत्येक कार्यको करते समय उससे सम्बन्धित विशेष सावधानी रखें। किस कार्यको 'करने' में क्या सावधानी रखनी है, उसका विवेचन इस प्रकार है—

(१) **प्रभुके कार्य**— इस जगत्के मालिक परमात्मा हैं। परमात्मा ही जगत्को बनाने तथा चलानेवाले हैं। इसलिये आप जितने भी कार्य करते हैं, वे सब आपके प्रभुके कार्य हैं। आप अपने शरीर, परिवार, व्यापार, नौकरी आदिके समस्त कार्योंको अपने प्रभुके ही कार्य मानकर करें। कार्य करते समय आपको यह बात याद रहे और इस सत्यका स्पष्ट अनुभव हो कि मैं अपने प्यारे प्रभुका कार्य कर रहा हूँ। प्रभुका कार्य मान लेनेपर उसमें आपका उत्साह बना रहेगा, कार्य करनेसे प्रसन्नता होगी, कार्यकी किस्म तथा गुणवत्ता भी उच्चतम होगी। यदि आपको यह बात याद न रहे कि मैं अपने प्रभुका कार्य कर रहा हूँ तो आप अपनी वाणीसे बार-बार यह वाक्य बोलते-सुनते रहें—'हे प्रभो! मैं आपका कार्य कर रहा हूँ।' जिस कार्यको आप प्रभुका कार्य मान लेंगे, उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी।

(२) **प्रभुके मेहमानोंका कार्य**— इस वास्तविकताको सावधानीपूर्वक स्वीकार करें कि जगत्के मालिक परमात्मा हैं और शरीर, परिवारजन, सम्पर्कमें आने तथा रहनेवाले व्यक्ति आपके प्यारे प्रभुके प्यारे-प्यारे मेहमान हैं। प्रभुके मेहमानोंके समस्त कार्य प्रभुके कार्य ही हैं। अपने शरीर तथा परिवारजनोंके कार्य करते समय आपको यह अनुभव होता रहे कि मैं अपने प्रभुके मेहमानोंका कार्य कर रहा हूँ।

(३) **सम्पूर्ण शक्ति लगायें**—कार्योंको करनेमें अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि, योग्यता, अनुभव तथा समय लगायें, लेशमात्र भी असावधानी न करें। प्रभुका कार्य मान लेनेपर उसमें स्वत: गम्भीरता आ जायगी।

(४) **हितकी भावना रखें**— समस्त कार्य हितकी भावनासे करें। शरीरके कार्य करते समय शरीरके हितको ध्यानमें रखें। अपने सुख-स्वादके लिये शरीरका अहित न करें। अपने सुखके लिये पान, सुपारी, गुटका, जर्दा, नशीली वस्तुओं, शराब, अंडा, मांस, बीड़ी, सिगरेट आदिका सेवन करना शरीरके लिये अहितकर है। शरीरके कार्य करते समय शरीरको

'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मानना भी आपकी गम्भीर भूल है। माता-पिता, पति-पत्नी, संतान आदि परिवारजनोंके कार्य करते समय इन सबको अपने प्रभुका मेहमान मानें। इनके साथ ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे इन्हें दु:ख पहुँचे अथवा इनका अपमान हो। इनके कार्य करते समय इनके हितको ध्यानमें रखें और इन्हें यथाशक्ति सुख, सुविधा, सम्मान, प्रेम और प्रसन्नता दें।

(५) **अशुभ कार्य न करें—** जान-बूझकर किसी भी प्रकारकी बुराई या अशुभ कार्य न करें। जिस कार्यसे दूसरोंका अहित होता है, वही अशुभ कार्य है। दूसरोंके अहितमें अपना बहुत बड़ा अहित छिपा रहता है। जिनके साथ आप सदैव नहीं रह सकते और जो आपके साथ सदैव नहीं रह सकते, वे सब दूसरोंकी गिनतीमें आते हैं। इस दृष्टिसे आपका शरीर, परिवारजन, समाज, संसार तथा प्राणिमात्र दूसरे हैं।

(६) **शुभ कार्योंका कर्ता न मानें—** दूसरोंके हितकी भावनासे किये जानेवाले समस्त कार्य 'शुभ कार्य' कहलाते हैं। जब आप किसी भी प्रकारका शुभ कार्य करें तो अपनेको उसका 'कर्ता' न मानें अर्थात् ऐसा न सोचें कि यह शुभ कार्य मैंने किया है। वास्तविकता यह है कि सभी शुभ कार्य समष्टि (सांसारिक) शक्तियोंके सहयोगसे सम्पादित होते हैं, उन कार्योंमें विभिन्न शक्तियोंका योगदान रहता है, उन्हें आप अकेले नहीं करते हैं। इसलिये अपनेको उनका 'कर्ता' मानना भूल है।

(७) **फल न चाहें—** आप शुभ कार्यका फल न चाहें अर्थात् ऐसा न सोचें कि मुझे शुभ कार्य करनेका अमुक फल मिलना ही चाहिये। सोचिये, जब आपने शुभ कार्य किया ही नहीं तो आपको उसका फल चाहनेका क्या अधिकार है? आपने अशुभ कार्योंका त्याग कर दिया और शुभ कार्योंका फल छोड़ दिया तो आप 'कर्म-बन्धन' से मुक्त हो गये, जन्म-मरणके दु:खसे छूट गये।

(८) **फल सामने आनेपर दो बातोंका ध्यान रखें—** सांसारिक शक्तियोंकी सहायतासे आपने शुभ कार्य तो किया, परंतु अपनेको उसका 'कर्ता' नहीं माना और यह इच्छा भी नहीं रखी कि मुझे इस कार्यका अमुक फल मिलना ही चाहिये। फल न चाहनेपर भी उसका फल आपके सामने आयेगा। जब वह फल आपके सामने आये तो आप दो बातोंका ध्यान रखें—पहली बात—उस फलसे आपको कुछ नहीं मिला है। न आपका दु:ख मिटा, न चिन्ता, न भय, न तनाव, न मोह और न आपको शान्ति, मुक्ति, भक्ति या भगवान् ही मिले। उस फलसे आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी आपके पास प्रभुप्रदत्त शान्ति, मुक्ति, भक्ति, भगवान्‌को पानेकी शक्ति ज्यों-की-त्यों है। आपको जो फल मिला है, उसका सम्बन्ध आपके शरीरसे है। उससे आपके 'शरीर' को कुछ सुख-सुविधाएँ मिलेंगी अथवा शरीर उससे वञ्चित रहेगा। मानव-जीवनमें शारीरिक सुख-सुविधाओंका कोई विशेष महत्त्व नहीं है, यह तो प्रारब्धका परिणाम है। दूसरी बात है— उस फलको आप अपने प्यारे प्रभुका 'पवित्र-प्रसाद' मानकर उसमें खूब प्रसन्न रहें, चाहे उसका बाह्य स्वरूप कैसा भी क्यों न हो, जैसे लाभ-हानि, यश-अपयश, सफलता-असफलता, अनुकूलता-प्रतिकूलता, जीवन-मृत्यु आदि। याद रखें, आपको जो फल मिला है, वह 'होने'-के विभागमें है।

'होना' आपका विभाग नहीं है—होना आपके हाथमें नहीं है। होनेपर आपका लेशमात्र भी नियन्त्रण नहीं है। होनेपर आपका कोई वश नहीं है। होनेको करनेवाले आप नहीं हैं। यदि होना आपके वशमें होता तो आप अपने शरीरमें असाध्य बीमारी, अपने तथा अपने परिवारजनोंके साथ होनेवाली भीषण दुर्घटना, अपनी तथा अपने परिवारके प्यारे सदस्योंकी मृत्यु, अपने व्यापारमें नुकसान, अपना अपमान एवं मानव-समाजके साथ होनेवाली प्राकृतिक दुर्घटनाओं—जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, तूफान आदिको होने ही नहीं देते। यदि होनेपर आपका नियन्त्रण चलता तो आप अपने जीवनमें किसी भी प्रकारकी प्रतिकूल परिस्थितिका निर्माण होने ही नहीं देते, सदैव अनुकूलताके सागरमें स्नान करते, अपने शरीरको सुन्दर, सुडौल, नीरोग और शक्तिशाली बनाये रखते।

'होना' प्रभुका विभाग है— निम्नलिखित चार प्रश्नोंपर गम्भीरतासे विचार कीजिये—(१) होना किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, (२) होना किसका विभाग है, होना कौन करता है, होनेको करनेवाला कौन है, (३) होनेको करनेवाला कैसा है तथा (४) वह होनेको क्यों करता है, होनेके पीछे क्या रहस्य है? इन प्रश्नोंका उत्तर इस प्रकार है—

(१) **होनेकी परिभाषा—** जिसे आप अपने लिये नहीं करते, अपने लिये नहीं चाहते, उसे 'होना' कहते हैं। आपके

न करनेपर भी, आपके द्वारा कोई प्रयास न करनेपर भी, आपके न चाहनेपर भी, अपनी तरफसे पूरी सावधानीसे अपना कार्य करनेपर भी, बरबस, आपके साथ स्वत: जो कुछ हो जाता है, उसीका नाम है 'होना'।

(२) **'होने' को करनेवाला कौन है?**— जो साधक प्रभुकी सत्तामें विश्वास करते हैं, प्रभुको मानते हैं, उनके अनुसार 'होने' को करनेवाले प्रभु हैं, 'होना' प्रभुका विभाग है। करनेमें सावधानी रखनेके बावजूद भी आपके साथ जो कुछ स्वत: होता है, वह प्रभुकी आज्ञासे होता है। उनकी आज्ञाके बिना न आपकी तथा न आपके परिवारजनोंकी मृत्यु होती है, न आपके साथ कोई दुर्घटना, न बीमारी, न व्यापारिक नुकसान, न आपका अपमान। उनकी आज्ञाके बिना आपके जीवनमें किसी भी प्रकारकी 'प्रतिकूल परिस्थिति' का निर्माण हो ही नहीं सकता। स्मरण रहे, प्रतिकूल परिस्थितिका निर्माण दो प्रकारसे होता है—पहला अपने-आप, बिना किसी माध्यमके। इसमें आपको यह पता ही नहीं चलता कि इस प्रतिकूलताका निर्माण किसने किया। उदाहरण लीजिये—आप रात्रिमें आरामसे स्वस्थ अवस्थामें सोये, अचानक पक्षाघात हो गया, आप अपनी कार चला रहे हैं, सड़क खाली है कार उलट गयी। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थितिके निर्माणमें माध्यम बननेवाला व्यक्ति आपको साफ-साफ दिखायी देगा, आपको पता चल जायगा कि अमुक व्यक्तिके कारण मेरे जीवनमें प्रतिकूलता आयी है। उदाहरण लीजिये— आप नींदमें सो रहे हैं, आपके पड़ोसीने आपपर हमला कर दिया, आपको चोट लगी, लकवा हो गया। आप कार चला रहे हैं सामनेवालेने आपकी कारको टक्कर मार दी। दोनोंकी गिनती 'होने' में होगी।

(३) **'होने को करनेवाला कैसा है?**— संतवाणी, ग्रन्थवाणी और भक्तवाणीके अनुसार 'होने' को करनेवाले प्रभु सर्वसामर्थ्यवान् हैं, परम दयालु हैं, परम करुणासागर हैं, पतितपावन हैं, अधमोद्धारक हैं, क्षमासिन्धु हैं, परम सुहृद् हैं, अहैतुकी कृपा करनेवाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सबका भरण-पोषण करनेवाले माता-पिता हैं, इस जगत्को बनाने तथा चलानेवाले हैं, इस जगत्के मालिक हैं। प्रभुकी महिमाका कोई पारावार नहीं है। वे कैसे हैं, यह तो वे ही बता सकते हैं, जिनको उन्होंने अपनी कृपासे कुछ अनुभव करवाया है। उपर्युक्त विशेषताएँ तो उनकी महिमाका कणमात्र संकेत हैं।

(४) **'होने' का रहस्य**— यदि आप इस बातको समझ लें, इस रहस्यको जान लें कि प्रभु 'होने' को क्यों करते हैं, तो आपको होनेमें प्रसन्न रहनेकी शक्ति मिल जायगी। विचार कीजिये, होना क्या है—होना आपके लिये आपके परम सुहृद् प्रभुका आदेश है, उपदेश है, आज्ञा है, संदेश-निर्देश है, इशारा है, संकेत है। 'होना' आपके लिये आपके प्रभुका जजमेण्ट— फैसला है।

विशेषताएँ— प्रभुके फैसले या 'होने' की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

(१) **अहितकर नहीं**— करुणासागर, परम सुहृद् प्रभुकी तरफसे आपके साथ जो कुछ स्वत: होता है, उससे आपका कभी अहित नहीं हो सकता। इस आधारपर आपको 'होने' में सदैव निश्चिन्त एवं निर्भय रहना चाहिये। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिये कि प्रभुने ऐसा यह क्या कर डाला, अब क्या होगा, कैसे होगा? मैं अनाथ हो गया आदि।

(२) **सदैव हितकर**— 'होना' सदैव हितकर ही होता है। आपकी अल्प दृष्टि और अल्प बुद्धिसे 'होना' आपको अपने लिये अहितकर दिख सकता है। 'अहितकर' लगना—यह आपकी बुद्धिका निर्णय है। प्रभुकी बुद्धि एवं दृष्टि आपकी बुद्धि और दृष्टिकी तुलनामें अनन्त गुनी अधिक है। इसलिये उनका निर्णय परम हितकारी ही होता है। इस आधारपर होनेमें आपको खूब प्रसन्न रहना चाहिये।

(३) **प्रतिकूलताका रहस्य**— अपनी तरफसे करनेमें पूर्ण सावधानी रखनेपर भी आपके जीवनमें प्रभुके आदेशसे जिस प्रतिकूलताका निर्माण स्वत: अथवा किसीके माध्यमसे होता है। उसके पीछे निम्नलिखितमेंसे कोई भी कारण हो सकता है—

(क) अनुकूल परिस्थितिका दुरुपयोग करना।

(ख) करनेमें असावधान रहना।

(ग) पराधीनताका नाश।

(घ) प्रभुके द्वारा आपका सुधार किया जाना।

विचार करनेपर आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि इन सबमें आका परम हित छिपा हुआ है। आपके परम हितके लिये उस प्रतिकूलताका निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक था। यदि प्रभु उस प्रतिकूलताको नहीं भेजते तो आपको भीषण नुकसान होता। प्रभुनिर्मित प्रतिकूलताका रहस्य है— भयंकर हानिसे आपकी रक्षा करके आपका परम हित करना। आइये, इसपर विचार करें।

(क) अनुकूल परिस्थितिका दुरुपयोग— इसका आशय है—अनुकूलताके सुखको अपने जीवनका लक्ष्य मानकर उसका 'भोग' करना, उसमें राजी या सुखी होना और दिन-रात सुख-सामग्रीके संग्रह, उसमें वृद्धि तथा उसको बनाये रखनेके प्रयासोंमें लीन रहना। उसके आगे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। भगवान्‌का पूजन भी सुख-सामग्रीकी वृद्धि और सुरक्षाके लिये करना। यदि आप अनुकूलताके सुखको ही अपने जीवनका लक्ष्य मान लेंगे तो वह सुख न रहनेपर आपको भयंकर दु:ख होगा और शान्तिकी तरफ आपकी दृष्टि ही नहीं जायगी। आप शान्तिकी बात कभी नहीं सोचेंगे। स्मरण रहे, अनुकूलताका सुख सदैव रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँकी हर चीज, प्रत्येक परिस्थिति प्रतिपल बदल रही है। प्रतिकूलता भेजकर प्रभुने आपको चेतावनी दी है—प्यारे! क्षणिक सीमित सुखमें मत फँसो, यह सुख रहनेवाला नहीं है, यह जा रहा है। सदैव रहनेवाले सुख (शान्ति)-की खोज करो, उसे प्राप्त करो। वही तुम्हारे जीवनका लक्ष्य है। यदि प्रभु प्रतिकूलता नहीं भेजते तो आप अनन्त कालतक 'सीमित सुख' के कुचक्रमें फँसे रहते। सुख भोगते अपनी इच्छासे और दु:ख भोगना पड़ता विवशतासे।

(ख) 'करने' में असावधानी— 'प्रतिकूलता' करनेमें असावधानीका संकेत है। गम्भीरतासे विचार करनेपर आपको अपनी किसी-न-किसी असावधानीका पता चलेगा। 'प्रतिकूलता' उस असावधानीको मिटानेका संदेश है। यदि वह असावधानी होती ही रहती तो आपको काफी अधिक नुकसान होता। प्रतिकूलता भेजकर प्रभुने आपको भविष्यमें होनेवाले भयंकर नुकसानसे बचाया है।

(ग) पराधीनताका नाश— यदि आप 'अपने' लिये किसी भी नाशवान् वस्तु, व्यक्ति, परिवारजन अथवा अपने शरीरकी आवश्यकता समझते हैं तो आप पराधीन हैं। जो व्यक्ति अपनेको पराधीन बना लेता है, उसे कभी भी स्थायी प्रसन्नता नहीं मिल सकती। उसके चेतन-अचेतन मनमें हर समय वस्तु, व्यक्ति, शरीर आदिके वियोगका भय बना रहता है और इनका वियोग हो जानेपर उसे भयंकर दु:ख होता है। नाशवान्‌का वियोग अवश्य होगा। इसलिये पराधीन व्यक्तिको दु:ख भोगना ही पड़ेगा। प्रतिकूलता आपको यह संदेश देती है कि आप पराधीन न रहें, अपनी प्रसन्नताको नाशवान् वस्तुओं तथा व्यक्तियोंपर आधारित न रखें, स्वाधीन हो जायँ। यदि प्रतिकूलता नहीं आती तो आप स्वाधीन होनेकी बात कभी नहीं सोचते और सदैव पराधीनताजनित सुख-दु:खमें फँसे रहते।

(घ) प्रभुद्वारा किया जानेवाला सुधार— आपके पास तीन शरीर हैं। हाड़, मांस, रक्त, नाड़ियोंसे बना हुआ ढाँचा जिसमें यथास्थान विभिन्न इन्द्रियाँ लगी हुई हैं। यह स्थूल शरीर है। आपके भाव, आपका चिन्तन आपका सूक्ष्म शरीर है। आपको 'मैंपन' का जो आभास होता है वही आपका कारण शरीर है। आपके सूक्ष्म शरीरमें मोह, ममता तथा कामना और कारण शरीरमें अहंकाररूपी रोगका खतरनाक जहर फैल रहा था। उस जहरसे आप दिन-रात दु:खी, चिन्तित, परेशान तथा मानसिक तनावसे ग्रस्त थे, दीनता और अभिमानकी अग्निमें झुलस रहे थे। करुणासागर प्रभुसे आपका दु:ख सहन नहीं हुआ। इसलिये उन्होंने आपका ऑपरेशन करके सुधार कर डाला। जिस प्रकार आप अपने बालकके जहरीले फोड़ेका ऑपरेशन करवाते हैं, उसके रोनेकी परवाह नहीं करते, उसी प्रकार संसारके सबसे कुशल चिकित्सक प्रभुने प्रतिकूलताके द्वारा आपका ऑपरेशन करके आपके जहरको बाहर निकाला है।

यदि प्रभु मोह, ममता, कामना, अहंकारके जहरको बाहर नहीं निकालते तो अनन्त कालतक आप दु:खके सागरमें डूबते रहते। व्यक्तियोंको अपना मानकर उनसे सुखकी आशा रखना मोह है। वस्तुओंको मेरा मानकर सुखकी आशा रखना ममता है। मैं जैसा चाहूँ वैसा ही दूसरे लोग करें ताकि मुझे सुख मिले और मैं जैसा नहीं चाहूँ वैसा कोई नहीं करे—ऐसा सोचना कामना है। शुभ कार्य मैं कर रहा हूँ—ऐसा सोचना ही अहंकार है। ऑपरेशन करके प्रभुने आपके सांसारिक बन्धनको तोड़ा है, आपके जीवनको अपनी तरफ मोड़ा है, आपको एक नयी दिशा, नया चिन्तन, नया जीवन दिया है जिसमें अपार प्रेम और आनन्द है। अब आप परम शान्ति, जीवन्मुक्ति, भगवद्भक्ति तथा भगवद्दर्शनके अलौकिक आनन्दमें सराबोर हैं। यही आपके जीवनकी सर्वोच्च सफलता है।

इस दृष्टिसे 'प्रतिकूलता' प्रभुका सबसे बड़ा वरदान है।

◆ ॐ ◆

अपनेको जानो

डॉ० श्रीगणेशदत्तजी सारस्वत

एक राजा मरुस्थलमें अकेला भटक गया। प्याससे व्याकुल होकर धरतीपर गिरकर वह छटपटाकर कहने लगा—'पानी! पानी!! पानी!!!' संयोगवश एक महात्मा उधरसे निकले। पानी-पानीकी आवाज सुनकर महात्माने कमण्डलुका आधा जल उसके मुखमें डाल दिया, जिससे वह स्वस्थ हो गया। राजाने निवेदन किया—'महात्माजी! मैं अपना आधा राज्य आपके चरणोंमें समर्पित करता हूँ, क्योंकि प्याससे छटपटाते समय मैंने ऐसा ही संकल्प किया था।'

महात्माजीने प्रसन्नमुद्रामें राजासे पूछा—'अच्छा राजन्! यह बतलाओ कि यदि अब तुम्हें जलसे अपच हो जाय और लघुशंका न हो तथा मरणासन्न हो जाओ तो चिकित्सा करके नीरोग करनेवालेको क्या दोगे?'

राजाने कहा—'भगवन्! बचा हुआ आधा राज्य भी अपने उस प्राणरक्षकको अर्पित कर दूँगा।'

महात्मा बोले—'इसका अर्थ है कि तुम्हारे समस्त राज्यका मूल्य मात्र आधा कमण्डलु जल है। ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूँगा? राज्यसे भी मूल्यवान् है यह जीवन, जिसके लिये शेष आधा राज्य भी तुम देनेको तैयार हो गये हो। इसलिये जीवनको ही सफल बनाओ।' (परमार्थ)

वास्तवमें जीवन अमूल्य है, यह अनमोल है। अत: इसे जानकर इसका सदुपयोग करना चाहिये।

वेदान्तका संदेश है—'आत्मानं विद्धि' अपनेको जानो। अपनेको जान लेना ही जीवनकी सफलताका रहस्य है। जो अपनेको जान लेता है, आत्मतत्त्वको पहचान लेता है, उसके लिये यह शरीर एक रथके समान है। 'कठोपनिषद्' में इस शरीर-रथका सुन्दर विवेचन हुआ है। परमात्मप्राप्तिके उपायका वर्णन करते हुए यमराज नचिकेतासे कहते हैं—

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥

(१।३।३-४)

अर्थात् हे नचिकेता! तुम जीवात्माको रथका स्वामी, शरीरको रथ, बुद्धिको सारथि तथा मनको ही लगाम समझो। रथीके ज्ञानयुक्त होनेपर इन्द्रियोंके बलवान् घोड़े कभी विपथगामी नहीं होते, अपितु उस मार्गपर ले चलते हैं जो परमात्मासे मिलानेवाला है। यह मार्ग है— उपासनाका, वेदतत्त्व ओंकारस्वरूप भगवान् विष्णुकी वन्दनाका। इस मार्गके पथिकका जप निरन्तर इस प्रकार चलता रहता है—

नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत्।
ध्येयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मेऽव्ययः॥
यत्रोतमेतत्प्रोतं च विश्वमक्षरमव्ययम्।
आधारभूतः सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः॥
ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः।
यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः॥

(वि०पु० १।१९।८२-८४)

अर्थात् यह जगत् जिनका अभिन्न स्वरूप है, उन भगवान् श्रीविष्णुको नमस्कार है। वे जगत्के आदिकारण और योगियोंके ध्येय, अव्यय, हरि मुझपर प्रसन्न हों। जिनमें यह सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है, वे अक्षर, अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझपर प्रसन्न हों। जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन वेदतत्त्व ॐकारस्वरूप भगवान् श्रीविष्णुको नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है।

ऐसा विवेकशील व्यक्ति **'तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते'** (कठोपनिषद् १।३।८) उस परम धामको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे फिर लौटना नहीं होता। परम धामको प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। ऐसा व्यक्ति जो परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है—**'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति'** (मुण्डकोपनिषद् ३।२।९)। वह **'विमुक्तोऽमृतो भवति'** यानी हृदयमें स्थित सब प्रकारके संशय, विपर्यय, देहाभिमान तथा विषयासक्ति आदि ग्रन्थियोंसे छूटकर अमर हो जाता है।

—इस अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये कठोर साधना अपेक्षित है। यह साधना तब बन पड़ेगी जब शरीर हृष्ट-पुष्ट होगा और तेजस्विता, ओजस्विता तथा वर्चस्वितासे युक्त होगा। कहा गया है—**'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'** धर्मका प्रथम साधन शरीर है। इसीलिये यजुर्वेद (३।१७)-में प्रार्थना की गयी है—

तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि। अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण॥

अर्थात् हे अग्नि! तू शरीरकी रक्षा करनेवाला है, मेरे शरीरकी रक्षा कर। हे अग्नि! तू आयुका प्रदाता है, मुझे (दीर्घ) आयु प्रदान कर। हे अग्नि! तू वर्चस्वका प्रदाता है, मुझे वर्चस् प्रदान कर तथा हे अग्नि! मेरे शरीरमें जो कमी है, उसकी पूर्ति कर।

मानव-शरीरके समान उपयोगी दूसरा साधन नहीं, जो जीवन-लक्ष्यका उद्बोधन करा सके। यह एक ऐसा जीवन है, जिससे नर नारायणको प्राप्त कर सकता है। इसीलिये कहा गया है कि नारायणको प्राप्त करनेके लिये नर-देहकी प्राप्ति एक सोपान है। संत एकनाथ भावविभोर होकर गाया करते थे—'**नवदेहा चे नि जाने, सच्चिदानन्द पदवी घेंग, ये बढ़ी अधिकार नारायणे कृपावलोकने दीघला**' परमात्माने मनुष्यको कृपापूर्वक यह अधिकार दिया है कि ज्ञानके द्वारा वह इसी नर-देहसे सच्चिदानन्दको प्राप्त कर सके।

सच्चिदानन्दतक पहुँचनेके तीन मार्ग हैं— ज्ञान, भक्ति तथा कर्म। इनमें भक्तिमार्ग अत्यन्त सरल तथा सर्वसुलभ साधन है। तुलसीदासजीके राम कहते हैं—

जौं परलोक इहाँ सुख चहहू।
सुनि मम बचन हृदयँ दृढ़ गहहू।।
सुलभ सुखद मारग यह भाई।
भगति मोरि पुरान श्रुति गाई।।

(रा०च०मा० ७।४५।१-२)

इस मार्गपर चलता हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्यतक आसानीसे पहुँच जाता है। इसीलिये तुलसीदासजी इसे 'चिन्तामणि' की अनुरूपता प्रदान करते हुए लिखते हैं—

राम भगति चिंतामनि सुंदर।
बसइ गरुड़ जाके उर अंतर।।
परम प्रकास रूप दिन राती।
नहिं कछु चहिअ दिआ घृत बाती।।
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा।
लोभ बात नहिं ताहि बुझावा।।
प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई।
हारहिं सकल सलभ समुदाई।।
खल कामादि निकट नहिं जाहीं।
बसइ भगति जाके उर माहीं।।
गरल सुधासम अरि हित होई।
तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई।।
ब्यापहिं मानस रोग न भारी।
जिन्ह के बस सब जीव दुखारी।।
राम भगति मनि उर बस जाकें।
दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें।।
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं।
जे मनि लागि सुजतन कराहीं।।
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई।
राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई।।
सुगम उपाय पाइबे केरे।
नर हतभाग्य देहिं भटभेरे।।
पावन पर्बत बेद पुराना।
राम कथा रुचिराकर नाना।।
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी।
ग्यान बिराग नयन उरगारी।।
भाव सहित खोजइ जो प्रानी।
पाव भगति मनि सब सुख खानी।।

(रा०च०मा० ७।१२०।२-१५)

काकभुशुण्डिका गरुडके प्रति यह कथन जहाँ '**भगति मनि**' की उपलब्धताका माध्यम सुनिश्चित करता है, वहीं उसकी '**प्रभुताई**' को भी अपने पूर्ण वैभवके साथ व्यञ्जित करता है।

यह भक्ति नौ प्रकारकी मानी गयी है। 'श्रीमद्भागवत' में प्रह्लाद अपने पितासे इसके नवधा स्वरूपका वर्णन करते हुए कहते हैं—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।।

अर्थात् श्रीविष्णुका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य एवं आत्म-निवेदन अर्थात् अपना सर्वस्य समर्पण भक्तिके ये नौ रूप हैं। इनमेंसे प्रत्येकके अद्भुत उदाहरण हमारे सम्मुख हैं—

श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद् वैयासकिः कीर्तने
प्रह्लादः स्मरणे तदङ्घ्रिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने।
अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्येऽर्जुनः
सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां परम्।।

श्रीविष्णुके श्रवणमें परीक्षित्, कीर्तनमें श्रीशुकदेवजी, स्मरणमें भक्त प्रह्लाद, पादसेवनमें लक्ष्मीजी, पूजनमें महाराज पृथु, वन्दनमें अक्रूर, दास्यमें हनुमानजी, सखाभावमें अर्जुन एवं सम्पूर्ण आत्मनिवेदनमें महादानी बलि हुए। इन श्रेष्ठ पुरुषोंको श्रीकृष्णकी प्राप्ति हुई।

इस भक्तिमार्गमें सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। इसी अहंकारके कारण सारी साधना निष्फल हो जाती है। एक मुसलमान फकीर हाजी मुहम्मदके जीवनकी एक घटना है। वे साठ बार हज कर आये थे और प्रतिदिन नियमपूर्वक पाँचों

वक्तकी नमाज़ पढ़ते थे। एक दिन हाजी साहबने सपनेमें देखा—'स्वर्गीय दूत बेंत हाथमें लेकर स्वर्ग और नरकके बीच खड़ा है। जो भी यात्री आता है, उसके भले-बुरे कर्मोंका परिचय जानकर वह किसीको स्वर्ग और किसीको नरकमें भेज रहा है। हाजी मुहम्मद जब इसके सामने आये तब दूतने पूछा—'तुम किस सत्कार्यके फलस्वरूप स्वर्गमें जाना चाहते हो?' उत्तरमें हाजी साहबने कहा—'मैने साठ बार हज किया है।' स्वर्गीय दूत बोला—'यह तो सत्य है, परंतु जब कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछता तो तुम गर्वके साथ बोलते हो—'मैं हाजी मुहम्मद हूँ।' इस गर्वके कारण तुम्हारा साठ बार हज करनेका पुण्य नष्ट हो गया। तुम्हारा और कोई पुण्य हो तो बताओ?'

हाजी साहबका, जो अपनेको सहज ही स्वर्गका अधिकारी मानते थे, मुँह उतर गया। उन्होंने काँपते हुए स्वर्गीय दूतसे कहा—'मैंने साठ वर्षतक नित्य-नियमित रूपसे प्रतिदिन पाँचो वक्त नमाज़ पढ़ी।' स्वर्गीय दूतने कहा—'तुम्हारी वह पुण्यकी ढेरी भी नष्ट हो गयी।'

हाजी मुहम्मदने काँपते-काँपते पूछा—'सो कैसे? मेरे किस अपराधसे यह तप नष्ट हो गया?

स्वर्गीय दूतने कहा—'एक दिन बाहरसे बहुत-से धर्मजिज्ञासु तुम्हारे पास आये थे। उस दिन उनके सामने, उन लोगोंको दिखानेके लिये तुमने दूसरे दिनोंकी अपेक्षा अधिक देरतक नमाज़ पढ़ी थी। इस लोकदिखाऊ भावके कारण तुम्हारी साठ वर्षकी तपस्या नष्ट हो गयी।' (परमार्थ, बोधकथा)

हाजी मुहम्मदके जीवनकी इस घटनाके समान हमारे रोजके जीवनमें भी ऐसे अवसर आते हैं, जहाँ हमारा अहंकार हमारे रास्तेमें रोड़ा अटकाता रहता है। यह घटना इस बातपर बल देती है कि अहंकार तथा प्रदर्शनसे पुण्य नष्ट हो जाते हैं।

वास्तवमें यह अहंकार एक ऐसी दीवार है, जो 'दीदार' में बाधक है। प्रियतम सामने खड़ा है फिर भी हम उसके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपनी आँखें ही बंद कर रखी हैं और शिकायत कर रहे हैं कि वह दिखायी नहीं देता। सच तो यह है कि—

न कोई पर्दा है उसके दरपर, न रूये रोशन तकाबमें है।
तु आप अपनी खुदीसे ऐ दिल, हिजाबमें था हिजाबमें है।

और यह उद्घोष —

रोशन है मेरे जलवे हर एक शै में लेकिन
है चश्म कोर तेरी क्या है कुसुर मेरा।।

—अंदरकी आँखें खोलनेकी प्रेरणा प्रदान करता है। तुलसीदासजी जब लिखते हैं—'**अस मानस मानस चख चाही**' तो इसके मूलमें भी यही प्रेरणा विद्यमान है।

भक्ति करनेके लिये किसी विशेष साधनकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल भावना बदलनेकी। जो भी कर्म हम करते हैं, 'मैं' और 'मेरे लिये' न होकर ईश्वर और ईश्वरके लिये हों। भगवान् शङ्कराचार्य 'शिवमानसपूजा' श्लोक (४)-में कहते हैं—

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः।
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्।।

हे शम्भो! मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मन्दिर है, सम्पूर्ण विषयभोगकी रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना-फिरना आपकी परिक्रमा है तथा सम्पूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं; इस प्रकार मैं जो-जो भी कर्म करता हूँ, वह सब आपकी आराधना ही है।

ऐसी स्थितिमें हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम जो भी कार्य करें, भगवान्‌की प्रीतिके लिये ही करें और इस बातका सदा ध्यान रखें कि जिस कार्यमें किसी भी प्राणीका अहित है, वह कार्य भगवान्‌की प्रीतिके लिये नहीं हो सकता।

'नीतिशतक' (श्लोक २६)-में मनुष्यके कल्याणका जो मार्ग बतलाया गया है, वह सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक है—

प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं
काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावः परेषाम्।
तृष्णास्त्रोतोविभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकम्पा
सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्थाः।।

जीव-हिंसा न करना, पराया धन हरण करनेसे मनको रोकना, सत्य बोलना, समयपर सामर्थ्यानुसार दान करना, परस्त्रियोंकी चर्चा न करना और न सुनना, तृष्णाके प्रवाहको तोड़ना, गुरुजनोंके आगे नम्र रहना और सब प्राणियोंपर दया करना—ये सब सामान्यतया सब शास्त्रोंके मतसे मनुष्यके कल्याणकारी मार्ग हैं। अतः कल्याणमार्गका पथिक बनते हुए स्वयंको पहचाननेका—आत्मतत्त्वको जाननेका प्रयत्न अविलम्ब ही कर लेना चाहिये; क्योंकि मृत्यु किस घड़ी आकर सामने खड़ी हो जाय, यह कोई नहीं जानता।

श्रीहरिको प्रेमपूर्वक हृदयमें धारण करनेका फल

श्री जय जय बाबा

परम मोक्षदायक महापुराण श्रीमद्भागवतमें विराट्-स्वरूपकी विभूतियोंकी महिमाको प्रतिपादित करते हुए सृष्टिके आदिकारण ब्रह्माजी नारदजीको सम्बोधित कर कहते हैं—प्यारे नारद!

न भारती मेऽङ्ग मृषोपलक्ष्यते
न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः।
न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे
यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः॥

(श्रीमद्भा० २।६।३३)

'मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कण्ठित-हृदयसे भगवान् श्रीहरिके स्मरणमें मग्न रहता हूँ, इसीलिये मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दीखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इन्द्रियाँ भी कभी मर्यादाका उल्लंघन करके कुमार्गमें नहीं जातीं।'

भगवान श्रीहरि निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे भगवान् अनन्त हैं, अतः उनके गुण भी अनन्त हैं। उनके गुणोंका पार पानेमें कोई भी समर्थ नहीं है, जैसा कि कहा गया है—

यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता-
ननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः।
रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित्
कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः॥

(श्रीमद्भा० ११।४।२)

अर्थात् भगवान् अनन्त हैं, और इसी कारण उनके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणोंकी गणना कर लूँगा वह अल्पबुद्धिवाला है— बालक है। यह तो सम्भव है कि कदाचित् कोई पृथ्वीके धूलिकणोंकी गणना कर भी ले, परंतु समस्त शक्तियोंके आधारभूत भगवान्के अनन्त गुणोंकी गणना तो कोई किसी प्रकार भी नहीं कर सकता।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥

(गीता १७।३)

यह पुरुष श्रद्धामय है अतः जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वह वैसा ही हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति भगवान्का भक्त होकर श्रद्धाके साथ उनके गुणोंका चिन्तन मनन करता है, वह वैसा ही हो जाता है। '**अखिलशक्तिधाम्नः**' यानी समस्त शक्तियोंके आधार श्रीभगवान्के गुणोंका चिन्तन-मनन करनेवालेकी वाणी एवं मन और इन्द्रियाँ भी अवश्य ही शक्तिशाली हो जाती है। जिसके कारण उसका कभी भी अधःपतन नहीं हो सकता। भाव यह है कि भगवान्के तत्तद्गुणोंका श्रद्धापूर्वक चिन्तन-मनन करता हुआ श्रद्धावान् भक्त भगवान्के गुणस्वरूप अर्थात् भगवत्स्वरूप ही हो जाता है।

भगवान्का एक नाम है— 'अच्युत'। इसका अर्थ है— जो अपने स्वरूपसे, अपने स्वभावसे कभी गिरता नहीं, अलग नहीं होता। जैसे अग्निका स्वभाव है जलाना और प्रकाश देना। अग्निका यह स्वभाव कभी भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हमारी आत्माका स्वभाव है नित्य-बोधरूप एवं ज्ञानस्वरूपमें अवस्थित रहना। आत्माके इस स्वभावको कभी भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। गुणको गुणीसे, धर्मको धर्मीसे किसी प्रकार पृथक् नहीं किया जा सकता, यह एक नैसर्गिक नियम है, विधि है तथा सृष्टिपरक प्रतिष्ठा है।

श्रुतिवाक्य है—'न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्' सर्वद्रष्टा आत्माके अविनाशी होनेके कारण उसकी दृष्टि अर्थात् उसके ज्ञानका कभी नाश नहीं होता। इसीलिये आत्माके विषयमें कहा गया है—'**धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्**', '**अलुमदृग्**', '**अविद्धदृग्**' इत्यादि। अतः ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माको जिसने अपने हृदय में दृढ़तासे धारण कर लिया है, उसके वाणी, मन और इन्द्रियाँ कभी भी असत्—द्वैतकी ओर प्रवाहित नहीं हो सकतीं। अपने ज्ञानालोकमें वह सदैव सत्-चित्-आनन्दस्वरूप परमात्माको ही धारण किये रहता है।

भक्तके लिये तो सब संसार भगवत्स्वरूप है—'**इदं हि विश्वं भगवानिवेतरः**' तात्पर्य यह कि जिनसे जगत्की उत्पत्ति-स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान् ही इस विश्वके रूपमें हैं। इसका सम्यक् बोध हो जानेपर उस भक्तकी वाणी, मन और इन्द्रियाँ भगवान्को छोड़ अन्यत्र कहाँ जायँगी?

भगवत्प्राप्तिके लिये सबसे सरल और उत्तम मार्ग बताते

हुए भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्त उद्धवजीसे कहते हैं—

अयं हि सर्वकल्पनां सध्रीचीनो मतो मम।
मद्भाव: सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभि: ।।
न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि।
मया व्यवसित: सम्यङ् निर्गुणत्वादनाशिष: ।।
यो यो मयि परे धर्म: कल्प्यते निष्फलाय चेत्।
तदायासो निरर्थ: स्याद् भयादेरिव सत्तम।।
एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्।
यत् सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्।।

(श्रीमद्भा० ११।२९।१९-२२)

हे उद्धवजी! मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सर्वश्रेष्ठ साधन यहीं समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थोंमें मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय। यही मेरा अपना भागवतधर्म है। इसको एक बार आरम्भ करनेके बाद पुन: किसी प्रकारकी विघ्न-बाधासे इसमें लेशमात्र भी अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है। भागवतधर्ममें किसी प्रकारकी त्रुटि होना तो दूर रहा, यदि इस धर्मका साधक भय तथा शोक आदिके अवसरपर होनेवाली भावनाओं और निरर्थक कर्मोंको भी निष्कामभावसे मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस असत्य और विनाशी शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी और सत्य-तत्त्वको प्राप्त कर लें।

सभी भगवद्भक्तोंको सच्चे मनसे यह अन्तर्निरीक्षण करना चाहिये कि हमारी वाणी, मन और इन्द्रियाँ संसारके असत् पदार्थोंकी ओर प्रवाहित तो नहीं हो रही हैं, यदि ऐसा है तो तुरंत ही भगवान् श्रीहरिका स्मरण प्रारम्भ कर दें। वे सर्वशक्तिमान् हैं; वे सब प्रकारके अनर्थोंसे बचानेकी शक्ति रखते हैं—

'हरिस्मृति: सर्वविपद्विमोक्षणम्'

(श्रीमद्भा० ८।१०।५५)

हमारा मन और बुद्धि श्रीहरिके चरणारविन्दोंमें स्थिर हो जायँ बस यही भाव निरन्तर भगवान्में ही बने रहनेका सबसे बड़ा साधन है जैसा कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ।।

(गीता १२।८)

हे अर्जुन! तू मुझ विश्वरूप ईश्वरमें ही अपने संकल्प-विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमें ही निश्चय करनेवाली बुद्धिको स्थिर कर ले। ऐसा कर लेनेपर तू निस्संदेह एकात्मभावसे मुझमें ही निवास कर लेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं।

अत: सभी निष्काम भगवद्भक्तों, उपासकों एवं भगवत्प्रेमियोंको चाहिये कि वे मन, वाणी एवं कर्मसे अपने कर्म, विकर्म तथा अकर्मोंका सर्वस्य-समर्पणकर भगवान्में ही अपनेको इस प्रकार एकीभूत कर लें कि उससे भिन्न किसी अन्य सत्ताका भान भी न रहे। ऐसा हो जानेपर भक्त साक्षात् भगवान् ही हो जाता है और भगवान् ऐसे अनन्यभावी भक्तके योग-क्षेमकी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। अब उस भक्तको क्या चाहिये, अब तो उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। इसीलिये भगवान् स्वयं अपने परमधामका मार्ग भी भक्तको बतला देते हैं—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।।

(गीता ९।२२)

◆ ॐ ◆

दिव्यवाणी

- भगवान्का भजन करते समय संसारको याद नहीं करना चाहिये और संसारका काम करते समय भगवान्को भूलना नहीं चाहिये ।

—*श्रीश्री स्वामी* रामसुखदासजी

भागवतधर्म—पञ्चम पुरुषार्थ

बालयोगी श्रीशंकरानन्दजी ब्रह्मचारी

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते।।

(कठ० १।२।२)

मानवमात्रकी प्रवृत्ति दो प्रकारके साधनोंमें होती है। धन, मान एवं भौतिक सुखोंकी प्राप्तिके लिये किये गये साधन प्रेय-साधन कहलाते हैं तथा सर्वजनहिताय या अपने आध्यात्मिक उत्कर्षके लिये किये जानेवाले साधन श्रेय-साधन कहलाते हैं। जिनकी बुद्धि सत्-शास्त्र-श्रवण, अध्ययन तथा महापुरुषोंके सत्संगद्वारा विवेकवती हो गयी है, वे कल्याण-पथमें धैर्यसे बढ़नेवाले सम्यक् प्रकारसे प्रयत्नशील विवेकीजन ही प्रेयकी अपेक्षा श्रेय अर्थात् परम कल्याणको अधिक महत्त्व देते हैं।

श्रेय एवं प्रेय दोनोंकी प्राप्तिकी इच्छावाले व्यक्तिको यथाप्राप्त समस्त जागतिक सुख-सामग्रियोंको भगवत्स्वरूप जानकर यथासाध्य सर्वहितार्थ ही नियोजित करना चाहिये, क्योंकि सत्कर्म ही उभयविध (लौकिक-पारलौकिक) कल्याणका दाता है। कहा गया है—

धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना।।
जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई।।
सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान बिग्याना।।

(रा०च०मा० ३।१६।१-३)

भगवान् रामने लक्ष्मणको अपनी प्रसन्नताका कारण बताते हुए कहा है, धर्मसे वैराग्यकी तथा योगसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है, और ज्ञान मोक्षप्रद है ऐसा वेदोंमें वर्णित है। परंतु भक्ति स्वतन्त्र है उसे ज्ञान एवं वैराग्यकी अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान-विज्ञान तो उसके अधीन हैं। भागवतमें भी कहा गया है—

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः।
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्।।

(श्रीमद्भा० १।२।७)

अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णमें भक्ति होते ही अनन्य प्रेमसे उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्यका आविर्भाव हो जाता है। अब यह जानना आवश्यक है कि भक्त एवं भक्तिका स्वरूप क्या है? जो कभी भगवान्से विभक्त न हो अर्थात् जिसके प्रत्येक कर्म भगवान्के लिये होते हैं, क्षणमात्रके लिये भी जिसे भगवत्-विस्मृति नहीं होती ऐसा भक्त होता है। सतत भगवत्स्मरण तभी हो सकता है, जब यह धारणा दृढ़ हो जाय कि यह जगत् ईश्वरसे भिन्न नहीं है, बल्कि वह ईश्वर ही जगत्-रूपमें भासित हो रहा है—

हरिरेव जगज्जगदेव हरिर्हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः।।

(श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी)

इसी ईश्वर और जगत्की अभिन्नता या कण-कणमें ईश्वरकी सर्वव्यापकताके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवत महापुराणका यह प्रसंग द्रष्टव्य है—'एक समय ब्रह्माजीको वन-भोजनकालमें श्रीकृष्णद्वारा ग्वालोंका उच्छिष्ट ग्रहण करते देख संदेह हुआ कि जिसे पवित्रतापूर्वक वेदमन्त्रोंसे भोग लगानेपर भी भक्षण करते नहीं देखा जाता, वह ग्वालोंका जुठन कैसे ग्रहण कर सकता है।' इसलिये अपने संदेह निवारण एवं श्रीकृष्णकी भगवत्ताके परीक्षणार्थ उन्होंने ग्वालों और बछड़ोंका हरण कर लिया। श्रीकृष्ण चाहते तो ब्रह्माजीद्वारा छिपाये गये ग्वालों-बछड़ोंको अनायास ही ला सकते थे, परंतु इससे ब्रह्माजीका मोह नहीं मिटता, अतः ब्रह्माजीका मोह एवं सृष्टिकर्तापनके अभिमानको विनष्ट करनेके लिये श्रीकृष्ण ग्वाले-बछड़े ही नहीं बल्कि वंशी-छड़ी तथा सींगसे बना वाद्य, आभूषण, वस्त्र, गुण एवं स्वभाव—सब कुछ स्वयं ही बन गये। अभिप्राय यह कि ब्रह्माजीद्वारा अपहृत समस्त ग्वाल-बाल, बछड़े एवं अन्यान्य पदार्थ ज्यों-के-त्यों ब्रह्माजीको वहाँ सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगे—

यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङ्घ्र्यादिकं
यावद् यष्टिविषाणवेणुदलशिग् यावद्विभूषाम्बरम्।
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं
सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ।।

(श्रीमद्भा० १०।१३।१९)

वेदवाणी 'सर्वं विष्णुमयं जगत्' को सत्य कर दिखानेके लिये भगवान् जड-चेतन स्वयं बन गये, अत: भक्त जब सारे विश्वको भगवान्से भिन्न नहीं जानता तभी उसे सतत भगवत्स्मृति रहती है तथा प्रवहमान जलधारासे सहगमन करनेवाले जलमें जैसे निर्मलता बनी रहती है, वैसे ही भक्तके अन्त:करणमें भी विकार नहीं आने पाते। रामचरितमानसमें भक्तकी महिमा इन शब्दोंमें वर्णित है–

सोइ सर्बग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता।।
धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता।।
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना।।
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाडि भजइ रघुबीरा।।

आइये, थोडा भक्तिपर भी विचार कर लें। **'भज इत्येष धातुर्वै सेवायां परिकीर्तिता'**। **'भज सेवायाम'** धातुसे भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। भगवान् सर्वभूतोंमें आत्मास्वरूपसे विराजमान हैं, ऐसा जानकर मान-बडाईको त्यागकर यथाशक्ति सबकी सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान् कपिल अपनी माता देवहूतिको सांख्यशास्त्रका उपदेश देते हुए कहते हैं–'जो सभी प्राणियोंमें मुझे विराजमान न देखकर उनकी अवहेलना–तिरस्कार करता है और मन्दिरमें मेरी मूर्तिकी पूजा-अर्चना करता है तो यह विडम्बनामात्र है।'–

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थित: सदा।
तमवज्ञाय मां मर्त्य: कुरुतेऽर्चाविडम्बनम्।।

(श्रीमद्भा० ३।२९।२१)

भक्ति दो प्रकारकी होती है– (१) विधि-प्रधान, जिसमें उपासनाकी तीन विधियाँ–वैदिक, पौराणिक तथा तान्त्रिकमेंसे किसी एक विधि से आराध्यकी उपासना की जाती है। (२) प्रेम-प्रधान, इसमें विधि गौण एवं प्रेम प्रमुख होता है। विधि-विधानत: ईश्वराराधन करते-करते अन्त:करणकी विशुद्धि होनेपर वैधी भक्ति ही प्रेमलक्षणा-भक्तिमें परिणत हो जाती है। यह भक्तिकी ही परमोत्कृष्ट स्थिति है। याद रखो, जबतक इस लोक या परलोकके भोगोंकी इच्छा शेष रहेगी, तबतक प्रेमाभक्ति हो ही नहीं सकती–

भक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते।
तावत् प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्।।

(पद्मपुराण)

प्रेमाभक्तिकी प्राप्तिका प्रमुख साधन भक्त एवं भगवान्के चरित्रोंका श्रवण ही है। एक विशेषता है, भक्ति भगवच्चरित्रोंके श्रवणसे जितनी नहीं बढती, उतनी भक्तोंके चरित्र-श्रवणसे बढती है–

द्रुतस्य भगवद्धर्माद् धारावाहिकतां गत:।
सर्वेशे मनसो वृत्ति: भक्तिरित्यभिधीयते।।

(भक्तिरसायन १।३)

श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी अपने भक्तिरसायन ग्रन्थमें भगवच्चरित्रों एवं भक्तचरित्रोंके श्रवण-प्रभावसे अन्त:करणके द्रवित होनेपर मनकी वृत्तिका तैल-धारासदृश सतत प्रवहमान होनेको ही भक्ति बताते हैं। मनसे किसीका सतत स्मरण अत्यधिक प्रेम या शत्रुता होनेकी स्थितिमें ही होता है, अन्यथा नहीं। अत: ईश्वरमें प्रेमकी प्रगाढता ही मनको उनसे जोड सकती है। रूपगोस्वामीजीने इष्टदेवमें प्रेमावेशकी अधिकतासे मनके स्वाभाविक रूपसे अनुरक्त होनेको ही प्रेमलक्षणा भक्तिकी संज्ञा दी है–

इष्टे स्वारसिको राग: परमाविष्टता भवेत्।
तन्मयी या भवेद्भक्ति: सात्र रागात्मिकोदिता।।

प्रेमाभक्तिका साधक, अपने इष्टके चरणोंमें निरन्तर अनुराग बढे यही चाहता है, उसका साध्य भगवान् नहीं भक्ति ही होती है, यही कारण है भगवान्के भक्तिपरवश होकर दर्शन देनेपर भी वह उनसे भक्तिकी ही याचना करता है। ऐसा भक्त अपनेमें प्रेमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होनेपर भी प्रेमकी कमी ही मानता है, उसका भगवत्प्रेम शुक्लपक्षके चन्द्रमाके समान बढता है, परंतु इसमें कभी पूर्णिमा नहीं आती, जिससे घटता ही नहीं है। यही भगवत्प्रेमरूपी चन्द्रमाकी विशेषता है–

प्रेम सदा बढिबो करै ज्यौं शशिकला सुवेष।
पै पूनो यामें नहीं ताते कबहुँ न शेष।।

जिस पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिके निमित्त यह मानव-तन मिला है, उसे भी प्रेमी भक्त भगवत्प्रेमपर न्योछावर कर देता है। उसकी सिद्धि पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्तिमें नहीं, भगवत्प्रेमकी प्राप्तिमें है। ***'साधन सिद्धि राम पग नेहू'*** भक्तकी साधना और सिद्धि दोनों भगवत्प्रेम होता है। रामप्रेममूर्ति भरतजी तीर्थराज प्रयागमें स्नानकर त्रिवेणीजीसे आर्तभावसे माँगते हैं–

अरथ न धरम न काम रूचि गति न चहउँ निरबान।
जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन।।

(रा०च०मा० २।२०४)

मुमुक्षु साधक जिस मुक्ति-प्राप्तिके लिये कई जन्मोंतक साधना करते हैं, उन पाँचों प्रकारकी मुक्तियोंको (१-सालोक्य= भगवद्धाम-प्राप्ति, २-सार्ष्टि=भगवान्के समान ऐश्वर्यभोग, ३-सामीप्य=भगवत्-समीपता, ४-सारूप्य=भगवद्रूपप्राप्ति एवं ५-सायुज्य=भगवान्के विग्रहमें समा जाना अर्थात् ब्रह्मरूपकी प्राप्ति) *'जेहिं जोनि जन्मौं कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ'।।* 'भगवत्प्रेममें डुबे श्रीहितहरिवंशजीने कहा है–

धर्माद्यर्थचतुष्टयं विजयतां किं तद् वृथा वार्तया।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी अन्यके लिये आदरणीय होंगे। मेरे लिये इनकी व्यर्थ चर्चासे क्या लाभ? प्रेमाभक्तिकी आचार्या गोपियाँ जिन्होंने उद्धव-जैसे ज्ञानी भक्तके ज्ञानके अहंकारको चूर्ण कर उन्हें भी प्रेमी भक्त बना दिया, उनकी स्थितिका वर्णन श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार किया गया है–

या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप-
प्रेङ्खेङ्खनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ।
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठ्यो
धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः।।

(१०।४४।१५)

दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, शिशुओंको झूला झूलाते, रोते बालकोंको चुप कराते, घरोंमें झाड़ू लगाते, यहाँतक कि सम्पूर्ण कार्य करते हुए निरन्तर श्रीकृष्णमें चित्त लगा होनेसे प्रेमाश्रुपूरित गद्‌गदकण्ठसे श्रीकृष्ण-लीलाओंको गानेवाली व्रजस्त्रियाँ धन्य कही गयी हैं। प्रेमाभक्ति होनेपर स्वाभाविक रूपसे सतत भगवत्स्मरण होनेके कारण ही प्रेमी साधक अन्य मार्गके साधकोंसे श्रेष्ठ कहा गया है–**'सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा'** (ना०भ०सू० २५)।

◆ ॐ ◆

दिव्य वाणी

- भगवान्के मंगलमय विधानसे जो अनुकूल (सुखदायी) या प्रतिकूल (दु:खदायी) परिस्थिति आती है, वह हमारे हितके लिये ही होती है ।
- संसारका मालिक परमात्मा है और शरीरका मालिक मैं हूँ-ऐसा मानना गलती है ।जो संसारका मालिक है, वही शरीरका भी मालिक है।
- जैसे बालक हर अवस्थामें माँको ही पुकारता है, ऐसे ही हर अवस्थामें भगवान्को ही पुकारो ।

—*श्रीश्री* **रामसुखदासजी**

- विधिपूर्वक सब कामकाज करते जाओ और अन्त:करण में सदा भय रखो, भगवान् सदैव साथ हैं और देख रहे हैं, यह ध्यान में रखकर कामकाज करने से जीव सहज में कल्याण-लाभ करता है।

—श्रीश्री १०८ स्वामी राम दासजी काठियाबाबाजी महाराज

- केवल कर्तव्य-बुद्धि से कार्य करना चाहिये फल की आशा से नहीं।
- सांसारिक काम सेवा-बुद्धि से करने पर वह भगवत्-आराधना के सदृश है।

—श्रीश्री १०८ स्वामी सन्त दासजी काठियाबाबाजी महाराज

हिन्दी-कवियोंके नीतिवचनामृत

प० श्रीउमाशंकरजी मिश्र 'रसेन्दु' आचार्य

हिन्दी साहित्याकाशमें ऐसे-ऐसे ज्योतिष्क—नक्षत्रस्वरूप कविगण हुए हैं, जिनकी विमल नीति-काव्य-प्रभा मानवपथको अविराम आलोकित कर रही है। इनमें कुछ तो भुवनभास्करतुल्य हैं, कुछ सुधाकर और कुछ-कुछ प्रखर नक्षत्र-मल्लिकाओंकी भाँति अद्भुत आलोक प्रसारित कर रहे हैं। युगद्रष्टा गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूर, कबीर, दानवीर रहीम, वृन्द कवि, गिरधरदास, दीनदयाल, पं० रामचरित उपाध्याय, महापण्डित घाघकी युक्तियाँ और नीतियाँ अपने अचूक अर्थ-प्रभावके कारण स्वसिद्ध-सूत्रकी भाँति भारतीय जनमानसका कलकण्ठहार बन चुकी हैं। ऐसे अचूक शक्तियुक्त सरस दोहे, चौपाइयाँ एवं छन्द अपने असीम अर्थ-गाम्भीर्यकी शक्तिमत्तासे विलक्षण प्रभावकारी हैं। रीतिकालीन महाकवि बिहारीलालके जिस दोहेकी अभिव्यञ्जना-शक्तिने मिर्जा राजा जयसिंहके हृदयपटलको क्षणमात्रमें परिवर्तित कर दिया था वह दोहा इस प्रकार है—

नहिं परागु नहिं मधुर मधु, नहिं बिकास यह काल।
अली, कली ही सों बँध्यो, आगे कौन हवाल॥

असार-संसार, वाणी-व्यवहार, राज-समाज, कर्तव्या-कर्तव्य, धर्माधर्म और संसारी सम्बन्धोंपर इन कवियोंकी नीतियाँ सदा-सर्वत्र द्रष्टव्य हैं। ये नीतियाँ मानव-जीवनपथकी सशक्त-सक्षम पथदर्शिका बनकर जीवनयात्राको निर्भय, निष्कलंक सम्पन्न कर देती हैं।

संसारकी असारताका तात्त्विक विश्लेषण करते हुए महात्मा कबीरने वास्तविक सत्यको उद्घाटित किया है। इस शाश्वत सत्यको स्वीकार करनेमात्रसे जीवनकी यथार्थता, दहीसे प्रकट नवनीतकी भाँति छलक आती है। अनित्य संसारमें मायाकी सम्मोहक चकाचौंधमें मनुष्य कैसा भूल गया है कि उसे नित्य सत्य वस्तुकी आत्मानुभूति भी विस्मृत हो चुकी है। सम्मोहक संसारी रूप कितना स्थिर है, इसकी अभिव्यञ्जना सेमर-फूलसे की गयी है—

ऐसा यह संसार है, जैसे सेमर फूल।
दिन दस के व्यौहार में, झूठे रंग न भूल॥

(कबीर)

संसारसागरकी यात्रा करता हुआ मनुष्य, दूसरेको देखकर कभी गर्वसे सिर ऊँचा करता है, कभी वह दूसरोंपर हँसता है, उसे इसका ध्यान ही नहीं रहता कि मेरी नौका भी अभी इसी सागरके मध्यमें चक्कर काट रही है, न जाने किस वायुके झोंकेसे डूब जाय। कविवाणी कितनी मार्मिकतासे ओत-प्रोत है, यह तो सहृदय भावुक ही समझता है—

कबिरा गर्ब न कीजिये, और न हँसिये कोय।
अजहूँ नाव समुद्र में, ना जाने का होय॥

संसारी लोगोंको पीयूषरससे ओत-प्रोत करनेका श्रेयस्कर और अतिपवित्र कार्य संत-महात्मा और मनीषी कविवर सदासे करते आये हैं। उन्होने विषयानलदग्ध मानवको प्रेमामृतरससे सींचनेका गुरुतर कार्य किया है। हिन्दी कवियोंकी नीतियाँ उपदेशात्मक, निर्देशात्मक एवं अन्योक्ति शैलीमें अभिव्यक्त हुई हैं। साहित्यिक दृष्टिसे भावसम्प्रेषणीयता एवं प्रभावोत्पादकताकी प्रधानतासे नीतिके छन्द सदैव लोकसमादृत हैं।

महात्मा श्रीतुलसीदासजीने प्रेमरसको कल्पतरुके सदृश सकल कामनासिद्ध सर्वोत्तम साधन स्वीकार करते हुए कलितरुसदृश अधर्मसेवनको निष्फल ही बताया है। ऐसी सुन्दर हितकारी सुनीतिका समादर सर्वथा सुख और शान्ति प्रदान करनेवाला है—

राम कामतरु परिहरत सेवत कलि तरु ठूँठ।
स्वरथ परमारथ चहत सकल मनोरथ झूँठ॥

(तुलसी)

इस प्रसंगमें हिन्दीके मध्यकालीन कवि 'सम्मन' के नीतिवचनामृतका उल्लेख करना भी औचित्यपूर्ण है। निम्नांकित सोरठा अपनी भाव सम्प्रेषणीयताके लिये स्मरणीय है—

सम्मन मन की भूल, सेवा करी करील की।
चाहत उन ते फूल, जिन डारन पत्ता नहीं॥

(सम्मन)

वाणी-व्यवहार— आज समाजमें मात्र वाणी-व्यवहारके असंयमसे कटुतापूर्ण झंझावात-सा छा गया है। हिन्दी-कवियोंने हृदयविदारक, विषवत् वाणी-व्यवहारको त्याज्य बताया है;

साथ ही मधुर वाणीको हृदय जीतनेका मन्त्र भी बता दिया है—

तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजन चहूँ ओर।
बसीकरन यह मंत्र है परिहरू बचन कठोर।।

(तुलसी)

महात्मा कबीरदासजी का कहना है—

ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय।
औरन कौं सीतल करै, आपहु सीतल होय।

राज-समाज—शासकोंके व्यापक प्रभाव-विस्तारसे सभी परिचित हैं। उत्तम राजव्यवस्था (शासन-प्रशासन), उत्तम स्वस्थ समाज, पारदर्शी एवं लोकोपकारी सरकारकी अपेक्षा सभी करते हैं। राज-समाजका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। समाज अपने मुखियाके हाथोंमें देशकी बागडोर समर्पित कर देता है। मुखियाके उदात्त गुणों, उसके शीर्षस्थ कर्तव्योंको लक्षित करते हुए युगद्रष्टा विश्वकवि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी लिखते हैं—

मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक।
पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक।।

आज इसी विवेकके अभावके कारण अनेक वादोंका जन्म हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप शासन-प्रशासन विफल हो रहा है, प्रजा असंतुष्ट और उद्विग्न होती जा रही है। ऐसेमें हिन्दी-कवियोंके वचनामृत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

हिन्दी-साहित्यकारोंने नीतियोंके हितोपदिष्ट परम्पराका पूर्णतया निर्वहन किया हैं। मुगलकालमें मिर्जा राजा जयसिंह शाहजहाँ बादशाहकी ओरसे हिन्दू राजाओंको पराभूत करनेमें संलग्न थे। उनके कुकृत्योंको देखकर, उन्हींको लक्ष्य करके कविवर श्रीबिहारीलालने मर्मस्पर्शी नीति-सूत्रमन्त्रसे उन्हें परिवर्तित कर दिया था। आज भी उस नीतिका स्मरण तथा उसे हृदयंगम करनेकी आवश्यकता है—

स्वारथ सुकृत न श्रमु बृथा, देखि बिहंग बिचारि।
बाज पराये पाणि पर, तू पछीहि न मारि।।

(बिहारी)

यहाँ कतिपय विशिष्ट नीतिकार कवियोंकी उत्तम नीतियोंका उल्लेख किया जा रहा है—

संसारी लोगोंकी रीति—

हरे चरहिं तापहिं बरे जरत फरें पसारहिं हाथ।
तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ।। (तुलसी)

सच्चे मित्रकी कसौटी—

कहि रहीम सम्पति सगे, बनत बहुत बहु रीत।
बिपति-कसौटी जे कसे, सोही साँचे मीत।। (रहीम)

धीरज धर्म मित्र अरु नारी।
आपद काल परिखिअहिं चारी।। (तुलसी)

कर्मकी प्रधानता और परिणाम—

'करम प्रधान बिस्व करि राखा।'

बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग।
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग।।

(तुलसी)

परोपकार धर्म—

पर हित सरिस धर्म नहिं भाई।
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।। (तुलसी)

अच्छे-बुरेकी पहचान—

भलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाइहि नीचु।
सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु।। (तुलसी)

स्वार्थी मनुष्योंके कार्य—

काज परै कछु और है, काज सरै कछु और।
रहिमन भँवरी के भए, नदी सिरावत मौर। (रहीम)

समय-असमयकी बात—

जिहि अंचल दीपक दुर्‍यो, हन्यो सो ताही गात।
रहिमन असमय के परे, मित्र शत्रु ह्वै जात।

(रहीम)

शाहोंका शाह कौन—

चाह गई, चिन्ता मिटी, मनुवाँ बेपरवाह।
जिन को कछू न चाहिये, सो जग साहनसाह।।

(कबीर)

शोचनीय कौन ?—

सोचिअ पुनि पति बंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी।।
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई। जो नहिं गुर आयसु अनुसरई।।
सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग।
सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग।।

किसका जीवन व्यर्थ है—

साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महुँ जासु न रेखा।।
जायँ जिअत जग सो महि भारू। जननी जौबन बिटप कुठारू।।
नर तनु पाइ बिषयँ मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं।।

धीर कौन—

सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं। दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं।।
धीरज धरहु बिबेक बिचारी। छाड़िअ सोच सकल हितकारी।।

किसके लिये क्या असम्भव है—

सेवक सुख चह मान भिखारी। ब्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी।।
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी।।
(तुलसी)

कुमार्गगामीकी दशा—

इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा।।

क्या न करें—

सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती।।
ममता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी।।
(तुलसी)

संपत्ति-विपत्तिके स्थान—

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना।।
(तुलसी)

कौन लोग त्याज्य हैं—

नारि करकसा कटहा घोर, हाकिम होइके खाइ अँकोर।
कपटी मित्र पुत्र है चोर, घग्घा इनको गहिरे बोर।।
(घाघ)

किन-किनको भेद नहीं बताना चाहिये—

नारिन सो लरिकान सो, भेद कहौ जनि कोइ।
वे दुराइ जानत नहीं, निहचै प्रगटै सोइ।। (जान कवि)

संगका प्रभाव-कुप्रभाव—

कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक गुण तीन।
जैसी संगति बैठिये, तैसोइ फल दीन।। (रहीम)

प्रभुताका प्रभाव—

नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।।
(तुलसी)

स्वार्थकी व्यापकता—

सुर नर मुनि सब कै यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती।।

बिना विचारे कार्यका परिणाम—

बिना बिचारे जो करै सो पीछे पछताय।
काम बिगारै आपनो जगमें होत हँसाय।।
(गिरधरदास)

सच्चा सेवक—

सेवक सोई जानिये, रहै बिपति में संग।
(वृन्दकवि)

रोषपूर्ण वचन नहीं बोलने चाहिये—

रोष न रसना खोलिये बरू खोलिए तरवारि।
सुनत बचन परिनाम हित बोलिय बचन विचारि।।
(वृन्दकवि)

रे सठ, बिन गोबिंद सुख नाहीं।
तेरौ दु:ख दूरि करिबे कौं, रिधि सिधि फिरि-फिरि जाहीं।।
सिव, बिरंचि, सनकादिक मुनिजन इनकी गति अवगाहीं।
जगत-पिता जगदीस सरन बिनु, सुख तीनौं पुर नाहीं।।
और सकल मैं देखे ढूँढ़े, बादर की सी छाहीं।।
सूरदास भगवंत-भजन बिनु, दुख कबहूँ नहिं जाहीं।।
(सूर-विनय-पत्रिका १२३)

◆ ॐ ◆

आश्रम संवाद

- आगामी २०१४ जुलाई में हमारे गुरुमहाराज श्रीश्री १०८ स्वामी रासविहारीदास काठियाबाबाजी के समुपस्थिति में भक्त नगरी शिलचर आसाम में ०५/०७/२०१४ से १२/०७/२०१४ तक श्रीश्रीगुरुपूर्णिमा महामहोत्सव बड़ी धुमधाम से मनाया जायेगा। इस अष्टदिवसात्मक सनातन धर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य बनायें।
- इस साल २०१४ दिसम्वर महीने में हमारे बाबाजी महाराज स्वामी रासविहारीदासजी काठियाबाबाजी महाराज की पावन सान्निध्य में करीमगंज आसाम में गुरु महाराज के जन्म महोत्सव मनाया जायेगा। ६-१२-२०१४ से १३-१२-२०१४ तक अष्ठदिवस व्यापी सनातन धर्म महामहोत्सव में समुपस्थित होकर आप अपने दुर्लभ जीवन को लाभान्वित करें।
- हमारे गुरुमहाराजजी श्री श्री १०८ स्वामी रासविहारीदासजी काठियाबाबाजी महाराजजी भक्तगणों के अनुरोध से विदेश में निम्नलिखित स्नानों में भ्रमण करेंगे - तथा ३०/६/२०१४ को भारत वापस आयेंगे। लन्दन, वारमिंहाम, स्कट्ल्याण्ड, टोरन्टो, (कनाडा) निउइयर्क, निउजीर्सि, फ्लोरिडा, कालाम्बास, हिउस्ट्रन व सानफांसिसको।
- भक्तों के अनुरोध से गुरुमहाराजजी २०१५ साल के अप्रेल / मई महीने में भक्तों को लेकर युरोप सफर पर निकलेंगे। यात्रा के दौरान वे इटाली, प्यारिस, जार्मानी सुईजारल्याण्ड, निस, फ्रांफुट, लन्दन, आदि युरोपीय देशों में जायेंगे। सम्पर्कसूत्र श्री दिलिप पाल - ०९८७४४५२६५८।
- हमारे बाबाजी महाराज स्वामी रासविहारीदासजी काठियाबाबाजी बंगलादेश मे चट्टग्राम, ककसबाजार, वामै, हविगंज तथा सिलेट आदि शहरों में भ्रमण हेतु जायेंगे। कोई भक्तजत साथ में जाना चाहें तो सम्पर्क करें। सम्पर्कसूत्र - ०९८७४४५२६५८
- आगामी २०१५ अगस्त महीने के १५ दिनांक से सिताम्वर १० तक पुण्यभूमि नासिक में (महाराष्ट्र) पूर्णकुंभमेला लगेगा। इस उपलक्ष्य में अवारित साधुसेवा तथा तीनों तिथियों में पवित्रतोया गोदावरी में शाही स्नान होगा। उन तिथियों में उपस्थित रह कर अपने जीवन को सफल बनायें।
- आगामी २०१६ अप्रैल / मई महीना अर्थात् वैशाख में पुण्यभूमि गुरु सान्दीपति नगरी उज्जयिनी मध्यप्रदेश में परमपवित्र सिप्रानदी के तट पर पुर्णकुंभ मेला लगेगा। इस उपलक्ष्य में अवारित साधुसेवा तथा तीनों तिथियों में सिप्रानदी में स्नानादि दिव्यकार्य सफल होगा। उपस्थित होकर जीवन को धन्य करें।
- पुरी, अशोकनगर, शिलिगुड़ी, गौहाटी, तथा मानिकबाजार आश्रम में श्रीश्री काठियाबाबा चैरिटेंबॅल ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क एलोप्याथिक एवं होमिउप्याथिक सेवा उपलब्ध है। गंगासागर में खिचड़ी सेवा प्रदान की जाती है। इस तरह श्रीश्री काठियाबाबा चैरिटेंबॅल ट्रस्ट की सेवा-भावना सर्वत्र प्रसिद्ध है।
- बंगलादेश निम्बार्क आश्रम, श्रीकाठियाबाबा का स्थान श्रीधाम वृन्दावन, पुरी शाश्रम, हरिद्वार आश्रम गौहाटी आश्रम, तिनसुकिया आश्रम, लामडिं, कैलाशहर आश्रम, आदि आश्रम में सेवा-पूजा तथा कहीं कहीं गोसेवा भी सूचारू रूप से चल रही है।
- शिलिगुड़ी में नवविग्रह प्रतिष्ठार्थ आश्रम निर्माणकार्य एवं दक्षिणेश्वर में काठियाबाबा साधनाश्रम का निर्माणकार्य धीरे धीर अग्रसर हो रहा है। जनता जनार्दन ध्यान दें।
- सभी भक्तों के मतानुसार एवं इच्छानुसार गुवाहाटी, आसाम में ब्रह्मपुत्र नद के तट पर स्थित स्वामी धनंजयदास काठियाबाबा सेवाश्रम एवं युगलमूर्त्ति की प्रतिष्ठा दिवस, योगीराज श्रीरामदास काठियाबाबाजी के तिरोभाव महोत्सव पर ही दिनांक ११-०१-२०१४ को मनाया गया। ऐसा दिव्य अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों उपस्थित होकर महोत्सव की शोभा बढ़ाई।

- इस साल २४ अप्रेल, २०१४ सोमवार हमारे गुरुमहाराजजी श्रीश्री स्वामी धनंजयदास काठियाबाबाजी महाराज का तिरोभाव महोत्सब वहुत ही धुमधाम से श्रीकाठियाबाबा का स्थान गुरुकुलमार्ग श्रीधाम वृन्दावन में मनाया गया। उस समय भक्तों ने सत्संग के माध्यम से इस मर्त्यजीवन को लाभान्वित किया।
- २०१३ सन् के दिसम्बर महीने में हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव स्वामी रासविहारीदास जी काठियाबाबाजी का पुण्य जन्मोत्सव श्रीमान् मिहिर दासगुप्ता, जैलरोड-धर्मनगर में (त्रिपुरा) विविध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों के माध्यम से धूमधाम से मनाया गया।
  इस उपलक्ष्य में कलकत्ता महानगरी से भागवतशाली श्रीनवव्रत ब्रह्मचारीजी महाराज, काशी वाराणसी से विख्यात पण्डित श्रीयुक्त चित्तरंजन चक्रवर्त्ती सहित अनेकानेक पण्डित एवं भजनसम्राट श्रीमान् राजुदास भी उपस्थित थे। देशों एवं विदेशों से भक्तलोग आकर महामहोत्सव की शोभा वढ़ाई और सत्संग के माध्यम से जीवन को धन्य किया।
- आपार आसाम में स्थित तिनसुकिया महानगरी में अवस्थित स्वामी धनंजयदासजी काठियाबाबा सेवाश्रम एवं मन्दिरमूर्त्ति प्रतिष्ठा महामहोत्सव, २०१३ साल के नभम्बर महीने में श्रीनिम्बार्क जयन्ती महोत्सव के दिव्य दिवस पर सुसम्पन्न हुआ। विविध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठानों के माध्यम से सप्ताहव्यापी प्रतिष्ठा महामहोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तजन पधार कर सत्संग के माध्यम से इस मर्त्यजीवन को लाभान्वित किया।
- गत अक्टुबर महीने में १८.१०.२०१३ से २६.१०.२०१३ दिनांक तक काठियाबाबा का स्थान गुरुकूल मार्ग में अनुपम भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन हुआथा। ऐसा दिव्य अवसर पर आप की उपस्थिति से कार्य सुसम्पन्न हुआ।
- गत वर्ष हमारे गुरुजी महाराज स्वामी रासविहारीदासजी काठियाबाबा जी महाराज की दिव्य उपस्थिति में त्रिपुरा स्टेट स्थित चुराईवाडी में विराजमान विश्वेश्वरी माता मन्दिर में श्रीश्रीगुरुपूर्णिमा महामहोत्सव, विविध शास्त्रीय अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया गया। महोत्सव में भजन सम्राट श्रीमान् अनुप जलोटाजी, काशी के पण्डित चित्तरंजन चक्रवर्त्तीजी एवं भागवतवक्ता के रूप में श्री ब्रह्मचारी जी नवब्रत जी समुपस्थित थे। १५.०७.२०१३ से २१.०७.२०१३ सप्तदिवस विविध शास्त्रीय अनुष्ठान हुए। अन्तिम दिवस २२.०७.२०१३ दिनांक को पूर्णिमा महोत्सव बडे धूमधाम से मनाया गया। रात्रि में अनुप जलोटाजी द्वारा दिव्य संगीत सम्मेलन के बाद महोत्सव समापन हुआ।
- श्रीश्रीकाठियाबाबा का स्थान गुरुकूलमार्ग श्रीधाम वृन्दावन से आश्रम की सेवा-पूजा तथा महोत्सव संबंधीय पत्र किसी को मिलता हो या न मिलता हो वह अवश्य ही आश्रम के पते में (श्रीकाठियाबाबा का स्थान, गुरुकूल मार्ग, पो० वृन्दावन, जिला मथुरा) सम्पर्क करके सबतरह की जानकारी लें। क्योंकि आगे के लिए कोई कठिनाई का सामना न करना पडे। आश्रम में गो सेवा, सन्तसेवा तथा आश्रम विषयक सभी तरह की सेवा भगवत्कृपा से सुचारुढंग से हो रही है।
- श्रीनिम्बार्क सम्प्रदायी सन्तों का मुख्य धाम श्री द्वारका धाम में श्रीभगवत्कृपा से श्रीधनंजयदास काठियाबाबा सेवाश्रम के नाम से एक सुन्दर आश्रम का निर्माण हुआ है। इस आश्रम के युगल विग्रह के प्रतिष्ठा महोत्सव श्रीश्री गोपालमहायज्ञ एवं विविध आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत समरोह के साथ दिनांक २७-०३-२०१३ को सुसम्पन्न हुआ। असंख्य भक्तों की भीड थी। प्रतिदिन भक्तों के लिये प्रसाद की सुव्यवस्था थी। भक्तलोग भी विविध लीलास्थलियों का दर्शन करके कृत कृत्य हो गये।
- पंजाब अमृतसर स्थित लोनाचमेरी गाव में श्रीश्रीकाठिया बाबा रामदासजी महाराजजी के स्मृति मन्दिर का निर्माणकार्य चल रहा है।
- पश्चिमबंगाल बाँकुडा जिला में स्थित विष्णुपुर में जो जमीन ली गई थी, उसी में स्वामी रामदासजी काठियाबाबा की स्मृति में नानाविध कालेज निर्माण की चर्चा चल रही है। वाउन्ड्रि निर्माणाधीन है।

निवेदक-
श्रीकाठियाबाबा चेरीटेवल ट्रस्ट
श्रीधाम वृन्दावन।

श्रीकाठियाबाबा चैरिटॅबॅल ट्रस्ट, श्रीकाठियाबाबा का स्थान श्रीधाम वृन्दावन द्वारा परिचालित आश्रमसमूह

मुख्य आश्रम एवं प्रचारकेन्द्र

श्रीकाठियाबाबा का स्थान

गुरूकुल मार्ग, श्रीधाम वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश,
दूरभाष : ०५६५ २४४२७७०

शाखा आश्रम एवं प्रचारकेन्द्रसमूह

- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
  बालियापांडा, सिपासुरवालि, पुरी, ओड़िसा
  पिन : ७५२००१
  दूरभाष : (०६७५२) २३०-२४४, ०९९३७३७११०३
- श्रीनिम्बार्क स्मृति संग्रहालय
  गोपालधाम, ४६/३९, एस.एन बनर्जी रोड
  कोलकाता- ७०००१४, दूरभाष : ९३३१९४१६५५
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
  दौलतपुर, पो० : सेनडांगा
  अशोकनगर, उत्तर २४ परगना, पिन्न : ७४३२७२
  दूरभाष : ९७३३६५८६४१
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
  देवपुरा, हरिद्वार, उत्तरांचल, पिन : २४९४०१
  दूरभाष : ०१३३४-२२६७३०
- श्रीनिम्बार्क साधनाश्रम
  पो० : लामडिं, ग्राम : मुरावस्ती, जेला : नवगाँ, असाम
- श्रीनिम्बार्क आश्रम
  बाधारघाट (उ. एन. जि. सि.-एर निकट), आगरतला,
  त्रिपुरा, पिन : ७९९०१४
  दूरभाष : ०९४३६१२४६१५
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
  मानिक बजार, बाँकुड़ा, पिन : ७२२२०७
  दूरभाष : ९४३४१८५५५४
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम (निर्माणाधीन)
  ११, उपेन्द्रनाथ मुखर्जी रोड, पो० - दक्षिणेश्वर
  कलकाता - ७०० ०७६, दूरभाष : ९८७४४५२६५८
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
  रुक्मिणी मन्दिरके विपरीत, द्वारका, गुजरात
  दूरभाष : ०९४०१३५२१२१
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
  पाण्डु टैम्पल रोड, पाण्डु, गौहाटी, असाम
  पिन : ७०१०१२, दूरभाष : ०९४३५०४२९१२
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम
  अश्विनी दत्त रोड, निउ कलोनी, तिनसुकिया, असाम
  पिन : ७८६१२५, दूरभाष : ९४३५१३४९५१
- श्रीधनंजय दास काठियाबाबा सेवाश्रम (निर्माणाधीन)
  घोघोमाली वजार, पाइप लाइन, शिलिगुड़ि
  पिन : ७३४००६, दूरभाष : ९४३४००९१९१
- श्रीनिम्बार्क सेवाश्रम
  काचेर घाट, कैलाशहर, त्रिपुरा (उ:),
  दूरभाष : ९८५६०२९६६१
- श्रीनिम्बार्क तपोवन
  लालवाँध, विष्णुपुर, बाँकुड़ा, दूरभाष : ९८५६०२९६६१

প্রশ্ন	উত্তর
● জীবনের লক্ষ্য কি?	আত্মজ্ঞানোপলব্ধি অথবা নিত্য শ্রীভগবচ্চরণ স্মরণ।
● সংসারে বদ্ধ কে?	যে বিষয়বস্তুতে সদা অনুরক্ত।
● শত্রু কাহারা?	নিজের ইন্দ্রিয় সমূহ।
● শ্রীগুরু কে?	যিনি আত্মতত্ত্বোপদেষ্টা।
● জগৎ জয় করেন কে?	যিনি মনকে জয় করেছেন।
● পশু কে?	যিনি অধ্যাত্মবিদ্যাহীন।
● দুঃখের মূল কি?	বিষয় এবং ব্যক্তির প্রতি মমতা।
● মানবধর্ম কি?	ত্যাগ, সংযম, সত্য ও অহিংসা।

দিব্য বাণী

- নান্যা গতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দাৎ - এই সংসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ ভিন্ন জীবের আর অন্য কোন গতি নাই। সুতরাং বিশ্বময় সর্বত্র রাধাকৃষ্ণময় জানিয়া মনঃ সংযমপূর্বক প্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হও। ইহাই এই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।

— শ্রীশ্রী নিম্বার্কাচার্য্যজী মহারাজ

- হাত মেঁ কাম, মুখ মেঁ রাম, মন মেঁ ধ্যান। ভিতর সে কাম করনা, নিন্দা স্তুতি কো দেখনা নহী। সদা শুক্র রহনা।

— শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

- দোষ দর্শন মহৎ দোষ। পরদোষ দর্শনে তৎক্ষণাৎ চিত্ত মলিন হয়। মনেই বন্ধন মনেই মুক্তি। সংসারে কোন বন্ধন নাই। স্ত্রী-পুত্রে, ধন-জনে, যে আপন বোধ তাহাই বন্ধন।

— শ্রীশ্রী সন্তদাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

- অনুক্ষণ ভগবৎ চিন্তা পরম শান্তিদায়ক। সর্বাবস্থায় শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় চিত্তে শ্রীগুরুর উপদেশ মত চলিতে থাক ও উপস্থিত কর্তব্য পালন করিতে থাক। তাহলেই যথার্থ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

— শ্রীধনঞ্জয় দাসজী কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

Printed & Published by Sri Dilip Kumar Saha on behalf of Sri Kathia Baba Charitable Trust, Sridham Vrindavan. Printed at Ashis Das, Ami Printers, 59, Surya Sen Street, Kolkata - 700 009 and Published at : Sri Nimbarka Jyoti Karyalaya, Sri Gopal Dham, 46/39, S. N. Banerjee Road, Kolkata - 14, Mobile: 9831338884 Editor : Narahari Dasji on behalf of Sri Kathia Baba Charitable Trust, Sridham Vrindavan, Price : Rs. Fifty Only. Sri Nimbarka Jyoti (Bengali-Hindi-English), April, 2018.